শরীফুল হাসান

রাত্রি শেষের গান

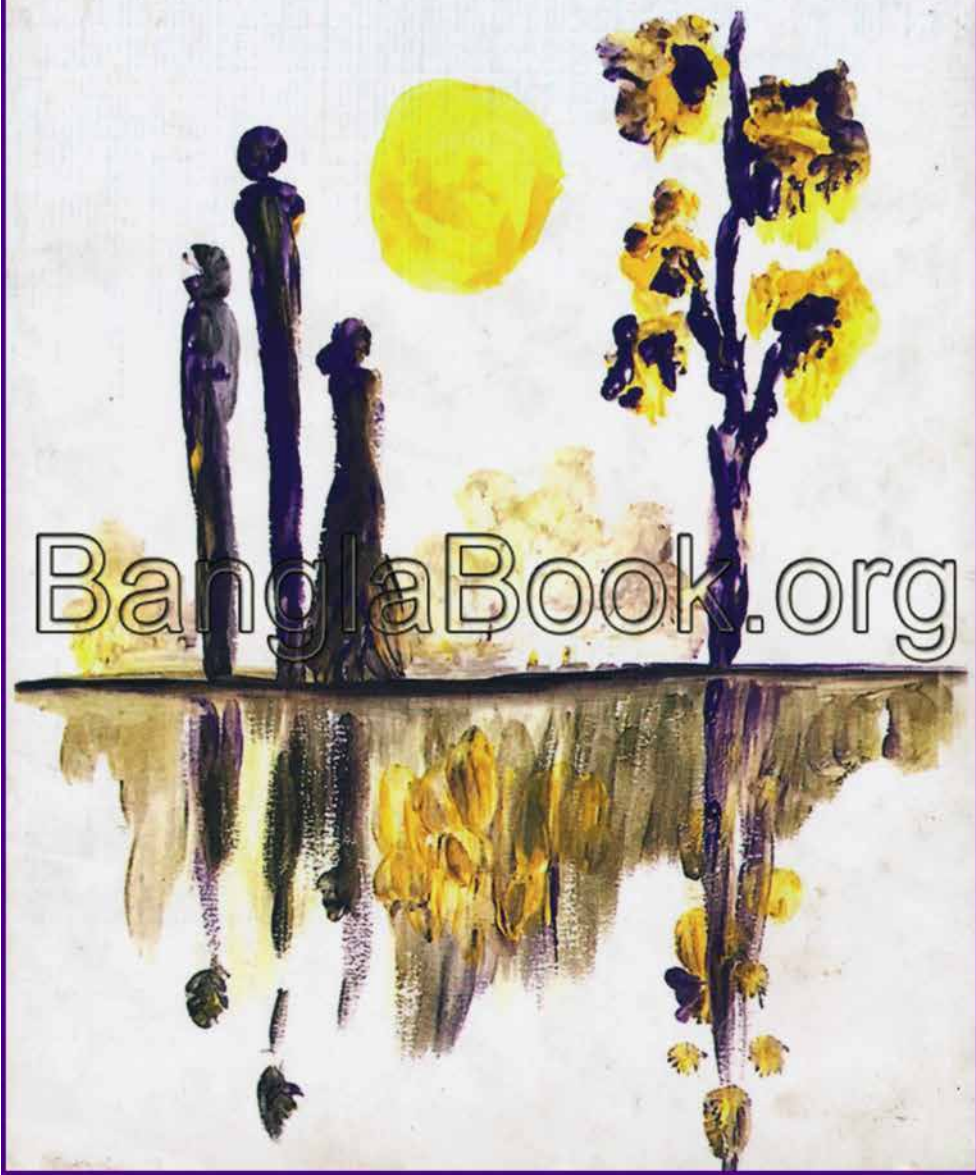

BanglaBook.org

মাইনুল, সাদাসিধে একজন মানুষ। এক পা খোঁড়া, স্ত্রী আর এক মেয়ে নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। মাঝরাতে জড়িয়ে পড়ল এক ঝামেলায়। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান কবির খানকে পাওয়া গেল মৃত অবস্থায়। খুনিকে ধরার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো স্থানীয় থানা। উপর মহল থেকে চাপ আসছে ক্রমাগত। থানার দুই অফিসার আরিফুল হক এবং হাফিজ সরকার উঠে পড়ে লাগল খুনিকে খুঁজে বের করতে। এক খুনের সমাধান না হতেই দ্বিতীয় খুন। তারপর...
মাইনুল কি খুনি? কিংবা খুনি কে?

*সাম্ভালা-ট্রিলজি*খ্যাত শরীফুল হাসানের ভিন্নধর্মি এই থ্রিলারটি সকলের ভালো লাগবে।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...
www.BanglaBook.org

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni
https://www.facebook.com/groups/batigharprokashoni

ISBN 984872944-0
9789848729410

শরীফুল হাসানের জন্ম ময়মনসিংহ শহরে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করেছেন তিনি। বর্তমানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কমরত।

থ্রলার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থেকে লেখালেখির জগতে পদার্পন। অনুবাদ দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তিতে লিখেছেন সাম্ভালা ট্রলোজি (*সাম্ভালা, সাম্ভালা দ্বিতীয় যাত্রা, সাম্ভালা শেষ যাত্রা*), *ঋভু, আঁধারের যাত্রী* এবং কালি ও কলম ২০১৬ শিশু ও কিশোর সাহিত্যে পুরষ্কারপ্রাপ্ত অদ্ভুতুড়ে বইঘর।

এছাড়া বেশ কিছু গল্পসঙ্কলনে প্রকাশিত হয়েছে তার একাধিক ছোটগল্প।

বর্তমানে তিনি ঢাকায় বসবাস করছেন।

ফেইসবুক লিংক :
www.facebook.com/shariful.hasan

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ : তানিয়া সুলতানা

শরীফুল হাসান

রাত্রি শেষের গান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

বাতিঘর প্রকাশনী

রাত্রি শেষের গান

শরীফুল হাসান

স্বত্ব © নিপা হাসান

Ratri Sesher Gaan

Copyright©2018 by Nipa Hasan

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রচ্ছদ : তানিয়া সুলতানা

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: লেখক

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

উৎসর্গ :

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনকে

অধ্যায় ১

বাসায় ফেরার পথে মাইনুলের মনে কু ডাক দিচ্ছিল, দোকানপাট রাত আটটায় বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সবকিছু গুছিয়ে টাকা-পয়সার হিসেব মিলিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। দোকান থেকে বাসায় যাওয়ার পথ খুব বেশি না, আধঘন্টার বেশি লাগার কথা না, কিন্তু মাইনুলের একটা পায়ে সামান্য সমস্যা, খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। কাজেই হেঁটে বাসায় ফিরতে প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে যায়। এই সময়টা মাইনুল পৃথিবী নিয়ে চিন্তা করে, মানবজাতির ভবিষ্যত নিয়ে ভাবে। ভেবে কোন কূল-কিনারা পায় না, কূল-কিনারা পাওয়ার আগেই ছোটখাট বস্তিটার সামনে চলে আসে। এই বস্তিতে তার ছোট একটা ঘর আছে, সেখানে স্ত্রী জয়নাব আর মেয়ে ফুলিকে নিয়ে সে থাকে।

অন্যদিনের মতো আজকেও নানা চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে বাড়ির পথ ধরল মাইনুল। হাঁটতে হাঁটতে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখল, একটা পঞ্চাশ টাকার নোট আছে শুধু। মাসের অর্ধেক এখনো বাকি। ধার-কর্জ করে চলতে চলতে এখন আর কেউ ধারও দিতে চায় না। আজকের রাতটা চুপচাপ কাটাতে হবে, মেয়েটার শরীর খারাপ ছিল, সকালে বের হওয়ার সময় দেখে গেছে, এখন কী অবস্থা কে জানে।

ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারল অবস্থা নিশ্চয়ই ভালো নয়, ফুলির কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, বিছানার একপাশে গম্ভীর হয়ে বসে আছে স্ত্রী জয়নাব, মাইনুলকে দেখেই ঝাপিয়ে পড়ল যেন।

"এই রাইতে বাড়িত না আইলেই হয়," মুখ ঝামটা দিয়ে বলল জয়নাব, "সকালে দেইখ্যা গেল মেয়েডার জ্বর, সারাদিন কোন খোঁজখবর নাই। তুমি কেমন বাপ, শুনি?"

"এখন কেমন আছে?" কোনমতে জিজ্ঞেস করল মাইনুল।

"ঘুমায়।"

BanglaBook.org

মাইনুল মেয়ের কাছে যেতে চাইতেই পথ আটকাল জয়নাব, "আলগা পিরিত দেখানের দরকার নাই, অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াইছি।"

মাইনুল বিছানার একপাশে বসে, কাপড়-চোপড় বদলাতে চায়।

"সকালে ডাক্তার দেখাইতেই হইবো," জয়নাব বলল, "তুমার কাছে ট্যাকা আছে?"

"কতো লাগবো?"

"ডাক্তার দেখাইতে কতো লাগে তুমি জানো না?" আবার চেঁচিয়ে বলল জয়নাব।

প্যান্টের পকেটে থাকা পঞ্চাশ টাকার নোটটার কথা মনে পড়ল মাইনুলের।

"আমি বাইরে যাইতাছি," মাইনুল বলল, শার্ট প্রায় খুলে ফেলেছিল, পড়ে নিলো আবার।

"এতো রাইতে কই যাইবা?"

"ট্যাকা জোগাড়ে যাই," মাইনুল বলল, বিছানায় শুয়ে থাকা ফুলির দিকে তাকাল একবার, তার চেহারায় বেদনার ছাপ পড়ল, এই মেয়েটার জন্য সে সব করতে পারে।

"পারবা?" জয়নাব অবিশ্বাসের সাথে জিজ্ঞেস করে। "কে দিবো তোমারে ট্যাকা?"

"মহাজন আছে না," বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে মাইনুল, "আর নাইলে আমার দোস্ত, রমিজ, ওর কাছে আমি কিছু পাই। দেহি, দেয় কি না।"

"আইচ্ছা, সাবধানে যাও," জয়নাব বলল, "বেশি দেরি কইরো না কিন্তু।"

মাইনুল কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে বাসা থেকে।

তার গন্তব্য খুব বেশি দূরে নয়, ইচ্ছে করে দৌড়ে চলে যেতে, কিন্তু সে ক্ষমতা তার নেই, ধীরে-সুস্থে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে হবে তাকে। এটাই তার নিয়তি।

মহাজনের বাড়ি খুব একটা দূরে না, অল্প সময়েই পৌছে গেল মাইনুল। লোকটা বয়স্ক, মেজাজমর্জির ঠিকঠিকানা নেই, বেশ কিছু ব্যবসা আছে, মাইনুল তার একটা গ্যারেজ দেখাশোনা করে মাত্র।

BanglaBook.org

মহাজন বাড়িতেই ছিল, টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল দেখছিল, দরজার বাইরে মাইনুলের গলা শুনে গজরাতে গজরাতে দরজা খুলে দিলো।

"এতো রাইতে? ঘটনা কী?" জিজ্ঞেস করল মহাজন, দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। সিরিয়ালটা এখন মারাত্মক একটা জায়গায় আছে, এসব সময়ে ফালতু লোকজন চলে আসলে সমস্যা।

"কিছু টাকা লাগবো," মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল মাইনুল।

"তোমার তো শুধু টাকাই লাগে, আমি টাকার গাছ লাগাইছি," যতোটা সম্ভব ককর্শ গলায় বলল মহাজন।

"বেশি না, মাত্র দুইহাজার," আমতা আমতা করে বলল মাইনুল।

"দুই হাজার টাকা তোমার কাছে কাঠাল পাতা, আমার কাছে অনেক, যাও এখন বিরক্ত কইরো না।"

"বেতন থেইকা কাইটা নিয়েন," কোনমতে প্রস্তাব দেয় মাইনুল।

"ঐ বেটা," এবার ভীষন রেগে গেল মহাজন, তুমি থেকে তুই-এ নেমে আসল মুহূর্তেই, "তোর বেতন বাকি আছে নাকি? পুরোটাই তো আডভান্স নিছস, নাকি ভুলে গেলি?"

"জি, মানে..."

আর কিছু বলার সুযোগ পেল না মাইনুল, মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলো মহাজন।

চুপচাপ বেশ কিছুক্ষন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল মাইনুল, দরজায় আবার টোকা দেবে কি না ভাবল, শেষে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো।

এখন এই রাতে একমাত্র ভরসা রমিজ, ওর ছোটবেলার বন্ধু, ওর কাছে কিছু টাকা পাওনা আছে, রমিজের অবস্থাও খুব একটা সুবিধার না বলে চায় না কোনদিন। কিন্তু আজ তো উপায় নেই। ধীর পায়ে হাঁটতে থাকলো মাইনুল, জগত-সংসার বড় কঠিন জায়গা, একমাত্র টাকাই পারে এই জগতটাকে সুন্দর করতে।

রমিজের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাইনুল, রমিজ বিমর্ষ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

"তুই একটা কল দিয়া আসতি," রমিজ বলল।

"মোবাইলে ট্যাকা নাই," রেগে বলল মাইনুল।

BanglaBook.org

"আইচ্ছ্যা," রমিজ মাথা চুলকাল, "আমি তোরে পরশু দিন টেকাটা ম্যানেজ কইরা দেই, চলবো না?"

"খুব চলবো, তাই এতো রাইত কইরা খুড়াইয়া খুড়াইয়া আইছি," মাইনুল বলল, রাগে মাথার সব চুল ছিড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল তার, পকেটে কোন টাকা নেই, বাসায় ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে, জয়নাবের সামনে খালি হাতে মুখ দেখাবে কী করে ভেবে কূল পাচ্ছিল না সে।

"আমার কাছে একশ টাকা আছে, রাখ," শার্টের পকেট থেকে একশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিলো রমিজ।

"রাখ তোর টাকা, আমার লাগবো না, আমি যাই," বলে হাঁটতে থাকল মাইনুল, পেছনে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে রমিজ, তাকে বড় অসহায় দেখাচ্ছিল। বন্ধুর অবস্থা সে বুঝতে পারছে, কিন্তু ওর টাকা শোধ দেয়ার মতো অবস্থা নেই। আদৌ কোনদিন শোধ দিতে পারবে কি না কে জানে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘরে ঢুকল।

* * *

খুঁড়িয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল না মাইনুলের, তবু কী এক কষ্টে তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছিল। অনেক রাত হয়ে গেছে, আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছিল অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে, যেখানে সংসারের বন্ধন নেই, নিত্য টাকা রোজগারের তাগাদা নেই, কিন্তু ফুলির চেহারাটা চোখে ভাসতেই হাটার গতি বাড়ল। শার্টের হাতায় চোখ মুছে নিলো, পুরু ষ মানুষের চোখে জল ভালো দেখায় না, হোক না তার এক পায়ে সমস্যা, হোক না সে পড়াশোনা জানা শিক্ষিত মানুষ নয়, তবু সে একজনের বাবা, একজনের মাথার উপরের ছাদ। নিজের উপর ভরসা হারালে তার উপর নির্ভর করে থাকা দুজন মানুষ কোথায় যাবে!

রাস্তাটা সোজা চলে গেছে কোন দূর দেশে, মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে আর কোথাও কোন মানুষ নেই, দুপাশে একটু পরপর ল্যাম্পপোস্ট থাকলেও কয়েকটায় বাতি আছে, বেশিরভাগ বাতিই চোর খুলে নিয়ে গেছে। এই

BanglaBook.org

রাস্তায় দিনের বেলায় যানবাহন আর লোকজনের ভীড়ে হাঁটাচলা করা মুশকিল। তবে আজ রাতে কোন এক বিষন্নতায় পেয়েছে শহরটাকে। তাই রাস্তায় লোকজন নেই, মাইনুল এই শহরের একমাত্র অধিবাসি, এই রাস্তার উপর একছত্র অধিকার কেবল তার- অন্য কারো নয়।

হাঁটতে হাঁটতে নিজের জীবনের না-পাওয়াগুলো মনে করলো মাইনুল। ফুলি আর জয়নাবই তার একমাত্র পাওয়া, আর কোথাও কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। মেয়েটার হাসিমুখ বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে, সে এমনই হতভাগ্য বাবা যে তার মেয়েকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে না। রাগে-হতাশায় চিৎকার করে উঠল মাইনুল। তার বুক চেরা চিৎকার নিস্তব্দ রাত্রিটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল যেন, ত্রস্ত বাতাস থমকে দাঁড়াল অজানা আশংকায়, গাছের পাতা নড়তে ভুলে গেল। বুকের ভেতরটা আরো ভারি হয়ে এলো মাইনুলের, এই সময় একটু দূরে দাঁড়ান লোকটাকে চোখে পড়ল। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বিব্রতবোধ করলেও তা কাটিয়ে উঠে ধীর গতিতে হাঁটা ধরল মাইনুল। লোকটা এখনও তাকিয়ে আছে তার দিকে, লোক বলা ঠিক হবে না, বয়স ত্রিশের নীচেই মনে হচ্ছে, সাথে একটা মোটরবাইক। এতো রাতে মোটরবাইক নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কী করছে! রাগ হচ্ছিল মাইনুলের, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু কথা কানে এলো, আর কেউ নেই আশপাশে, কথাগুলো তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে বুঝতে সমস্যা হলো না।

"এই ভাই, আপনে আমারে পাগল কইলেন নাকি?"

মাইনুল যখন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে তখন পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে, "পাগলে ছাগলে দেশ ভরে গেছে," যদিও বিড়বিড় করে কথাগুলো বলেছিল ছেলেটা, তাতে শুনতে অসুবিধা হয়নি একবিন্দু।

ছেলেটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে, হাতে মোটরবাইকের চাবি, চোখ ছোট করে তাকিয়েছে মাইনুলের দিকে।

নিজের শারীরিক অক্ষমতার কথা একদম মাথায় নেই মাইনুলের, উলটাপালটা কিছু বললে এই ছেলের আজ খবর আছে এবং তার আশংকাকে ঠিক প্রমান করলো ছেলেটা।

"ঐ, পাগল ছাগল কইছি তো কী হইছে? অ্যা? তোর সমস্যা কি?"

BanglaBook.org

মাইনুল দাঁড়িয়ে পড়েছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে।

"ঐ, এমনে চাইয়া আছিস ক্যান? বাঞ্চোদ, তোর চোখ গেলে দেবো কিন্তু।"

মাইনুল উত্তর দিলো না। এক পা পিছু হাঁটল, ছেলেটা ঘুরে অন্য দিকে তাকাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। পৃথিবীর সমস্ত শক্তি যেন ভর করেছে, খোড়া পায়ে যেখানে হাঁটাই কষ্ট, সেখানে একটানা কিল, ঘুষি, লাথি চালিয়ে যাচ্ছে সে ছেলেটার উপর। যদিও ছেলেটার উচ্চতা ভালো, শরীর-স্বাস্থ্যও খারাপ না। তবু আচমকা আক্রমনে দিশেহারা হয়ে গেছে, মারবে না ঠেকাবে বুঝতে না পেরে একের পর এক ঘুষিতে রাস্তার উপর পড়ে গেছে। এতে আরো সুবিধা হলো মাইনুলের। বুকের উপর চড়ে বসে একটানা ঘুষি চালাল ছেলেটার মুখে, রক্তাক্ত করে ফেলল মুহূর্তেই। ছেলেটা এখন আর প্রতিরোধ করছে না, তবু রাগ কমছে না মাইনুলের, পৃথিবীর সব অক্ষমতার জ্বালা সে আজ একবারে মেটাবে।

অনেকক্ষন পর থামল মাইনুল, ছেলেটার চোখ দুটো ফুলে গেছে, নাক দিয়ে অনবরত রক্ত ঝরছে, সরে এসে রাস্তার উপর পড়ে থাকা ছেলেটার দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল। জ্ঞান হারিয়েছে মনে হচ্ছে, এখানে আর বেশিক্ষন থাকা ঠিক হবে না। তবে চলে যাওয়ার আগে একটা কাজ করা যায়, উবু হয়ে ছেলেটার প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে ম্যানিব্যাগ বের করে আনল। কতো টাকা আছে জানে না, তবে যাই থাকে তাতে হয়তো মেয়েটার চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

ম্যানিব্যাগটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে খোড়া পায়ে দৌড় দিলো মাইনুল। জীবনে কখনো দৌড় প্রতিযোগিতায় নামেনি, ফুটবল, গোল্লাছুট, হাডুডু খেলেনি, তবে আজ মাইনুল দৌড়াচ্ছে, দারুন এক অপরাধবোধ আর ধরা পড়ার ভয়ে সে দৌড়াচ্ছে, তার সাথে এখন পৃথিবীর সেরা এথলিটও বোধহয় দৌড়ে পারবে না।

BanglaBook.org

বাসার সামনে যখন এলো, দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল জয়নাব, চিন্তিত চেহারায়, ক্লান্ত-শ্রান্ত মাইনুলকে কিছু জিজ্ঞেস করলো না, হাতে ধরে ঘরে ঢুকাল।

অধ্যায় ২

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল মাইনুলের, অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছে, জয়নাব এক গ্লাস পানি বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে, সেটা নিতেও বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

"ফুলি কেমন আছে?" জিজ্ঞেস করল মাইনুল।

"ঘুমায়, ভালো আছে, তয় ডাক্তার না দেখাইলে কেমনে বুঝমু?"

জয়নাব মেয়ের কাছে গিয়ে বসে, মাইনুল প্যান্টের পকেট থেকে ম্যানিব্যাগটা বের করল, জয়নাবের আড়ালে। ম্যানিব্যাগ খুলেই দেখল অনেকগুলো একহাজার আর পাঁচশো টাকার নোট, টাকাগুলো না গুনেই বেশ কয়েকটা নোট আলগোছে বের করে আনল। হাজার তিনেক টাকার মতো হবে।

"এদিকে আসো," জয়নাবকে ডাকল।

জয়নাব এগিয়ে এলে ওর হাতে টাকাগুলো গুজে দিলো মাইনুল।

"এতো ট্যাকা কই পাইলেন? তাও আবার এতো রাইতে?" জিজ্ঞেস করল জয়নাব।

"তোমার জানা লাগবো না, সকালে মেয়েরে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাইবা, ঔষধ-পথ্য যা দেবে কিনবা, ঠিক আছে?"

"কিন্তু ট্যাকা কই পাইলেন জবাব দেন? চুরি-চামারি করেন নাই তো?"

"চোপ!" গর্জে উঠে মাইনুল, "মাইয়া মানুষ এতো বেশি বুঝ কেন? যা কইছি তা করবা, আমি ঘুমামু এখন।"

জয়নাব বিছানার একপাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে, মাঝখানে ফুলিকে রেখে অন্যপাশে শুয়ে পড়ে মাইনুল, বাতি নিভিয়ে দেয়, কিন্তু ঘুম এলো না মাইনুলের। জীবনে এই প্রথম বড় একটা অন্যায় কাজ করেছে সে, সহজে ঘুম আসবে বলে মনে হয় না। বাইরে তখন মেঘ ডাকল, বৃষ্টি শুরু হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

গাড়ি থেকে নেমেই বড়সড় একটা জটলা দেখল আরিফুল হক, স্থানীয় থানার ওসি, পরনে সাধারন পোশাক, বয়স পয়ত্রিশের কাছাকাছি, পাঁচ ফুট আটের মতো লম্বা। মাথাভর্তি ঘন চুল, ঘন গোঁফে তাকে তামিল সিনেমার নায়কদের মতো লাগে। এই এলাকায় তার মোটামুটি নাম ডাক আছে। গাড়ি থেকে আরো নেমেছে তার সহকারি, হাফিজ সরকার। ডাক নাম হাফিজ, শুকনো একজন মানুষ। মাথায় চুল কম, হাতে একটা ওয়াকি-টকি, ব্যস্ত ভঙ্গিতে কথা বলছে। আরিফুল হকের হাতে একটা রুবিকস কিউব, গত কয়েকমাস ধরে সে চেষ্টা করছে পাজল মেলাতে, পারছে না। এতে এই কয়েকমাস তার মেজাজ আরো তেঁতে আছে, ঘটনাস্থল ঘিরে থাকা লোকজনের উদ্দেশ্যে গম্ভীর গলায় হাক দিলো সে।

"এই মিয়ারা, এইখানে কী তামাশা হচ্ছে? সব কয়টারে কিন্তু স্বাক্ষী দিতে থানায় নিয়া যামু," বেশ জোরে বলল আরিফ।

হুমকিতে সামান্য কাজ হলো, যারা শুনল তার পথ করে দিলো। কিউবটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে লোকজনকে সরিয়ে কেন্দ্রস্থলে ঢুকে গেল আরিফ আর হাফিজ। রাস্তাঘাট এখনো ভেজা, রাতে বৃষ্টি হয়েছিল।

একটা লাশ পড়ে আছে, রাস্তার পাশের মাটিতে, রক্তাক্ত মুখমন্ডল, পাশে একটা মোটরবাইক।

"এই জায়গাটা কর্ডন দেয়ার ব্যবস্থা করো এক্ষন," আরিফ বলল হাফিজকে, সহকারি ওয়াকি-টকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাথে সাথে।

লাশের আশপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছে আরিফ, মৃতদেহের মুখটা হা হয়ে আছে, মাছি ভনভন করছে চারপাশে, হাঁটু গেড়ে লাশের পাশে বসল, আরো কাছ থেকে দেখার জন্য। চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ানো দর্শকদের দিকে কড়া চোখে তাকাল।

"আপনারা কেউ চেনেন এই ব্যক্তিকে?" সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল আরিফ।

কেউ উত্তর দিলো না, ভীড় পাতলা হতে শুরু করেছে, পুলিশের একটা গাড়ি চলে এলো এই সময়। হাফিজ এগিয়ে এলো তার দিকে।

BanglaBook.org

"স্যার, আপনের কী মনে হয়?"

"আগে বলো, পানের ব্যবস্থা কি? দোকান আছে আশপাশে?"

"স্যার, একটা পিচ্চিরে পাঠালাম, এক্ষুনি আসবে," হাফিজ বলল। "এই এলাকায় ছিনতাইকারি বেড়ে গেছে, রাতে টহল পুলিশ বাড়াতে হবে, স্যার।"

"তোমার কী ধারনা এটা ছিনতাইয়ের কেস?"

"ছিনতাই ছাড়া আর কি?"

আরিফ মৃতদেহের প্যান্টের পকেটে হাত দিলো, পকেটে শুধু একটা মোবাইল ফোন পাওয়া গেল, কোন ম্যানিব্যাগ নেই। মোবাইল ফোনে বেশ কয়েকবার পাওয়ার বাটনে চাপ দিলো, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে বলে ওপেন হলো না।

হাতে গ্লাভস পড়ে নিয়ে মোবাইল ফোনটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল হাফিজ।

"মোবাইল আছে, ম্যানিব্যাগ নেই, তাইলে ঘটনা কী দাঁড়াল?" নিজের মনেই বিড়বিড় করল আরিফ।

"ছিনতাইকারি তাড়াহুরায় ম্যানিব্যাগ নিয়ে গেছে, মোবাইল খেয়াল করেনি।"

"হতে পারে, আবার নাও হতে পারে," আরিফ বলল, "মুখে অনেক ঘুষি মেরেছে মনে হচ্ছে। দেখো, হাতের ছাপ, আঙুলের ছাপ পাও কি না।"

পিচ্চি একটা ছেলে পান এনে দিলো, পুরোটা মুখে পুরে হাফিজের দিকে তাকাল আরিফ, "আর এক কাজ করো, ছবি তুলো, আর ওদের বলো, লাশের ময়না তদন্তের ব্যবস্থা নিতে," পুলিশের সদস্যদের দেখিয়ে বলল আরিফ।

"জি, স্যার।"

"মোটরবাইকটা যেন থানায় নিয়ে যায়।"

"জি, স্যার।"

"গত আটচল্লিশ ঘন্টায় থানায় যে যে মিসিং কমপ্লেইন আসছে সেগুলা চেক করার ব্যবস্থা করো।"

"জি, স্যার। "

"দেখো, মোবাইল ফোনটা কাজ করে কি না, এই মানুষের পরিচয় বের করা খুব জরুরি হয়ে দাড়িয়েছে।"

"জি, স্যার।"

BanglaBook.org

"জি স্যার, জি স্যার করো না, মেজাজ খারাপ আছে।"

আবারও জি স্যার বলতে গিয়েও চুপ করে রইল হাফিজ।

"অফিসে যাই চলো, খুব ঝামেলা হবে মনে হচ্ছে।"

প্রাইভেট কারটার দিকে এগিয়ে গেল আরিফ। পান চিবাতে চিবাতে লাশটার দিকে আরেকবার তাকাল। দৃশ্যটা মনে রাখার চেষ্টা করছে। প্যান্টের পকেট থেকে রুবিকস কিউব বের করে আনল।

"স্যার, ঝামেলা তো হয়ে গেছে," হাফিজ মাত্রই কারো সাথে কথা বলে এগিয়ে এলো আরিফের দিকে।

"কি ঝামেলা?"

"এই লোকের নাম কবির খান, শামসুল খানের বড় ছেলে।"

"শামসুল খান, মানে আগের এমপি? তোমাকে কে বলল?"

"সাংবাদিক কুদ্দুস, ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে।"

"তাহলে তো খবর আছে," আরিফ বলল, "এতোক্ষনে তো পুরা দুনিয়া জেনে ফেলেছে," মোবাইল ফোন বেজে উঠলো এই সময়, প্রায় আঁতকে উঠলো আরিফ, "এই যে দেখ, বলতে না বলতে বিগ বসের ফোন।"

"জি, স্যার, জি জি স্যার, আমি দেখছি স্যার, স্যার, হ্যা, স্যার," এসব বলতে বলতে জিপে চড়ে বসল আরিফ, তার রুবিকস কিউবটা এক ফাঁকে পড়ে গেল প্যান্টের পকেট থেকে। হাফিজ পেছনেই ছিল, সে তুলে নিলো।

* * *

গ্যারেজটা খুব বড় আকারের নয়। কয়েকটা গাড়ির কাজ চলছে, ফ্যান চলছে, একপাশে ছোট একটা টিভি চলছে। তবে সেখানে কারো মনোযোগ নেই, মাইনুলের মনোযোগ কাজে। একটা গাড়ির উপর কাজ করছে, তাকে সাহায্য করছে ছোট কয়েকজন সহকারি। তবে কাজের চেয়ে নিজেদের মধ্যে দুষ্টামিতেই তাদের মনোযোগ বেশি। এই গ্যারেজের মালিক মহাজন হলেও লোকটা প্রতিদিন আসে না, পুরো দায়িত্ব মাইনুলের উপর, টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে সবধরনের কাজ তাকে করতে হয়। সকাল থেকেই চিনচিনে মাথা ব্যথা, রাতে ভালো ঘুম হয়নি। বনেট নামিয়ে রেখে চেয়ারে

BanglaBook.org

একটু আরাম করে বসল মাইনুল। টিভিতে খবর দেখাচ্ছে, একটা খবরে চোখ আটকে গেল। গতরাতে দেখা সেই ছেলেটার ছবি দেখাচ্ছে, বুকটা ধুকধুক করে উঠল মাইনুলের। গ্যারেজে হৈচৈ হচ্ছিল, "ঐ, টিভির সাউন্ড বাড়া, আর একটা কথা কইবি তো খবর আছে তোদের," ছেলেগুলোর উদ্দেশ্যে হাঁক দিলো।

হৈচৈ থেমে গেছে। এক দৃষ্টিতে টিভির মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে মাইনুল। খবরে বলা হচ্ছে, "সাবেক এমপি ও বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব শামসুল খানের ছেলে কবির খানকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ধারনা করা হচ্ছে ছিনতাইকারিদের হাতে খুন হয়েছেন তিনি। তদন্ত চলছে।"

এটুকু দেখার পর টিভি অফ করে দিলো মাইনুল, মাথা ঘুরছে তার! খুন! ছেলেটা মরে গেছে! গতরাতে যেন শয়তান ভর করেছিল, নইলে এতোটা হিংস্র হওয়ার কোন দরকার ছিল না। রাগের মাথায় খুন করে ফেলেছে সে! অনেক গরম জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে, সাবেক এমপির ছেলে! অস্থিরতা কাজ করছে, কাজে মন বসবে না, এরচেয়ে বাসায় যাওয়া ভালো। দ্রুত গ্যারেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মাইনুল। মনে কু ডাক ডাকছে, খুব খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে, এটা নিশ্চিত।

বাসার দরজার সামনে যখন দাঁড়াল তখন ঘেমে নেয়ে একাকার অবস্থা মাইনুলের, দিনে-দুপুরে এতোটা পথ হেটে আসা ঠিক হয়নি। দরজায় তালা লাগানো। জয়নাব তাহলে ফুলিকে নিয়ে ফেরেনি এখনো। এটাই ভালো সময়, প্যান্টের পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। ম্যানিব্যাগটা বিছানার তোশকের নীচে রাখা ছিল, সেখানেই আছে, ম্যানিব্যাগ খুলে টাকা গুনে দেখল।

এখনো পঁচিশ হাজার সাতশো টাকা আছে। এতো টাকা পকেটে নিয়ে মানুষ ঘোরাঘুরি করে ভেবে অবাক হলো। টাকাগুলো পকেটে ভরে ম্যানিব্যাগটা অন্য পকেটে নিলো। এই জিনিস বাসায় রাখা নিরাপদ না। এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দরজায় তালা লাগিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো। বুকের মধ্যে কেমন অস্থিরতা বাসা বাঁধছে। মনে হচ্ছে কেউ টের পেয়ে গেছে। কেউ জেনে গেছে, কবির খান নামের ছেলেটার খুনি হচ্ছে মাইনুল, যে প্রায় বিনাকারনে একজন মানুষকে খুন করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে গলির মোড় পার হয়ে প্রধান সড়কে চলে এলো

BanglaBook.org

মাইনুল। রাস্তায় মানুষজন গিজগিজ করছে। সবাই ব্যস্ত। একপাশে প্রায় উপচে পড়া ডাস্টবিনের সামনে এসে কিছুক্ষন দাঁড়াল। আশপাশে তাকাল, কেউ এদিকে খেয়াল করছে না এটা নিশ্চিত। প্যান্টের পকেট থেকে ম্যানিব্যাগটা বের করে এনেছে কিছুক্ষন আগে, টুপ করে সেটা ডাস্টবিনের ময়লার ফাঁকে ফেলে দিয়ে হাঁটতে থাকল মাইনুল।

গ্যারেজে ফেরা দরকার, মাথা থেকে ভয় আর দুশ্চিন্তা সরানো দরকার। পুলিশ যতোই চেষ্টা করুক, তাকে বের করতে পারবে না এটা নিশ্চিত। ঐ রাস্তায় কেউ ছিল না ঘটনার সময়। কাজেই চিন্তার কিছু নেই। ঘটনাস্থল এখান থেকে খুব দূরে নয়, নিজের অজান্তেই হাঁটতে হাঁটতে গতরাতের ঘটনাস্থলের দিকে চলে এলো মাইনুল। দিনের ব্যস্ত সড়ক, একের পর এক যানবাহন চলছে, ওখানে তার কোন চিহ্ন পড়ে থাকার কথা না, এছাড়া শেষ রাতের দিকে বৃষ্টিও হয়েছে। কোথাও কোন চিহ্ন নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গ্যারেজের দিকে হাঁটতে থাকল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৪

হাফিজ বেশ ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে, বস তো বলেই খালাস, বাকি সব কাজ তাকে প্রায় একাই সামলাতে হয়। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট চলে এসেছে, শ্বাসরোধে মারা গেছে কবির খান। মুখে অনেক আঘাতের চিহ্ন, একটানা ঘুষি চালিয়েছে কেউ, প্রচুর রক্ত ক্ষরনও হয়েছে। পায়ের কাছে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, ধারনা করা হচ্ছে মোটরবাইক এক্সিডেন্ট করেছিল ঘটনার আগে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ফিঙার প্রিন্ট পাওয়া যায়নি, গলায়, মুখে হাতের ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু তা থেকে আলাদা করে প্রিন্ট নেয়া যায়নি।

সামনের রুমে চলে এলো হাফিজ। বস আরিফুল হক বসে আছে। তার সামনে বসে আছে নিহত কবির খানের স্ত্রী, মিতু খান, একটু আগেই এসেছে থানায়। আরিফুল হকের একপাশে গিয়ে দাঁড়াল হাফিজ, কাজ শেখার প্রতি তার আগ্রহ অসীম, এই ধরনের কথোপকথন শোনা দরকার।

"আপনাকে সমবেদনা জানানোর কোন ভাষা নেই, মিসেস খান," বেশ সহানুভূতির সাথে বলল আরিফ। "আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন, প্লিজ।"

নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে মিসেস মিতু খানের, কেঁদে চোখ মুখ ফুলে গেছে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের কাছাকাছি। কোলে বছর তিনেকের ছোট্ট একটা ছেলে। ছেলেটা বারবার মা'র দিকে তাকাচ্ছে, হাসছে, মায়ের মুখে হাত দিয়ে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে। পিতৃবিয়োগ বোঝার মতো বয়স এখনো হয়নি। আরিফের কথায় কোনমতে ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিলো মিসেস কবির।

"গত কয়েক দিনে মি. কবিরের কোন আচরণ কি আপনার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে? আই মিন কোন ব্যাবসায়িক ঝামেলা বা কারো সাথে কোন বিরোধ?"

"এমন কিছু আমার চোখে পড়েনি," কান্নাজড়িত কণ্ঠে, না সূচক মাথা নাড়তে নাড়তে বলল মিসেস কবির, "তাছাড়া আমার জানা মতে ওর কারো সাথে কোন শত্রুতা ছিল না। ব্যবসা করতে গেলে অনেকের সাথে ঝামেলা হয়। কিন্তু ওকে আমি কখনও কোন ঝামেলায় জড়াতে দেখিনি।"

BanglaBook.org

"ঐদিন রাতে আপনার সাথে শেষ কথা হয় কখন?"

"আমি ওকে সাড়ে দশটার দিকে কল করি, তখন ও বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিল। বলল বেরুচ্ছে। তারপর তো..." বলে নিজেকে সামলাতে পারল না মিসেস কবির, আবার কাঁদতে লাগল।

অসহায়বোধ করছিল আরিফ, এরকম মুহূর্তে মানুষকে কিভাবে সান্তনা দিতে হয় সে ভাষা তার জানা নেই। বেশ কিছুক্ষন পর একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে আবার প্রশ্ন করল আরিফ।

"আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?"

"কাজের বাইরে খুব কম মানুষের সাথে মিশত। আবিদ ভাই, হাসান ভাই আর সানি ভাই ছাড়া বাইরের কারো সাথে তেমন আড্ডা দিত না।"

"ওদের সাথে কোন ঝামেলা?"

"প্রশ্নই আসে না, সবাই ছোটবেলার বন্ধু, একদম নিজের মানুষ," মিসেস কবির বলল।

"রাজনীতি নিয়ে কোন সমস্যা? যতোটুকু জানি উনি তো সামনে ইলেকশন করতে চাচ্ছিলেন।"

"না। কোন সমস্যা নেই। দল থেকে তো তাকেই মনোনয়ন দেয়া হবে, এটা সবাই জানে।"

"রাজনীতির মানুষ হয়েও উনি অল্প কয়েকজন মানুষের সাথে মিশতেন, ব্যাপারটা কিছুটা বেখাপ্পা না?"

"আসলে ও এরকমই। খুব ঘনিষ্টভাবে কারো সাথে মিশতো না। তবে এলাকায় সবার সাথে মিলে চলতো। রাজনীতিতে সামনে আরো বেশি সময় দেয়ার প্ল্যান ছিল ওর।"

"আচ্ছা, এসব প্রসঙ্গে পরে আসি। উনার সাথে ম্যানিব্যাগ খুঁজে পাওয়া যায়নি, উনি কি সাথে অনেক টাকা-পয়সা রাখতেন কিংবা জরুরি কাগজপত্র?"

"টাকা থাকতো, পকেটে টাকা না থাকলে ওর ভালো লাগতো না," ছেলেকে আদর করতে করতে বলল মিসেস কবির, "কমপক্ষে হাজার কুড়ি টাকা সাথে থাকার কথা।"

"অন্যকিছু?"

"বেশ কয়েকটা ব্যাঙ্কের কার্ড ছিল।"

"আপনি ব্যাঙ্কের নামগুলো এক কাগজে লিখে দিন," আরিফ বলল, একটা খাতা বাড়িয়ে দিলো মিসেস কবিরের দিকে। মিসেস কবির বেশ কিছু নাম লিখে বেরিয়ে গেল ছেলেটাকে কোলে নিয়ে।

BanglaBook.org

আপাতত কাজ শেষ। বাইরে অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে, পরিবারটা বনেদি, আত্মীয়স্বজন সবাই এসে জড়ো হয়েছে। এরমধ্যে একজনকে নজরে পড়ল বিশেষ করে। হাফিজকে দিয়ে ছেলেটাকে ডাকাল আরিফ।

"আপনি নিহতের কে হন?" ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল আরিফ।

ছেলেটার চোখ এখনও ফোলা। ফর্সা, সুদর্শন দেখতে। পরনের কাপড়-চোপড় দেখে বোঝা যাচ্ছে কবির খানের খুব কাছের আত্মীয়।

"কবির খান আমার আপন বড় ভাই," ছেলেটা বলল, "আমার নাম সাইফ, সাইফ খান।"

"আচ্ছা, আপনার কোন কিছু নিয়ে সন্দেহ হয়? কারো সাথে উনার শত্রুতা?"

"আমার ভাই ছিল মাটির মানুষ। কার সাথে শত্রুতা থাকবে? রাজনীতিতে তার কোন শত্রু নেই। ব্যবসায় শত্রু নাই। আপনি জিজ্ঞেস করেন সবাইকে, জিজ্ঞেস করেন," উত্তেজিত হয়ে পড়ল সাইফ খান।

"আর কোন কিছু?"

"আমার তো মাথায় ঢুকছে না, আমার ভাইয়ের মতো মাটির মানুষের শত্রু কে? কে আমাদের এতো বড় সর্বনাশ করলো! ওফ। আমার সহ্য হচ্ছে না," সাইফ বলল।

"আচ্ছা। আপনি এ ব্যাপারে কোন খবর পেলে আমাদের জানাবেন।"

"আপনারা কিভাবে কী করবেন জানি না," আরিফের কাছাকাছি এসে বলল সাইফ খান, "আমার ভাইয়ের খুনিকে চাই। দুদিনের মধ্যে।"

কথাগুলো সিনেম্যাটিক হয়ে গেল, মনে মনে হাসল আরিফ।

"আপনি যান, চিন্তা করবেন না," আরিফ বলল, "আইনের লম্বা হাত থেকে কেউ পালাতে পারবে না। তাকে ধরা পড়তেই হবে।"

এই কথাগুলো আরো বেশি সিনেম্যাটিক হয়ে গেল, ভাবল আরিফ। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। জীবনে মাঝে মাঝে এরকম সিনেম্যাটিক কথাবার্তার দরকার পড়ে।

কবির খানের আত্মীয়-স্বজন কিছুক্ষনের মধ্যে চলে গেল। থানা আগের মতো নির্জন হয়ে গেল। টেবিলের একপাশে পান রাখা ছিল। তুলে নিয়ে চিবুতে লাগল আরিফ। ঝামেলার সময় সবকিছু ভুলে থাকতে সাহায্য করে জিনিসটা। এমনিতে পান তার দু'চোখের বিষ।

পরপর বেশ কিছু জায়গায় ফোন করল আরিফ, বেশ কিছু ফোন কল রিসিভ করল, সবই কবির খানের খুন সংক্রান্ত। এই কেস সমাধান করার

BanglaBook.org

জন্য খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না।

রুবিকস কিউবটা হাতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এরপর। একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে হাফিজ সরকার। কিছু একটা বলতে এসেছিল, বসকে গভীর মনোযোগে পান চিবুতে চিবুতে কিউব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে কিছু বলল না। এই কিউবটা ফেরত না দিলেই ভালো হতো, ভাবল সে।

তার হাতে কিছু কাগজপত্র, করনীয় কাজগুলো লিস্ট করে এনেছে, বস বললে একের পর এক কাজগুলো শেষ করতে হবে।

"তুমি এই আবিদ, হাসান আর সানি ভাইয়ের সাথে কথা বলো, সব নোট করবা, প্রয়োজনে ভিডিও করবা, তোমার মোবাইলে ভিডিও সিস্টেম আছে না?" কিউব ঘোরাতে ঘোরাতে বলল আরিফ, "কি আছে?"

"জি, স্যার।"

"যাও, কাজ শুরু করো।"

হাফিজ চলে যাওয়ার পর কিউবটা পকেটে ভরে চেয়ার ছেড়ে উঠল আরিফ। ঘড়িতে সময় দেখল, ছোট্ট শাপলার স্কুল ছুটির সময়, এই সময়টা স্কুলের সামনে দাঁড়ালে মেয়েটাকে দেখা যায়। বাবা হয়েও মেয়েকে দূর থেকে দেখা ছাড়া কোন পথ খোলা নেই।

ইচ্ছে হচ্ছিল অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে, তবে খুব বেশি দূরে যাওয়ার উপায় নেই। পুরানো দিনের একটা বাংলা গান মাথায় ঘোরাঘুরি করছিল। গানের সুরটা শিস দিতে দিতে হাটতে থাকল আরিফ, চারপাশের সব কৌতুহলি চোখকে উপেক্ষা করে।

থানা থেকে হেঁটে যেতে মিনিট দশেকের মতো লাগে। একতলা বাড়িটা আরিফের খুব পরিচিত। এই শহরে হাতে গোনা দুটো বাড়িতে তার প্রবেশাধিকার আছে। একটি নিজের, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই একতলা বাড়ি। লুবনার বাড়িতে সে অনাহূত। সেখানে যেতে ইচ্ছেও করে না।

উঠোনে পা দিয়েই সুমনাকে দেখতে পেল। একপাশে চমৎকার ফুলের বাগান করেছে। সেই ফুল গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে। আরিফকে দেখে হাসল সুমনা।

"আপনি এই সময়ে?"

"এলাম, ভালো লাগছিল না।"

"যান, ভেতরে যান। আমি আসছি।"

ভেতরে ঢুকল আরিফ। ড্রইং রুমটা কুড়ি বছর আগের সময়ে আটকে আছে। চারপাশের দেয়াল নোনাধরা। দেয়ালজুড়ে অজস্র ছবির ফ্রেম। বেশিরভাগই সাদাকালো ছবি।

BanglaBook.org

সুমনা ঢুকল ভেতরে।

"চা খাবেন?"

"দাও," বেতের সোফায় হেলান দিয়ে বসল আরিফ।

সুমনা আবার ভেতরে চলে গেল।

এই ড্রইং রুমে বসলেই দেয়ালে ঝোলান দু'একটা ছবির দিকে চোখ চলে যায়। এরমধ্যে একটা ছবিতে সে নিজেই আছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তোলা। সাজুর সাথে। সাজুর হাস্যোজ্জ্বল ছবিটা দেখলেই বুকের মধ্যে হাল্কা কাপন অনুভব করে আরিফ। সাজু, তার ইউনিভার্সিটির বন্ধু। এই একটা মানুষকেই খুব আপন করে নিয়েছিল। বলা যায়, এই একটা মানুষকে এখনও অনুভব করে আরিফ।

চা নিয়ে চলে এলো সুমনা।

"কোন ঝামেলায় আছেন নাকি?" চায়ের কাপ দিতে দিতে বলল সুমনা।

"পুলিশের কাজে ঝামেলা তো থাকবেই," আরিফ বলল।

"চা খান, স্থির হয়ে বসুন কিছুক্ষন," সুমনা বলল, "ঝামেলা আপনা-আপনি চলে যাবে।"

"তুমিও দেখছি সাজু'র মতো কথা বলছো? সাজুও এভাবে বলতো," আরিফ বলল, "কিছু মনে করোনি তো আবার। সাজু'র প্রসঙ্গ তুললাম।"

"না। মনে করিনি," দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল সুমনা, "কেউ মনে না করিয়ে দিলেও সাজুকে আমার সবসময় মনে পড়ে। এই বাড়ি, উঠানের একপাশে ওর সাজানো বাগান। ওর কবিতার খাতা।"

"ওর পাল্লায় পড়ে আমিও কিছুদিন কবিতা লিখেছি," আরিফ বলল, "সে সব কবিতা একটাও সুবিধার হয়নি। কিন্তু ওর উৎসাহে কোন ঘাটতি ছিল না।"

"কবিতা বলতে পাগল ছিল সাজু," সুমনা বলল, "এই যে আমি একা একা থাকি, সাজুর কবিতাগুলো আমাকে সাহস দেয়।"

"কি রকম?"

"ঠিক ভেঙে বলতে পারবো না," সুমনা বলল, "কবিতাগুলো পড়ার সময় মনে হয় সাজু আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। আমার কবিতা পড়া শুনে মিটিমিটি হাসছে।"

"আমি ইদানিং আর কবিতা পড়ি না," আরিফ বলল, "মন খারাপ হয়ে যায়। মন খারাপ করে থাকলে আমার চলে না।"

BanglaBook.org

"তাহলে কি করেন?"

"এই কিউবটা মেলানোর চেষ্টা করি," আরিফ বলল, "পারি না। আবার মেলাতে চাইও না। মনে হয়, মেলালেই সব শেষ।"

"কবি'র সাথে ছিলেন অনেকদিন, তার কিছু জিনিস আপনার মধ্যেও ঢুকে গেছে," বলে হাসল সুমনা। বিষন্ন হাসি।

"কথাটা খারাপ বলোনি," আরিফ বলল, "পুলিশকে কবি হিসেবে খুব একটা মানায় না, তাই না?"

"ভাবী কবিতা পছন্দ করেন না?" জিজ্ঞেস করল সুমনা।

উত্তর দেয়ার আগে কিছুক্ষন চুপ করে রইল আরিফ।

"তোমার ভাবি অনেক বাস্তববাদি মানুষ। কবিতা সে পছন্দ করে না।"

"আপনি আবৃতি করে শোনালে ঠিকই পছন্দ করবেন," সুমনা বলল।

চা শেষ হয়ে গেছে। আরো কিছুক্ষন বসার ইচ্ছে থাকলেও সাইলেন্ট মুডে দেয়া মোবাইল ফোনটা বেজেই যাচ্ছে।

"আমি যাই," আরিফ বলল, উঠে দাঁড়াল। "তোমার কিছু লাগলে বলো।"

সুমনা উঠে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলো আরিফকে।

হেঁটে থানার দিকে এগুলো আরিফ। আজ বারবার সাজুর কথা মনে পড়ছে। এরকম একটা ছেলে গত দুই বছর আছে মারা গেল। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে কিছু না বলে ঘুমিয়ে গেল। সকালে সেই ঘুম আর ভাঙল না। এমন অদ্ভুত, আকস্মিক মৃত্যুতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সুমনা টানা তিনমাস খায়নি। ঘুমায়নি। গত একবছর ধরে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে সবকিছু। মেয়েটার প্রতি একটা দায়িত্ব অনুভব করে আরিফ। যদিও কখনও ওর কাছে কোন সাহায্য চায়নি। কিন্তু সাজুর কথা ভেবেই সুমনার খোঁজখবর নেয় আরিফ। তার কারনে কেউ বিরক্ত করার সাহস পায় না।

সুমনার সামনে সুযোগ ছিল, এখনও আছে। অল্পবয়স্ক মেয়েটা চাইলে সব কিছু নতুন করে শুরু করতে পারে। কিন্তু স্বামীর ফেলে যাওয়া বাড়িটা আঁকড়ে ধরেই মেয়েটা বেঁচে আছে। ব্যাংকে কিছু টাকা ফিক্সড করা আছে, তাতে একা মানুষটার ভালো চলে যায়। কিন্তু তারপরও মাঝে মাঝে তাকে সঙ্গ দিতে, বন্ধুর কথা মনে পড়লেই আরিফ চলে আসে এখানে। এ সুযোগে কিছু বাজে কথা রটেছে। তবে তাতে কান দেয়নি আরিফ। নিজের উপর আস্থা আছে। যদিও এই আস্থাটা লুবনার নেই। তাই পরিস্থিতি অনেকদূর গড়িয়েছে। হয়তো আরো অনেকদূর যাবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

খুব বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে হলো না হাফিজকে। আবিদ আর হাসানের দোকান পাশাপাশি, দুজনেই রড-সিমেন্টের ব্যবসা করে, উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার ব্যবসার হাল ধরেছে, দিনের বেশিরভাগ সময় একসাথে কাটায়। এই দুজনকে একসাথেই পেল হাফিজ, আবিদের দোকানে, দোকানের ভেতরে ছোট একটা চেম্বার, কাঁচঘেরা জায়গাটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। পাশাপাশি চেয়ারে বসে আছে দুজন, বিষন্ন চেহারায়। হাফিজকে ইশারায় বসতে বলল আবিদ।

"ভাই, বলেন, কি সেবা করতে পারি?" আবিদ বলল, সাদা পাঞ্জাবি পরনে, স্বাস্থ্য বেশ ভালো। পাশে বসে থাকা হাসান মাহবুব, পোলো টি-শার্ট আর জিন্স পরা। পেটানো স্বাস্থ্য, ভাঙা চোয়াল।

"কিছু তথ্য দরকার ছিল," হাফিজ বলল।

"আপনি বললে আমরাই চলে আসতাম থানায়," আবিদ বলল।

"সেরকমই নিয়ম," হাফিজ বলল, "কিন্তু আমি নিজে চলে এলাম। কিছু মনে করবেন না, আমি সব ভিডিও করবো।"

"করেন, সমস্যা কি?" আবিদ বলল, "কোক-পেপসি না চা?"

"চা খাবো।"

চা আনার জন্য ইশারা করল আবিদ, তারপর হাফিজের দিকে ফিরল। ততোক্ষনে মোবাইল ফোনটা একপাশে রেখে ভিডিও অপশনে চাপ দিয়েছে হাফিজ। রেকর্ডিং শুরু হয়েছে।

"আপনি বলেন," আবিদের উদ্দেশ্যে বলল হাফিজ।

"আমরা প্রতি সন্ধ্যায় আড্ডা দেই, সানি'র বাসায়, গতকাল সন্ধ্যায়ও দিচ্ছিলাম, তারপর নিয়মমতো সাড়ে দশটার দিকে কবির আর হাসান বের হয়ে যায়। আমিও বের হই তার কিছুক্ষন পর। বাসায় পৌছে যাই এগারোটার মধ্যে।"

"এই আড্ডা কি নিয়মিত দেন আপনারা?"

BanglaBook.org

"মোটামুটি, আমাদের মধ্যে সানি আর হাসান এখনো অবিবাহিত, সন্ধ্যায় ওর ওখানেই কাটে, একসাথে তাস খেলি, আড্ডা দেই, এই তো।"

"তাস মানে কি জুয়া খেলেন?"

"না রে ভাই, জুয়া না, এমনি এমনি," বলে হাসল আবিদ।

"তারপর?"

"তারপর আর কি? ভাবী আমাকে রাত একটার দিকে কল দিয়ে জানান যে কবির বাসায় ফেরেনি, আমিও ওর মোবাইল ফোন সুইচড অফ পেলাম।"

"তারপর?"

"তারপর? ভাবিকে সান্ত্বনা দিলাম, বললাম ওর মোবাইলে চার্জ নেই হয়তো, বৃষ্টিতে কোথাও আটকে গেছে, ফিরবে। চিন্তার কিছু নেই। সকালে তো শুনি এই খবর।"

"আর আপনি?" হাসানের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল হাফিজ।

"আমি..." বলতে বলতে হাসানের মোবাইল ফোন বেজে উঠল, কাউকে দশ মিনিটের মধ্যে দেখা করবে বলে ফোনটা পকেটে গুঁজে রাখল হাসান, "আমি আর কবির একসাথে বের হই, কবির আমাকে পৌনে এগারোটার দিকে জিমের সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়।"

"জিমের নাম কি?"

" 'বডি অ্যান্ড মাইন্ড' চেনেন না?" উলটো প্রশ্ন করে হাসান।

"জি, চিনি, তারমানে আপনি জিমে ঢোকেন পৌনে এগারোটায়?"

"জি, একটু আগে তাই তো বললাম।"

"তারপর?"

"ওখানে ঘন্টাখানেক থেকে বাসায় ফিরি, জিম থেকে আমার বাসায় যেতে মিনিট দশেক লাগে।"

"আচ্ছা, তারমানে বারোটার মধ্যে আপনি বাসায় ফেরেন?"

"জি।"

"তারপর আজ সকালে জানলেন দূর্ঘটনার খবর?"

"জি।"

"আপনার কি ধারনা?"

"কি বিষয়ে?"

BanglaBook.org

"মি. কবিরের সাথে কারো শত্রুতা আছে? কোন ব্যক্তিগত শত্রু, কিংবা পারিবারিক শত্রুতা?"

"আমার জানা মতে নেই," হাসান বলল, "আমাকে উঠতে হবে, কাজ আছে।"

"ঠিক আছে," বলল হাফিজ, "আপনার নাম্বারটা এই কাগজে লিখে দিন। আমি যোগাযোগ করবো।"

হাসান একটা কাগজে খসখস করে নিজের নাম্বারটা লিখে দিলো। আবিদও লিখল।

হাসান চলে যাওয়ার পর আবিদের সাথে আরো কিছুক্ষন কথা বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দোকানে এখন বেশ লোকজন আসছে। তাই মোবাইল ফোনটা পকেটে পুরে নিলো হাফিজ। এরপর প্রয়োজন হলে থানায় ডাকা হবে, দুজনকেই বলা হয়েছে কথাটা। দোকান থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরে বেরুতে বেরুতে ছোট একটা সম্ভাবনা মাথায় উঁকি দিলো, বসকে কিছু না জানিয়ে এই খবরটা নেয়া যেতে পারে।

* * *

সন্ধ্যার পর প্রতিদিনকার আড্ডাটা আজ ফাঁকা লাগছে আবিদের। দোতলার একপাশে খোলা বারান্দায় চারজন চারটা চেয়ারে বসতো। আজ একটা চেয়ার খালি। এই চেয়ারে বসার মানুষটা আর কখনোই আসবে না। হাসবে না, রাগারাগি করবে না। মদ খেয়ে মাতলামি করবে না। কবিরের সাথে এই গতকাল রাতেও আড্ডা দিয়েছে। দিন শেষে এই আড্ডাটাই তাদের জীবনীশক্তিকে টিকিয়ে রেখেছিল।

সবচেয়ে হতাশ দেখাচ্ছে সানিকে। একটু পরপর একটা একটা করে বোতল ভাঙছে। কাঁচ ভাঙার আওয়াজে চারপাশে একটা আলোড়ন তুলছে। তারপর আবার সব নীরব।

হাসানও চুপ। তাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে সব হারানো মানুষ। হাতে সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে ছাই জমে গেছে। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই তার।

"শালা, মরার সময় পাইলো না," সানি বলল, "ইলেকশন কইরা

BanglaBook.org

মরতি। আরো দুই বোতল মদ খাইয়া মরতি," বলতে বলতে আরেকটা কাঁচের বোতল ছুঁড়ে দিলো দেয়ালের উদ্দেশ্যে। ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল বোতলটা। কাঁচের এলোমেলো টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তবে সেসবে খেয়াল নেই সানির। তার পায়ে উঁচু বুট জুতো। পরনে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জির সাথে বড়ই বেমানান এই সাজ। তবে একথা তাকে বলার সাহস নেই কারো।

দোতলা এই বাড়িতে সানি একাই থাকে। বাবা-মা দুজনেই মারা গেছে। বাবার রেখে যাওয়া ব্যবসা, ব্যাংকে অজস্র টাকা। শহরে পাঁচটা পাঁচতলা বাড়ি আর কিছু দোকান থেকে যে ভাড়া পায় তাতে মৌজ-মস্তি করে সে চলতে পারে এবং এভাবেই সে চলছে। বাসায় কাজের লোক আছে দুজন। রান্না থেকে শুরু করে সব কাজ ওরাই করে।

"ঐ শালা মরলো ক্যান?" সানি চেঁচাল আবার। "তোরা জানিস কিছু?"

"আমি কিভাবে জানবো?" আবিদ বলল, "আমি কি ওর সাথে ছিলাম নাকি?"

"তুই কি বলতে চাস?" হাসান বলল, "আমি ওর সাথে ছিলাম না। আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর ঘটনা ঘটে।"

"তোর সাথে কি ওর কোন শত্রুতা আছে? দোস্ত, খুইল্যা ক" সানি বলল।

"তোর এই কথা মনে হলো কেন? সেটাই তো বুঝলাম না," হাসান বলল।

"অবশ্য তোর যোগ্যতা নাই ওর সাথে শত্রুতা করার, সারাজীবন দেখলাম নীচের দিকেই তোর চোখ, যতো নীচ সম্ভব," সানি বলল, "মাঝে মাঝে তোরে আমার ঘেন্না হয়।"

"মুখ সামলে কথা বল, সানি," গরগর করে উঠল হাসান।

"আমার কেন জানি মনে হয় তুই ওরে হিংসা করতি," সানি বলল। "হিংসা করারই কথা। লুইচ্চামিতে তোরা এক জন আরেকজনের উপরে।"

"তুই কি, শালা?" হাসান রেগে উঠে যাচ্ছিল, হাত ধরে বসাল আবিদ।

"আমি যা আছি, তাই। ভন্ডামি করি না তোদের মতো," চেঁচাল সানি।

"দ্যাখ, মন মেজাজ খারাপ আছে কিন্তু," হাসান বলল, "তোর পাট দেখতে আসি নাই।"

BanglaBook.org

সানি কিছু বলার আগে মুখ খুলল আবিদ।

"দোস্ত, এখন হৈ চৈ করার সময় না," বলল সে, "কবির মারা গেছে। পুলিশ খুনিকে খুঁজছে। এইসময় নিজেদের মধ্যে হৈ চৈ, ঝামেলা না করাই ভালো।"

"ঐ শালা, তোর কথায় মনে হয় তুই-ই মারছিস কবিররে," সানি আবার চেঁচাল, "কবির তোরে কি বাঁশ দিছিল?"

"হাসান, চল, আজ চলে যাই, ওর মাথা ঠান্ডা হোক," আবিদ বলল, হাসানের উদ্দেশ্যে, "পরে আসবো।"

"যা তোরা," সানি বলল, "আমার পিরীতের বন্ধু নাই। আমার কিছু ভালো লাগে না।"

আবিদ আর হাসানের চলে যাওয়া দেখল সানি। এলাকায় সে বড় সানি নামে পরিচিত। এমনি এমনি লোকে তাকে বড় সানি বলে না। তার মনটা অনেক বড়। কতো বড় এটা একমাত্র কবির জানতো। তার সব কাজের সঙ্গী, সেই ছোটবেলা থেকে। বদমায়েসিতে হাতেখড়ি কবিরের হাত ধরেই। সেই কবির নেই বলে তার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে। দেয়ালে আরেকটা খালি বোতল ছুঁড়ে মারল সানি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

আরিফ যখন থানায় ঢুকল ঘন্টা তিনেক পর, থানার সামনে লোকে লোকারন্য। এসব লোকজনের মধ্যে বেশ কিছু পরিচিত মুখ দেখতে পেল, এরা খবরের কাগজের পরিচিত সাংবাদিক, পাশাপাশি দু'একজনকে পাওয়া গেল টিভি ক্যামেরা নিয়ে হাজির। একগাদা প্রশ্ন করা শুরু করেছে সাংবাদিকরা, একের পর এক, কোনমতে ওদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল আরিফ। মেজাজ চড়ে আছে, সাংবাদিকরা এমন কিছু প্রশ্ন করেছে যা নিয়ে ওদের কোন ধারনা থাকার কথা না।

বড় রুমটায় সবার দিকে তাকাল আরিফ, "ইন মাই অফিস, এভরিওয়ান," তারপর নিজের রুমে ঢুকে গেল। প্রথমে রুমে ঢুকল হাফিজ, ওর পেছন পেছন বাকিরা। আরিফ রুবিকস কিউব নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, ওটা একপাশে রেখে এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল।

"প্রেসের সাথে কথা বলেছে কে?"

কেউ কোন কথা বলছে না।

"বাংলায় বলবো না ইংলিশে বলবো? প্রেসের সাথে কথা বলেছে কে? হু ইজ দ্য ফাকিং ইনফর্মার?"

এবার চেঁচিয়ে উঠল আরিফ, অফিসাররা কেঁপে উঠল আকস্মিক এই চিৎকারে।

"কেউ জানে না? বাহ, ইন্টারেস্টিং," উঠে দাঁড়াল আরিফ, "তাহলে প্রেস কিভাবে জানলো ভিক্টিমের ম্যানিব্যাগ মিসিং?"

উত্তরের অপেক্ষায় সবার মুখের দিকে তাকাল আরিফ, "এটা একটা হাই-প্রোফাইল মার্ডার কেস। এইসব ইনফর্মেশন মিডিয়ায় লিক হলে কি কি প্রবলেম হতে পারে কোন ধারনা আছে আপনাদের।"

এবারও কোন উত্তর পাওয়া গেল না, আরিফ নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

"এরপর যদি এরকম কিছু শুনি, খবর আছে কিন্তু, এখন যান, নিজের

BanglaBook.org

নিজের কাজ করেন," বলল আরিফ, সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে, এরমধ্যে হাফিজকে থামতে বলল ইশারায়।

হাফিজ সামনের চেয়ারে বসল।

"নতুন কি জানা গেল?"

"স্যার, ভিক্টিমের ডান হাত আর পায়ে কাটা দাগ ছিল। আর বাইকের ডান পাশে স্ক্রাচ। সম্ভবত ভিক্টিম কিলারের আক্রমনে বাইক থেকে রাস্তায় পড়ে যায়। তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তির এক পর্যায়ে ভিক্টিমের গলা টিপে খুন করে।"

"ফিঙ্গারপ্রিন্ট?"

"শ্বাসরোধে খুন হয়েছে এটা নিশ্চিত। কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই।"

"ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই?"

"না স্যার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি।"

"যাদের সাথে আড্ডা দিত, তাদের সাথে কথা হয়েছে?"

"জি, স্যার, আবিদ, হাসান আর সানি ছিল ক্লোজ বন্ধু। সপ্তাহে তিন-চারদিন সানি সাহেবের বাসায় আড্ডা দিত সবাই। রাত সাড়ে দশটার দিকে কবির সাহেবকে ফোন করে বাসায় যেতে বলে তার স্ত্রী। তার দশ মিনিটের মধ্যে আড্ডা শেষ করে যে যার বাসায় ফিরে যায়। বাসায় ফেরার পথে হাসানকে জিমের সামনে নামিয়ে দিয়ে যায় কবির। তারপর কিছুক্ষন পর থেকেই কবির সাহেবের আর খোজ পাওয়া যায়নি।"

"সেটা রাত কয়টার দিকে?"

"রাত পৌনে এগারোটার দিকে।"

"কবিরের ফোন খোলা ছিল কয়টা পর্যন্ত?"

"স্যার, উনার স্ত্রীর যে রিপোর্ট, তাতে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ফোনে কল ঢুকেছে। সাড়ে বারোটার পর থেকে ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। রাত একটা পর্যন্ত তারা সবার সাথে যোগাযোগ করেছে, কিন্তু কেউ কোন তথ্য দিতে না পারায় তারা থানায় কমপ্লেইন করে।"

"রাতে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল কয়টায়?"

"স্যার, সোয়া বারোটার দিকে।"

"তারমানে খুনটা বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে হয়েছে," আরিফ বলল, "খুনের পরও ফোনটা খোলা ছিল, কিন্তু বৃষ্টি শুরু হবার পর

BanglaBook.org

পানি ঢুকে ফোনটা অফ হয়ে যায়। তুমি একটা কাজ করো, ফোন কোম্পানীর সাথে কথা বলো। ঐদিনের যাবতীয় ইনকামিং-আউটগোয়িং নাম্বারগুলো চেক করো। হাসানের জিমে যাবার ব্যাপারটা ভেরিফাই করো।"

মাথা নাড়াল হাফিজ, এক এক করে পয়েন্টগুলো টুকে নিয়েছে নোটবুকে। এরমধ্যে হাসানের জিমে যাবার ব্যাপারটা নিজে নিজে করে বসকে চমকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু বসের নজর এড়ায় না কিছু, চমকে দেয়ার মতো কোন সুযোগ বস কখনো দেয় না।

"আরেকটা জিনিস, ব্যাংকগুলোর সাথে কথা বলো, গত কয়েকদিনে অস্বাভাবিক কোন ট্রানজেকশান হয়েছে কি না দেখ, তার একটা স্টেটমেন্ট নাও, যদি দিতে না চায় আমার সাথে কথা বলতে বলবে, ঠিক আছে?"

"জি, স্যার।"

হাফিজ চলে যাওয়ার পর রুবিকস কিউবটা প্যান্টের পকেট থেকে বের করে হাতে নিলো আরিফ, টেবিলে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল তখন। অফিসিয়াল কিছু কল এখনো টেলিফোনে আসে। রিসিভার তুলল আরিফ।

"হ্যালো, আরিফুল হক বলছি।"

ওপ্রান্তের কণ্ঠস্বরটা এআইজি সাহেবের, হেডঅফিস থেকে কল করেছেন, বিশেষ গুরুত্বপূর্ন কিছু না হলে ঢাকা থেকে কল আসার কথা নয়।

"আরিফ, আই নিড ইউ টু শো সামথিং।"

"স্যার, মার্ডারের চব্বিশ ঘন্টাও পার হয়নি। এরমধ্যে কিছু শো করা খুব কঠিন।"

"কিন্তু শো তোমাকে করতেই হবে। বুঝতেই পারছো।"

"আমি কি তাহলে নিরীহ মানুষ ধরে এনে এরেস্ট দেখাবো? এই অভ্যাস আমার নেই আপনি ভালো করেই জানেন।"

"আই নো। আমি এটাও জানি এই সুরে আমার সাথে কথা বলার সাহস আর কারো নেই। তোমাকে স্নেহ করি, সেই সুযোগ নিও না।"

"নো অফেন্স প্লিজ, স্যার। আমাদের কাছে সব কেসই গুরুত্বপূর্ন হওয়া উচিত। হোক সে এমপির ছেলে কিংবা রিক্সাওয়ালার ছেলে। আমরা দু'তিনটা লিড নিয়ে এগুচ্ছি। তবে সময় লাগবে।"

"কিন্তু..."

"স্যার, আপনি যদি আমার উপর আস্থা রাখতে না পারেন, তাহলে

BanglaBook.org

কেস সিআইডি'তে ট্রান্সফার করতে পারেন।"

"তোমার লিডগুলো কতোটা সলিড?"

"খুব বেশি সলিড নয়, কিন্তু আমরা কাজ করছি।"

"দেখো, খুব বেশি সময় হাতে নেই, রাখছি।"

"ওকে, স্যার।"

আরিফ ফোনটা রেখে দিলো। টেবিলে থাকা একটা রুবিকস কিউবের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল, ইচ্ছে করছিল জিনিসটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে, তা না করে হাতে তুলে নিলো।

* * *

বাসায় ফেরার কোন তাড়া নেই আরিফের, কেউ তার জন্য অপেক্ষা করে নেই। পাশের হোটেলে রাতের খাবার শেষ করে আবার নিজের রুমে এসে বসল। এই এলাকায় বড় কোন অপরাধ না হলেও ঝুট-ঝামেলা বেশি। খুন-খারাপি কম হলেও মাদক, পতিতাবৃত্তি, চাঁদাবাজি, মাস্তানদের আধিপত্য এসবের অভাব নেই।

হাফিজ কাজ নিয়ে বসেছে। কবির খানের সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকজনকে থানায় ডাকা হয়েছে। তারা এসেছে। ওদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে ছেলেটা। তাকেও ডেকেছিল। কিন্তু এই কাজের জন্য হাফিজই যথেষ্ট। রুটিন মতো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ হবে। এগুলো সব রেকর্ড করা থাকবে। সেরকম গুরুত্বপূর্ন কিছু হলে হাফিজ তাকে ডাকবে। কেন জানি মনে হচ্ছে, এখান থেকে খুব গুরুত্বপূর্ন কিছু পাওয়া যাবে না।

হাফিজের উপর অনেক চাপ যাচ্ছে। ছেলেটা সৎ, বেশি সৎ, ওর জন্য চিন্তা হয় আরিফের। সে নিজের সততা কিংবা অসততা নিয়ে চিন্তা করে না, পানিতে নেমে কুমিরের সাথে লড়াই করার ভাবনা তার মাথায় নেই। সময়টা ভালো কাটলেই হলো, আর বিনা ঝামেলায় যদি কিছু টাকা আসে তো তা ফিরিয়ে দেয়ার মানসিকতা নেই তার। তাতে কে কী বলে তাতে কিছু যায় আসে না। তবে বাড়তি টাকা বাড়তি কিছু ঝামেলা তৈরি করে। যেমন আগে তার বোতলের অভ্যাস ছিল না, এখন হয়েছে। লুবনার ধারনা তার মেয়ে-মানুষের অভ্যাসও আছে। ধারনাটা ঠিক না। মেয়েটাকে যতোই

BanglaBook.org

বোঝাতে গেছে লাভ হয়নি। কি এক ধারনা হয়েছে রাত-বিরেতে পুরুষ মানুষ দেরি করে বাসায় ফেরা মানেই সমস্যা। আর কিছু বাজে লোক, সুমনার বাসায় যাওয়া নিয়ে কানভারি করেছে। আর বোকার মতো লুবনা তাই বিশ্বাস করে বসে আছে।

কাপড়-চোপড় চেক করা, গন্ধ শোকা, মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোনকিছুই বাদ রাখেনি লুবনা। যদিও কোন প্রমান পায়নি, তারপরও কেন জানি আরিফের অতি ডিউটি প্রীতিকে বিশ্বাস করতে পারেনি লুবনা। এই ব্যর্থতা আর কারো নয়। আরিফের নিজের। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকায় সংসারটাও ভেঙে গেছে। কিন্তু তাতেও কিছু যায় আসে না আরিফের। পুরুষমানুষ বৌকে এতো কৈফিয়ত দিয়ে চলতে পারে না, পারলে সে আর কিসের পুরুষমানুষ!

এগারোটার একটু পর জিপ বের করল আরিফ। গায়ে একটু বাতাস লাগিয়ে আসা যাক। হাফিজের কাজকর্ম তখনও চলছে। আর একজন আছে মাত্র।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৭

রাজনীতিতে কবির খানের বাবা শামসুল খান অনেক পুরানো মানুষ, চারবারের এমপি। তিনি মারা গেছেন বছর দুই হলো। সামনের নির্বাচনে অবধারিতভাবেই বাবার জায়গায় নির্বাচন করবে কবির খান। এ নিয়ে দলীয় হাই-কমান্ডেও সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। স্থানীয় রাজনীতির লোকজনের এ ব্যাপারে খুব বেশি সাড়া না থাকলেও কবিরের ক্লিন ইমেজ-এর কারনে কেউ বিরোধিতা করেনি। এ তথ্যগুলো জোগাড় করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি হাফিজকে। রাজনীতি করা স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞেস করে শুনেছে।

আজ থানায় কিছু লোকজনকে ডেকেছে হাফিজ। তবে গৎবাঁধা কিছু কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত লাগছিল। যাদের ডেকেছে থানায়, তারা কম-বেশি সবাই কবির খানের খুব কাছের মানুষ। এরা কেউই কোন ধারনা করতে পারছে না কারো সাথে কবির খানের শত্রুতা ছিল কিংবা থাকতে পারে। সবাই কবির খানকে খুব ভালোবাসত এবং কবির খানের মতো মানুষ হয় না।

কবির খানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তার কিছু ঘনিষ্ট আত্মীয় আর কাছের বন্ধু-বান্ধব বলতে সানি, আবিদ আর হাসান মাহবুব। এই কয়েকজনের সাথে কথা বলতে বলতে রাত এগারোটা পার হয়ে গেছে।

এখন সামনে বসে আছে সানি। কবির খানের ঘনিষ্ট বন্ধুদের অন্যতম। এলাকায় বড় সানি বলে পরিচিত। অবশ্য ছোট সানি বলে কেউ নেই, ছিলও না কখনো। কেন এই নামকরন কেউ জানে না। টি-শার্টের হাতা গুটানো, খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, কামানো মাথার এই ভদ্রলোককে বাংলা সিনেমার খুব পরিচিত এক ভিলেনের মতো দেখা যাচ্ছে। কথা বার্তার ধরনও সেরকম। থানায় আসতে তার আপত্তি। আবিদ আর হাসান মাহবুবের অনুরোধে সে এসেছে। নইলে কারো সাধ্য নেই বাসা থেকে তাকে বের করে।

বড় সানির আরো অনেক হম্বিতম্বি মনোযোগ দিয়ে শুনল হাফিজ, বড়লোক বাবার একমাত্র সন্তান। অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছে অল্পবয়সেই। বিয়ে-শাদি করেনি। সন্ধ্যার পর বন্ধুদের সাথে মজমা বসানোই তার জীবনের একমাত্র কাজ। হৈ-হুল্লোড় আর আড্ডাবাজিতেই তার সময় চলে যায়। কবির খান তার ছোটবেলার বন্ধু। সন্ধ্যার আড্ডার

BanglaBook.org

নিয়মিত সদস্য। তাকে হারিয়ে কিছুটা বিচলিত।

"ঐ হাস্যান্নারে জিগান, কবির আমার কেমুন জিগরি, দোস্ত," বাইরে চেয়ারে বসে থাকা হাসানকে দেখিয়ে বলল বড় সানি।

"উনার সাথে কারো সমস্যা ছিল?"

"ওর লগে কার সমস্যা থাকবো, কি কন মিয়া? আপনে কবিররে চিনেন?"

মাথা নাড়াল হাফিজ। সে কবিরকে চিনতো না, সে সুযোগ পাওয়া যায়নি।

"ওর আত্মাটা আছিল সুনার, বুঝলেন, সুনার," মাথায় হাত দিতে দিতে বলল বড় সানি।

এরপর আর কথা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করছে না হাফিজ। এই লোকটা উন্মাদ ধরনের। কথাবার্তার কোন লাইনঘাট নেই। আজকের এই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। বলতে গেলে কিছুই পাওয়া যায়নি। শুধু শুধু লোকগুলোকে হয়রানি করানো হলো মনে হচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বড় সানির দিকে তাকিয়ে রইল হাফিজ। লোকটা একমনে কবির খান সম্পর্কে বলেই যাচ্ছে। যার একটা কথাও এখন কানে ঢুকছে না তার। কখন একে বিদায় দেবে সে চিন্তা মাথায় ঘুরছে।

বড় সানির জন্য বাইরে আবিদ আর হাসানও বসে আছে। একসাথে ফিরবে বলে।

"ঠিক আছে, বুঝেছি," কথা মাঝখানে হাত ইশারায় বড় সানিকে থামাল হাফিজ, "আমরা জোর তদন্ত চালাচ্ছি। আশা করি খুব শিগগির খুনিকে ধরতে পারবো।"

"আশা করি মানে," বড় সানি বলল, বলতে গিয়ে তার মুখ থেকে একদলা থুতু পড়ল। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে তা মুছে হাফিজের দিকে তাকিয়ে বোকার মত হাসল বড় সানি, "আশা মাশা না, কবিরের খুনিরে বাইর করেন। ওরে আমি নিজে লাথামু।"

"ঠিক আছে, আপনি যান।"

বড় সানিকে রুমের বাইরে এগিয়ে দিলো হাফিজ। আবিদ আর হাসান এগিয়ে এলো। আবিদকে আগেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। হাসানকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে একটু আগে।

কবির খানের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে যেহেতু তেমন কিছু পাওয়া যায়নি, সেক্ষেত্রে অন্য চিন্তা মাথায় রেখে এগুতে হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

মেয়েটার শরীর সুস্থ, বাসায় ফিরে মেয়েটার হাসিমুখ দেখে মনটাই ভালো হয়ে গেল মাইনুলের। ভাত বাড়াই ছিল, মেয়েটাকে কোলে বসিয়ে বেশ আরাম করে ভাত খেল, জয়নাবের দিকে তাকাল আড়চোখে। অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। ওকে ঘাঁটাল না।

বিছানায় শুয়ে বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো, একের পর এক ঘুষিতে নিজের সারাজীবনের সঞ্চিত রাগ ঐ ছেলেটার উপর ঢেলে দিয়েছে সে। ছেলেটা মারাও গেছে। আজ রাত স্ত্রী কন্যাকে পাশে নিয়ে শুয়ে তার জন্য তেমন কোন অনুশোচনা হচ্ছে না মাইনুলের। বরং মনে হচ্ছে পৃথিবীর উপর খানিকটা হলেও প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। খোঁড়া একজন মানুষ প্রতি পদে হেনস্থা হয়, জীবনের প্রতিটা ধাপে মার খেতে খেতে দিশেহারা একজন মানুষকে খুঁচিয়ে বিষিয়ে দেয়ার পরিনাম যে ভালো হয় না এটা ঐ বড়লোকের ছেলে এখন বুঝে গেছে।

ঘুম আসছিল না। বিছানা থেকে নেমে কিছুক্ষন পায়চারি করল মাইনুল। জয়নাব কাঁধে হাত রাখল, কখন ঘুম থেকে উঠে পেছনে এসে দাড়িয়েছে টের পায়নি মাইনুল, তাই একটু চমকে উঠল।

"আপনে কি নিয়া ভাবেন এতো?" জয়নাব জিজ্ঞেস করে নরম সুরে।

"কিছু না, তুমি ঘুমাও।"

"আপনে না ঘুমাইলে আমারও কি ঘুম আহে?"

জয়নাবের চোখের দিকে তাকাল মাইনুল, চলটলে দুটো চোখ, সুন্দর, মেয়েটা মায়ের চোখ পেয়েছে, দেখলেই মায়া লাগে।

"আমার কিছু ভালো লাগে না, জয়নাব," বলল মাইনুল, "চলো, আমরা গ্রামে ফিরা যাই।"

"গ্রামে গিয়া কি করবেন? ওইখানে তো কিছু নাই," জয়নাব বলল।

"কিছু ট্যাকা পয়সা আছে, গিয়া একটা মুদি দোকান দিমু," মাইনুল বলল, টাকার কথা বলে নিজেই চমকে গেল। তার কাছে কোন টাকা-পয়সা থাকার কথা না।

"ট্যাকা-পয়সা আপনে কই পাইলেন?" অবাক সুরে বলে জয়নাব,

BanglaBook.org

"এইখানে আমরা তো ভালোই আছি, যদি মহাজন আপনের বেতন একটু বাড়ায়া দেয় তাইলেই তো হয়।"

"মহাজন খাটাশ মানুষ," মাইনুল বলল, "বাদ দাও এসব আলাপ, চলো ঘুমাই।"

দুজনে মেয়ের দুপাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। মাইনুল কিছুক্ষনের মধ্যেই নাক ডাকতে শুরু করল। কিন্তু জয়নাবের চোখে ঘুম নেই। কিছু একটা হয়েছে কোথাও, মাইনুল বলছে না। স্বামীর উপর ভরসা আছে, জেনে শুনে কখনো খারাপ কোন কাজ করেনি, করবেও না। কিছুক্ষনের মধ্যে আর সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে জয়নাবও ঘুমিয়ে গেল।

* * *

সকালের স্পটে চলে এসেছে আরিফ, জিপটা একপাশে পার্ক করে রাখল। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই তেমন, দূরপাল্লার কিছু বাস বেশ খানিকক্ষন বিরতি দিয়ে হুশ-হাশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্রাইম সীনটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যস্ত রাস্তা, সকালে মার্কিং করে রাখা হয়েছিল লাশ আর মোটরসাইকেলের পজিশন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কিছুক্ষন। চারপাশে একবার তাকাল, জনশূন্য। রাস্তার একপাশে পানির ধারা চোখে পড়ল এইসময়, ক্ষীন একটা ধারা সামনে ম্যানহোলে গিয়ে পড়েছে। প্যান্টের পকেট থেকে একজোড়া গ্লাভস বের করল আরিফ, ম্যানহোলের কোনায় জমে থাকা পাতা সরাতে গিয়ে একটা বোতাম চোখ পড়ল। বোতমটা খুব সাবধানে তুলে নিয়ে এভিডেন্স কালেকশনের একটা পলিব্যাগে ঢুকিয়ে নিলো। বোতামটা চোখের সামনে ধরে রাখল কিছুক্ষন, নিয়নের আলোয় বোতামটা চকচক করে উঠল যেন।

রাস্তার ওপাশে চলে এলো এবার আরিফ, কিছু একটা চোখে পড়েছে। হ্যা, গোলাকার একটা সিমেন্টের পাইপ, পাইপের ভেতর কাথামুড়ি দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে শুয়ে থাকা মানুষটা মাথায় টোকা দিলো। কাঁথা থেকে মাথা বের করে তাকাল লোকটা। বিরক্তিতে কিছু বলতে গিয়েও বলল না, আরিফ এখনও পুলিশের পোশাক পরনে, হোলস্টারের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল লোকটা। বয়স্ক একজন মানুষ, চুল-দাড়ি সব পেকে গেছে। ভয়ে ভয়ে তাকাল আরিফের দিকে।

"ডরান ক্যান?" আরিফ বলল, "নাম কি আপনার?"

BanglaBook.org

"স্যার, আমি..."

"নাম কি? পেশা কি?"

"আমি ভিক্ষা করি, সানোয়ার মিয়া নাম।"

"এখানে কি?"

"ভিক্ষা করি, থাকনের জায়গা নাই, পুলাপাইন বাড়িত থ্যাইকা বাইর কইরা দিছে।"

"এইখানে ঘুমান কতোদিন?"

"মানে," একটু থেমে গেল বুড়ো, "আইজই প্রথম এই এলাকায়, এর আগে অন্য এলাকায় ছিলাম।"

বুড়ো মিথ্যে বলছে বুঝতে পারল আরিফ, চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা লুকাচ্ছে।

"পুলিশের সাথে মিছা কথা কওয়া কিন্তু ভালো না, এই বয়সে জেলের ভাত খাবেন?"

"বিশ্বাস করেন, কাইল রাইতে আমি কিছু দেহি নাই।"

চোখ বড় বড় করে বুড়োর দিকে তাকাল আরিফ, তারপর রিভলবারে হাত রাখল। কিছু বলতে হলো না, ইশারায় বুঝে গেল সানোয়ার মিয়া। নিজে থেকেই বলতে শুরু করল, "বাবা, আমি অসহায় মানুষ, আমারে বিপদে ফেলাইয়েন না," ঢোঁক গিলল বুড়ো, "কাইল রাইতে বৃষ্টির আগে আমি এইহানেই ঘুমাইতাছিলাম। হঠাৎ কিসের জানি শব্দে ঘুম ভাইঙ্গা গেল। ঐ দিকে," আঙুল দিয়ে রাস্তার ওপাশটা দেখাল বুড়ো, "তাকাই দেখি একটা মোটর সাইকেল রাস্তায় পইড়া রইছে। পাশেই একটা লোক মাটিতে শুইয়া আছে আর তারে ডিঙ্গাইয়া আরেকটা লোক ঐ দিকে হাডা দিলো।"

"তখনো আপনি এখানেই ছিলেন?"

"না, বাবা, লোকটা বারবার এদিক-সেদিক তাকাইতাছিল। আমি একফাকে ঐ গাছটার পিছে পলাইছিলাম। লোকটা চইলা যাওয়ার সাথে সাথে শুরু হইল বৃষ্টি। ঐ মানুষটা তহনও মাটিতে শুয়া আছিল। আমি আর ভয়ে ঐহানে দাঁড়াই নাই, সোজা কদমতলী চইলা গেছি।"

"লোকটা দেখতে কেমন?"

"চোখে ভালো দেহি না, তয় আবছা আলোতে যতটুক দেখছি মনে হয় বয়স তিরিশ-পয়ত্রিশ হইবো। খুব বেশি লম্বা না আবার খাডও না। শার্ট পড়া ছিল। তয় রংডা আমি বুজতে পারি নাই।"

BanglaBook.org

"দেখলে চিনবেন?"

"চিনতে পারি, নাও চিনতে পারি, চেহারাডা খুব ভালা কইরা খেয়াল করতে পারি নাই, তয়..."

"কি?"

"লোকটার মনে হয় একপায়ে সমস্যা, খুড়ায়া খুড়ায় হাটতাছিল।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"জে, স্যার।"

"আপনাকে আমি এরপর কোথায় পাবো?"

"বাবা, রাইতে এইটাই আমার ঠিকানা, দিনের বেলা কদমতলী মোড়ে ভিক্ষা করি।"

"সত্যি তো, আমার কিন্তু নজর থাকবে আপনার উপর। এই খুনের আপনি আই উইটনেস, কোর্টে স্বাক্ষী দেয়া লাগবে। এদিক-সেদিক পালানোর চেষ্টা করলেই কিন্তু ধরে হাজতে ঢুকিয়ে দেব।"

"আমি যা যা দেখছি সব আপনেরে কইছি, এর বাইরে আমি আর কিছু দেহি নাই। আমি ফকির-মিসকিন মানুষ, আমারে কোন বিপদে ফেলাইয়েন না। থানা-পুলিশের নাম শুনলেই ডর করে।"

"ভয়ের কিছু নেই। আমি যেন এই দুই জায়গার মধ্যে আপনাকে পাই, তা না হলে বিপদে পড়বেন।"

বৃদ্ধ সানোয়ার আলীকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তার ওপাশে চলে এলো আরিফ। জিপে উঠে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে স্টার্ট দিলো, বৃদ্ধ এখনো তাকিয়ে আছে তার দিকে, দৃষ্টিতে অসহায়ত্ব। একজন ভিক্ষুককে নিয়ে খুব বেশি মাথা না ঘামালেও চলবে। তবে এধরনের কেসে এরকম ছোট-খাট চরিত্রই অনেক বড় রকমের কিছু হয়ে দাঁড়ায়।

জিপটা চলছে ধীর গতিতে, বাসায় ফেরার কোন তাড়া নেই, মনটা একটু ভালো লাগছে, আজ রাতে এখানে এসে অন্তত কিছু লাভ হয়েছে। বোতামটা যে কারো হতে পারে। রাস্তায় বোতাম পড়ে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়, প্রচন্ড ব্যস্ত এই রাস্তায় লোকজনের চলাচল কম নয়, বোতাম তাই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ন কিছু না হলেও বৃদ্ধ সানোয়ার আলীর সাথে কথা বলে খুনি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা গেছে।

খুনির বয়স ত্রিশ-পয়ত্রিশ, উচ্চতা মাঝারি এবং মানুষটা খোঁড়া। এটাই এখন পর্যন্ত এই খুনের প্রথম সূত্র।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

হাফিজ একলা মানুষ, ছোট যে মেসে একসাথে সবাই থাকে, সেখানে রাতে ফিরতে তার ভালো লাগে না। মনে হয় দূরে কোথাও চলে যায়, একা একা থাকে, বিরক্ত করার মতো কেউ থাকবে না আশপাশে। পুলিশের চাকরি তার মতো লোকের জন্য নয়। বাড়তি টাকার প্রতি আগ্রহ নেই, ক্ষমতা দেখানোর স্পৃহা নেই, মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীর কোন কিছুর প্রতিই তার আগ্রহ নেই। কেবল একটা ব্যাপারে তার প্রবল আগ্রহ। সেটা হচ্ছে কোন কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার আগ্রহ। যে কাজটা এড়িয়ে গেলেও পারে ইচ্ছে করেই সে কাজটা কাঁধে নেয় সে। এজন্য মাঝে মাঝে ঝামেলায়ও পড়তে হয়। কিন্তু একা মানুষ সে, ঝামেলা তাকে আটকাতে পারে না। বরং এসব চিন্তা আর কাজের মাঝে ডুবে থাকে বলে পৃথিবীর বাকি সব সমস্যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে না।

আরিফ সাহেবের কাছে কাজ শেখার অনেক কিছু আছে, কিন্তু এই মানুষটাও ভুলোমনা, কাজ শেখানোর চেয়ে নিজের মধ্যে ডুবে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে তাদের দুজনের একজনও ঠিক খাপ খায় না, কিন্তু তারপরও চলে যাচ্ছে সব। হেঁটে বাসার সামনে চলে এসেছে হাফিজ। চাইলে এখন বাসায় ঢুকে পড়া যায়, সামান্য কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া যায়। কিন্তু আজ কিছু ভালো লাগছিল না।

সময় কাটানোর জন্য প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল হাফিজ। ঠিক এই সময় ফোনটা বেজে উঠল। বসের সাথে কথা বলে চুপচাপ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থাকল হাফিজ।

বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করছিল না, হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এলো। ছোট একটা কাজ বাকি ছিল। কাছাকাছি যেহেতু চলে এসেছে কাজটা করে যাওয়াই ভালো।

'বডি এন্ড মাইন্ড' জিমটা সামনেই। এই জিমের সদস্য কবির খানের বন্ধু হাসান। দোতলার উপর জিমটা বেশ জমজমাট থাকে প্রায় সবসময়। এখন রাত এগারোটার উপর বাজে। রিসেপশনে শুকনো একটা ছেলে বসে ঝিমাচ্ছিল। হাফিজকে দেখে নড়েচড়ে বসল।

BanglaBook.org

"বলেন?" বলল ছেলেটা।

"তোমদের কাছে তো রেজিস্টার খাতা আছে, তাই না?"

"জি, আছে।"

"কে কখন ঢোকে, কখন বের হয়, সব এন্ট্রি করা থাকে?"

"জি, অবশ্যই থাকে।"

হাফিজ তারিখটা বলল, ছেলেটা রেজিস্টার খাতা বের করে মেলে ধরল তার সামনে।

খাতায় সদস্যদের জিমে ঢোকা-বের হওয়া সব কিছু এন্ট্রি করা আছে, একপাশে সদস্যদের স্বাক্ষর দেয়া। ঘটনার দিন রাত দশটা পয়তাল্লিশ মিনিটে হাসান মাহবুবের এন্ট্রি চোখে পড়ল, বের হয়েছে এগারোটা পঞ্চাশে। ভদ্রলোকের সাথে এরকম কথাই হয়েছিল।

"এরমধ্যে এই জিমে কোন ঘটনা ঘটেছে?" রেজিস্টার খাতাটা ফেরত দিতে দিতে বলল হাফিজ।

"কি ঘটনা? জিমে সবাই আসে ব্যায়াম করতে, ব্যায়াম করে চলে যায়," ছেলেটা বলল। বেশ স্মার্ট উত্তর, মনে মনে ভাবল হাফিজ।

"তবে ঐদিন হাসান সাহেব পায়ে খুব ব্যথা পাইছিলেন, এরকম মাঝে মধ্যেই হয়।"

"কোনদিনের কথা বলছেন?" হাফিজ বলল।

"আপনি যেদিনটা রেজিস্টারে দেখলেন," ছেলেটা বলল।

"ও আচ্ছা। তা কিভাবে ব্যথা পেলেন?"

"ডাম্বেল পড়ে গেছিল হাত থেকে, একদম পায়ের উপরে।"

"তাহলে তো সিরিয়াস অবস্থা, পায়ের আঙুল থেতলে যাওয়ার কথা।"

"সেরকম কিছু হয়নি, হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছেন," ছেলেটা বলল, "আমাদের কাছে কিছু স্প্রে থাকে। ঐ স্প্রে দিয়ে ব্যথা কমাতে হয়েছে।"

"আর কিছু?"

"না, আর কিছু না।"

জিম থেকে বেরিয়ে এলো হাফিজ। সবকিছু ঠিকঠাক পেলেও তার মনের মধ্যে কেমন খচখচ করছিল। হাসানের বাসা এখান থেকে খুব দূরে নয়। হাঁটতে থাকল। ঠিকানাটা মনে করার চেষ্টা করল। অনেক সময় কিছু জিনিস এমনিতেই মনে পড়ে যায়, আবার অনেক সময় হাজার চেষ্টা করেও মনে করা যায় না। হাসানের ঠিকানাটা একটা খাতায় তুলে রেখেছিল। ঠিকানাটা হুবহু মনে পড়ল।

BanglaBook.org

মিনিট পনেরো হাঁটলেই চলবে।

বাইরে সুন্দর হাওয়া বইছে। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে অনেকটা পথ চলে এসেছে হাফিজ। ঠিক হাসান মাহবুবের বাড়ির সামনে এসে সংবিত ফিরল যেন। বাসার গেটটা লাগান। রাত হয়েছে, এটাই স্বাভাবিক। দাঁড়ি-গোঁফওয়ালা, লুঙ্গি পরিহিত মধ্যবয়স্ক এক লোক বাসার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। এগিয়ে গেল হাফিজ। গেট খুলে এক মহিলা বেরিয়ে গেল। হাফিজকে দেখে মাথায় ঘোমটা দিলো। কাজের মহিলা মনে হলো। চেহারাটা একঝলক চোখে পড়ল। দেখতে খুব একটা খারাপ নয়। এতো রাতে কোথায় যাচ্ছে? প্রশ্নটা মাথায় এসেই মিলিয়ে গেল।

"সালাম, আপনি এই বাড়িতে থাকেন?" জিজ্ঞেস করল হাফিজ।

"জি, ক্যান? কোন সমস্যা," সিগারেট টান দিতে দিতে বলল লোকটা, "আমি হারুন, এই বাড়ির কেয়ারটেকার।"

"হাসান মাহবুব তো এই বাসায়ই থাকেন?"

"জি, উনি অনেক পুরানো ভাড়াটিয়া," কেয়ারটেকার হারুন বলল, "তো, এতো রাইতে উনারে কি বিশেষ কোন দরকার?"

"ঠিক তা না। গতকাল রাতে উনি বাসায় ফিরেছেন কখন?"

"সবসময় যেমন ফিরে, বারোটার দিকে।"

"কোন কিছু চোখে পড়ছে, যা আগে কখনও চোখে পড়ে নাই।"

"ভাই, সমস্যাটা কি খুলে বলেন," কেয়ারটেকার হারুন তাড়া দিলো, "এইখানে মশা কামড়াইতাছে।"

"কিছু না, আপনার মোবাইল নাম্বারটা দেন," বলল হাফিজ।

"আমার মোবাইল নাম্বার নিয়া কী করবেন?" কেয়ারটেকার হারুন বলল।

"কী করবো সেটা পরে বুঝবেন, নাম্বার চাইছি নাম্বার দেন," রেগে বলল হাফিজ।

বিড়বিড় করে নিজের মোবাইল নাম্বার বলল হারুন। তাকে বেশ অসন্তুষ্ট আবার একই সাথে ভীত দেখাচ্ছিল।

"ভয়ের কিছু নাই," হাফিজ বলল, "আপনি তো খারাপ কিছু করেন নাই, তাই না?"

"জি," হারুন বলল।

"একটু আগে একজন মহিলা গেল, কে?"

BanglaBook.org

"ছোটা বুয়ার কাজ করে," হারু ন বলল।

"কোন ফ্ল্যাটে?"

"হাসান সাবের ফ্ল্যাটে।"

"এতো রাতে?"

"উনি তো ফেরে অনেক দেরি কইরা," হারুন বলল, "তাই এই মহিলা দেরিতেই আসে। রান্না-বান্না করে দিয়ে যায়।"

"ঠিক আছে, আমি আসি," বলে হাঁটতে থাকল হাফিজ। হারুনকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে সত্য কথা বলছে না।

তবে আপাতত এসব নিয়ে ভাবছে না হাফিজ। অনেকদূরে চলে এসেছে বাসা থেকে, এখন ফিরতে হবে। একটা রিক্সা ডাকল হাফিজ। ক্লান্ত লাগছে। এখানে আসাটা সার্থক হতো, যদি কোন সূত্র পাওয়া যেত।

আগামীকাল আবিদ, হাসান মাহবুব, সানি আর কবির খানের আত্মীয় আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কিছু লোকজনকে দ্বিতীয়বারের মতো থানায় ডাকা হয়েছে। ওদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে।

* * *

সকালে যখন ঘুম ভাঙল নিজেকে জিপের সীটে আবিষ্কার করল আরিফ। জায়গাটা কদমতলী মোড়, আশপাশে বেশ কিছু লোকজন জড়ো হয়ে গেছে এরমধ্যেই। সবাই মনে হয় তামাশা দেখছে, একজন পুলিশ অফিসার গাড়িতেই ঘুমাচ্ছে। ব্যাপারটা কিছুটা হলেও অদ্ভুত। রাস্তার একপাশে মোটামুটি মানের একটা রেস্টুরেন্ট, ওটার সামনে দাঁড়াতেই ম্যানেজার এগিয়ে এলো। ইশারায় এক জগ পানি আনতে বলল আরিফ। মুখটা কোনমতো ধুয়ে এক কাপ চা দিতে বলল। মোবাইল ফোনটা সাইলেন্ট মুডে ছিল। বেশ কিছু মিসড কল ভেসে আছে, নাম্বারগুলো দেখতে না দেখতেই একটা কল এলো। এতো সকালে এই কল আসা মানে দিনটাই মাটি হওয়া, বিরক্ত লাগলেও কল রিসিভ করল আরিফ। ওপাশ থেকে রিনরিনে মিষ্টি একটা কণ্ঠ শোনা গেল, কণ্ঠটা আরিফের স্ত্রী, লুবনার।

"তুমি কাল রাতেও বাসায় যাওনি, ঘটনা কি? কোন ক্লাবে ছিলে সারারাত? নাকি ঐ বাসায়?"

"বাজে কথা বলবে না। আমি বাসায় যাই বা না যাই সেটা নিয়ে তোমার এতো মাথাব্যথা কেন বুঝছি না। আমরাতো আর একসাথে নেই। সারা রাত আমার জন্য তোমাকে তো আর অপেক্ষা করতে হয় না, নাকি?"

BanglaBook.org

"তোমার জন্য বসে থাকতে আমার বয়েই গেছে," একটু থেমে বলল লুবনা, "ডিভোর্স লেটারটা পাঠিয়ে দিয়েছি, দয়া করে সেটাতে সাইন করে আমাকে উদ্ধার করো।"

"আর আমার মেয়ে? ওর কি হবে?"

"সেটা তোমার ভালোই জানার কথা, আরিফ," ওপাশ থেকে লুবনা বলল, "আমি..."

"মেয়ের দাবি আমি ছাড়বো না, কিছুতেই না।"

"দাবি দেখাতে এসো না, যে লোক রাতের পর রাত বাড়ি ফেরে না, যে নিজের সন্তানের জন্মদিনটা পর্যন্ত মনে রাখতে পারে না, তার মুখে দাবির কথা মানায় না। তোমার..."

বাকি কথা আর শুনল না আরিফ, আরেকটা কল আসছে, হাফিজের কল, নিশ্চয়ই দরকারি কিছু হবে, লুবনার লাইন কেটে দিলো, ওর সাথে পরেও কথা বলা যাবে।

"হ্যালো," আরিফ বলল।

"স্যার, আপনি ওয়েটিংয়ে ছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা জরুরি।"

"হ্যা, বলো।"

"স্যার, মি. কবিরের ন্যাশনাল ব্যাংকের একটা ক্রেডিট কার্ড আজিমপুর এলাকার একটা বুথে পাওয়া গেছে।"

"বুথে কার্ড পাওয়া গেছে মানে?"

"মানে কেউ কার্ডটা পাঞ্চ করে টাকা উঠানোর চেষ্টা করেছে।"

"বলো কি? সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই?"

"জি, স্যার। ব্যাংক আমাদের এটিএম বুথের সিসিটিভি ফুটেজ পাঠাবে। আমি রওনা দিয়ে দিয়েছি।"

"গুড। আমি ঐ এলাকায় চলে যাচ্ছি। ঐ এটিএম বুথের এক কিলোমিটার এরিয়া সার্ভেল্যান্সে রাখো। আজ আমরা এরেস্টে যাবো, যেভাবেই হোক।"

"জি, স্যার।"

কদমতলী মোড়ের অন্যপাশে তাকাল আরিফ, চা খেতে খেতে বৃদ্ধ সানোয়ার আলীকে দেখে নিলো, বড় একটা গাছের তলায় বসে আছে, ভিক্ষা করছে। তারমানে বৃদ্ধ মিথ্যে কথা বলেনি। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ভিক্ষুক সম্পর্কে। তেমন কিছু জানা গেল না, বছর দুয়েক হলো এখানেই বসে সানোয়ার আলী।

জিপ স্টার্ট দিলো আরিফ। আজ ব্যস্ত দিন কাটবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

কাজে কামাই দেয় না কখনো মাইনুল, অন্তত গত বছর পাঁচেক ঈদ ছাড়া আর কোনদিন ছুটি কাটিয়েছে বলে মনে পড়ে না তার। আজ তাই বিনাকারনেই ছুটি কাটাতে ইচ্ছে করল মাইনুলের। মহাজন যাতে ফোন করতে না পারে তাই মোবাইলটা বন্ধ রাখল। মেয়েটাকে নিয়ে নাস্তা করল, কিছুটা খুনসুটি করল, তারপর বাজারের উদ্দেশ্যে বের হলো। বহুদিন ভালো কিছু খাওয়া হয় না। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে ট্রাংকের ভেতরের গোপন খোপে থাকা টাকা থেকে একটা এক হাজার টাকার নোট বের করল, বহুদিন ইলিশ খাওয়া হয় না।

মেয়েটা বায়না ধরছিল, সাথে যাবে, কোনমতে বুঝিয়ে রেখে গেছে বাসায়। বাজার করতে বেশিক্ষন লাগল না, এক হাজার টাকা নিমিষেই শেষ হয়ে গেছে। তারপরও অনেকদিন পর মনে আনন্দ হচ্ছিল মাইনুলের। আজকের দিনটা একটু আরামে কাটানো যায়, মনে হচ্ছে এরকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না, সামনে হয় খুব ভালো দিন আসছে কিংবা খুব মন্দ দিন। বাজারটা জয়নাবের হাতে তুলে দিয়ে বস্তির মোড়ের দিকে হানিফের চায়ের দোকানে জাঁকিয়ে বসল মাইনুল, আজ সারাদিন আড্ডা দেবে, আড্ডাবাজ হিসেবে হানিফের তুলনা হয় না।

মাইনুল যখন চায়ের দোকানে পায়ে পা তুলে চায়ে চুমুক দিতে ব্যস্ত, জয়নাব তখন চুপিচুপি খাটের নীচ থেকে ট্রাংক বের করেছে। সেখানে গোপন খোপটা তার চেনা, বহুদিন এই খোপে কিছু রাখা হয় না। হাত দিতে বুঝতে পারল বহুদিন পর খোপটা ভরা, অনেকগুলো টাকায়। এই টাকাগুলো দেখে খুশি হওয়ার কথা জয়নাবের, কিন্তু খুশি হতে পারল না সে। মাইনুল কখনো তার কাছে কিছু লুকায় না, আজ যখন লুকিয়েছে নিশ্চয়ই বড় কোন গোপন ব্যাপার আছে। বিশেষ করে সেদিন রাতের পর থেকে মাইনুল বদলে গেছে পুরোপুরি, কখনো খুব গম্ভীর, কখনো একদম হাসিখুশি। আজ এতোগুলো টাকার বাজার করে আনল, কাজেও বের হলো না, লক্ষনগুলো খুব একটা ভালো ঠেকল না জয়নাবের কাছে। মনটা খারাপ হয়ে গেছে, টাকাগুলো গুনে দেখার প্রয়োজনবোধ করল না, যেভাবে ছিল

BanglaBook.org

সেভাবেই রেখে দিলো। স্বামীর প্রতি তার এখনো আস্থা আছে, দেখা যাক সে আস্থার প্রতিদান কিভাবে মেলে।

ঠিক এগারোটার দিকে বস্তির মোড়ের দিকে একদল পুলিশ দেখে প্রায় আঁতকে উঠল জয়নাব। সে ক্রমাগত আল্লাহর নাম নিতে লাগল। মনে হচ্ছিল বড় কোন বিপদ আসছে। অনেক বড়।

* * *

স্পটে চলে এসেছে হাফিজ, একটু আগেই ব্যাংক থেকে এটিএম বুথের লোকেশন পাওয়া গেছে।

এছাড়া এটিএম বুথের সিসিটিভি ফুটেজের ছোট একটা ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছে ব্যাংক থেকে। ভিডিও ক্লিপটি সাথে আসা কয়েকজন অফিসারকে দেখিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে বলল হাফিজ, সে জানে কি খুজতে হবে।

এটিএম বুথটা অন্যান্য বুথের মতোই, রাস্তার একপাশে, তবে অন্যান্য জায়গায় দারোয়ান থাকলেও এই বুথের দারোয়ান গত কয়েকদিন ধরে আসছে না। একদম খোলা জায়গায় বুথটা হওয়ায় এখানে কোন দারোয়ানই থাকতে চায় না বেশিদিন।

বুথের ভেতরে ঢুকে সিসিটিভি ফুটেজটা মিলিয়ে নিলো হাফিজ, ভিডিওটা এই বুথেরই। একজন কনস্টেবল এসে দাঁড়াল হাফিজের সামনে।

"স্যার, ঐ যে টোকাইগুলা দেখতাছেন, ওরাই," একটু দূরে হাতের ইশারায় ফুটবল খেলতে থাকা কিছু টোকাই ছেলেকে দেখাল কনস্টেবল।

ভিডিও ক্লিপটা আবার দেখল হাফিজ, হ্যা, এরাই, গতকাল বিকেলে কবির খানের কার্ড বুথে পাঞ্চ করেছিল। এগিয়ে গেল সে।

সকাল সকাল রাস্তায় এতো ট্রাফিক জ্যাম থাকবে আশা করেনি আরিফ, যতোটা সম্ভব দ্রুত চালিয়ে চলে এসেছে। দূরে হাফিজকে দেখল রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, দুই হাতে দুটো বাচ্চা ছেলেকে ধরে আছে। ছেলেদুটোকে দেখে মনে হচ্ছে যে কোন সময় দৌড়ে পালাবে। গাড়িটা একপাশে পার্ক করে এগিয়ে গেল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

হানিফের গল্পের শেষ নেই, গল্প ডালপালা মেলে কোথা থেকে কোথায় যায় হানিফ নিজেও জানে না। তবে গল্পে মনোযোগ নেই মাইনুলের। হাতে একটা পত্রিকা ধরে রেখেছে, খুব অবহেলায়, যেন পত্রিকার খবরে তার কোন আগ্রহ নেই। শেষ পাতায় বড় করে কবির খানের মৃত্যু নিয়ে খবর এসেছে, সেখানে খুনিকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ধরবে বলে ঘোষনা দিয়েছে পুলিশ। এই খবরে টেনশন করা উচিত, হানিফের গল্পে মনোযোগ দেয়া উচিত বুঝতে পারছে না মাইনুল। একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ঐ রাতে অন্য কেউ তাকে দেখেনি। কাজেই এতো উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু মনের মধ্যে কু ডাক ডাকছে। তার টেনশন আরো বাড়ানোর জন্য দোকানের সামনে পুলিশের তিনজন লোক এসে দাঁড়াল। হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে যাচ্ছিল, কোনমতে নিজেকে সামলাল মাইনুল। দেখা গেল, ওরা চা খেতে এসেছে, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। দোকান থেকে বাসার দরজাটা দেখা যায়, দরজায় জয়নাব দাঁড়িয়ে আছে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে দৃষ্টিতে আতংক দেখতে পেল মাইনুল।

জয়নাব কী কিছু বুঝে গেছে?

পুলিশের লোকজন যতোক্ষন বসে চা খেল, নিশ্বাস নেয়ার সময়ও তা সাবধানে নিলো মাইনুল। কারো দৃষ্টি আকর্ষন করতে চায় না সে। পুলিশের লোকগুলো উঠে গেলে একটা সিগারেট ধরাল। ঘাম দিয়ে জ্বর সেরেছে যেন।

জয়নাব দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিলো মাইনুল। এতো টেনশন নিয়ে আর না। একটা কিছু করতে হবে।

* * *

BanglaBook.org

"এরা কারা?" ছেলেদুটোকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল আরিফ, কিছুটা বিরক্ত হয়েছে।

"স্যার, সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী এরা দুজন কাল বিকেল পাঁচটার দিকে এই এটিএম বুথে কবির খানের কার্ড ঢুকায়। ওদের কাছে কার্ডসহ মানিব্যাগ পাওয়া গেছে।"

চামড়ার তৈরি চমৎকার একটা মানিব্যাগ আরিফের দিকে এগিয়ে দিলো হাফিজ। মানিব্যাগটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আরিফ, দামি জিনিস, সন্দেহ নেই। ভেতরে বেশ কিছু ব্যাংকের ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড। এছাড়া কিছু ভিজিটিং কার্ডও আছে, একপাশে কবির খান আর তার স্ত্রীর একটা ছবি। মানিব্যাগের ভেতর দুটো বেশকিছু বাদামের খোসা পেল, আর কিছু ময়লা। একটা খোসা বের করে ভালো করে দেখল। ছেলেদুটোর দিকে তাকাল আরিফ, মানিব্যাগে টাকা নেই, আছে কিছু ময়লা বাদামের খোসা আর কার্ড। ব্যাপারটা অদ্ভুত।

ছেলেদুটোর একটা এরমধ্যেই কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে, বুঝতে পারছে ধরা পড়ে গেছে ওরা।

"স্যার, বিশ্বাস করেন, আমরা কোন টেকা পয়সা লই নাই, মানিব্যাগে কোন টেকা আছিল না। কাগজ টোকানির সময় ঐ ডাস্টবিনে পাইছি। আল্লার কসম, ভিতরে একটেকাও ছিল না। বিশ্বাস করেন," কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বলল এক ছেলে, বয়স বারো-তেরো, ময়লা হাফ-প্যান্ট আর টি-শার্ট পরনে।

"আমার সাথে মিথ্যে কথা বলে পার পাবা না," আরিফ বলল, "কেউ আমার সাথে মিথ্যে বললে আমি গুলি করি। দেখবা?"

"স্যার, সত্যি কইতাছি," ছেলেটা বলল আবার, "গতকাল দুপুরে ডাস্টবিনে পাইছি মানিব্যাগটা।"

"কোন ডাস্টবিন?"

আঙুল দিয়ে কাছাকাছি একটা ডাস্টবিন দেখাল ছেলেটা, "ঐ যে।"

"তারপর?"

"টেকা ছিল না, তয় কার্ড ছিল। বড় লোকেরা ঐ ঘরে গিয়ে কার্ড ঢুকাইলে টেকা বাইর হয়, তাই আমরা দুইজনে কার্ড ঢুকাইছি। বিশ্বাস করেন, কুন টেকা বাইর হয় নাই। শেষবার তো একটা কার্ড আর বাইর হইল না, ভিতরে আটক্যা গেল।"

BanglaBook.org

আরিফ তাকাল হাফিজের দিকে, হাফিজ মাথা ঝাঁকাল। এরা সত্যি বলছে। ছেলেটার হাত ধরে সামনে এগিয়ে গেল আরিফ, চারপাশে তাকাল, ডাস্টবিনটা দেখা যাচ্ছে, উপচে পড়ছে আবর্জনায়। পাশেই একটু খালি জায়গা, বস্তির ছেলেপুলেরা খেলে। একপাশে উঁচু প্রাচীর দেয়া একটা জায়গা, ভেতরে সরকারি কোন কলোনি, পাশেই একটা বস্তি।

"তোর নাম কি?" জিজ্ঞেস করল আরিফ।

"খসরু।"

"এই ডাস্টবিনে ময়লা ফেলে কারা?"

"আমাগো বস্তির সবাই ফেলায়।"

"কলোনির ওরা?"

"ওগোর ডাস্টবিন দেয়ালের ভেতরে।"

"তুই কই থাকিস?"

"বস্তিতে?"

"বাপ কি করে?"

"বাপ নাই, মা পরের বাড়িতে কাম করে। আর এইডা আমার ভাই, মানিক। তয় ও বোবা, আমার লগে থাকে সবসময়।"

"এই বস্তিতে কতোদিন থাকিস তোরা?"

"আমার জন্ম এই বস্তিতে।"

হাফিজ একপাশে দাঁড়িয়ে কথোপকথন শুনছে, এইসব কথাবার্তা থেকে এমন কী গুরুত্বপূর্ন বিষয় বেরিয়ে আসবে বুঝতে পারছিল না সে, বিরক্ত লাগছিল।

"খসরু," আরিফ বলল, "তুই মানিব্যাগটা নিয়ে অপরাধ করেছিস, তারপর আবার টাকা তুলতে গিয়েছিলি। তোরে তো থানায় নেয়া ছাড়া কোন উপায় দেখছি না।"

এবার কেঁদে ফেলল খসরু, থানায় নিয়ে গেলে একেকজনের কী অবস্থা হয় সে দেখেছে। পুলিশের লাঠিগুলো অনেক মোটা, একটা বাড়ি খেলে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না। সে আরিফের পা ধরে ফেলল।

"এইবারের মতো মাফ কইরা দেন, আর কোনদিন এই কাম করমু না।"

"এভাবে তো মাফ করা যায় না," ইতস্তত করে বলল আরিফ, "তোকে আমি একটা সুযোগ দিতে পারি। একট কাজ করে দিতে হবে।"

BanglaBook.org

"আপনে যা কইবেন তাই করুম, আমাগো দুই ভাইরে হাজতে দিয়েন না।"

"তোদের বস্তিতে পায়ে সমস্যা আছে এমন লোক আছে না? মানে এক পা খোঁড়া?"

"যে স্যার, চাইর-পাঁচজন আছে এমন।"

"চার না পাঁচ?"

আঙুলে গোনা শুরু করল খসরু । তাকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে।

"এতো তাড়াহুরার কিছু নেই। এই কাজটার জন্য আজকের দিনটা সময় দিলাম। একজনও যেন গোনায় বাদ না পড়ে। কাল সকালেই থানায় চলে আসবি। সবার বিস্তারিত জানতে চাইব, ঠিকমতো বলতে পারলে মাফ, নাহলে সোজা হাজত।"

"পারমু স্যার, একশোবার পারমু।"

"এই কথা কাউকে বলবি না, এমনকি নিজের মা'কেও না।"

"স্যার, কেউ জানবো না। সক্কালের মধ্যে সব খুঁজ নিয়া ফালামু।"

"যা।"

খসরু তার ভাইকে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল বস্তির দিকে।

হাফিজ খুব হতাশ হয়েছে, ভেবেছিল দুটোকে ইচ্ছেমতো ডলা দিয়ে আরো তথ্য বের করে আনবে। আরিফের এমন আচরনের একটা ব্যাখ্যা সে আশা করছে মনে মনে।

আরিফ প্যান্টের পকেট থেকে রুবিকস কিউব বের করে ঘোরাতে শুরু করেছে।

"স্যার, আজকালতো টোকাই পোলাপানও..." বলতে শুরু করল হাফিজ।

"ওর চেহারা দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে ও সত্যি বলছে," মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল আরিফ, "মানিব্যাগটা যে ডাস্টবিনে পাওয়া গেছে এটা মানিব্যাগ ধরেই বোঝা যাচ্ছে। এজন্য শার্লক হোমস হওয়া লাগে না। তাছাড়া কাল রাতে ক্রাইম সিনের পাশে আমি একজন আই উইটনেস পেয়েছি," কিউবটা পকেটে ঢুকিয়ে ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরাল আরিফ, "এক ভিক্ষুক। রাতে ফুটপাতে ঘুমায়। সে দূর থেকে দেখেছে, তবে চেহারা দেখেনি। তবে যতোটুকু বলতে পেরেছে তাতে একটা সাস্পেক্ট প্রোফাইল পাওয়া যায়।"

BanglaBook.org

"বলেন কি স্যার? তারমানে আমরা একজন খোঁড়া লোককে খুঁজছি?"

"রাইট, লোকটার বয়স হবে ত্রিশ-পয়ত্রিশের মতো, উচ্চতা মাঝারি। মানিব্যাগটা ফরেনসিকে পাঠাও। কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায় কিনা দেখ। আমি যাচ্ছি," বলে জিপের দিকে এগিয়ে গেল আরিফ, "ও হ্যাঁ, ভিক্টিমের শার্টের কোন বোতাম মিসিং নাকি?"

"খেয়াল করিনি স্যার।"

শার্টের পকেট থেকে ছোট একটা পলিব্যাগ হাফিজের দিকে এগিয়ে দিলো আরিফ।

"ক্রাইমসিনের পাশে একটা ম্যানহোলের ঢাকনার পাশে পেলাম। এটা অবশ্য যে কোন পথচারীরও হতে পারে। তারপরও তুমি একটু খোঁজ নাও। আগে দেখো ভিক্টিমের কিনা। না হলে এই ধরনের বোতাম কি ধরনের শার্টে ইউজ হয়। সেগুলো কোথায় পাওয়া যায়। এইসব আর কি।"

"ওকে, স্যার।"

রোদ উঠেছে বেশ, সানগ্লাসটা পড়ে নিলো আরিফ। অনেকদিন সুমনার ওখানে যাওয়া হয় না। আজ একটু ঘুরে আসা যায়।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

পুলিশ চলে যাওয়ার পরপরই ঘরে ফিরল মাইনুল, একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে। জয়নাব ঘরের এক কোনে বসে খাবার বাড়ছে আর আড়চোখে মাইনুলকে দেখছে।

"আসেন, খাইয়া লন," জয়নাব ডাকল।

খবরটা খুঁটিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল মাইনুল, পুলিশ কী বলছে, কিছু পাওয়া গেছে কি না, তবে দীর্ঘদিন পড়ার অভ্যাস না থাকাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার।

"কী হইল? কথা কানে যাইতেছে না নাকি? ভাত নিয়া বইয়া থাকুম?"

"তুমি খাও," বিরক্ত হলো মাইনুল, "এতো জ্বালাও ক্যান? আমার খিদা নাই এখন।"

"খিদা নাই," মুখ বাঁকিয়ে বলল জয়নাব, "কামে যাওনের নাম নাই, সাহেব বাবুগো মতো বইয়া পেপার পড়লে কি পেটে ভাত জুটব?"

নিজেকে সামলাতে পারল না মাইনুল, ইদানিং রাগ সামলাতে বেশ কষ্টই হচ্ছে তার, পত্রিকাটা ছুড়ে ফেলে খাট থেকে এক লাফে নেমে দৌড়ে গিয়ে জয়নাবের চুলের মুঠি ধরবে।

"ভাত জুটাইতাছি না মাগি? তগো ভাত জুটাইতে গিয়া জীবনডা শ্যাষ কইরা ফালাইলাম। হ্যার পরো মুখে মুখে কথা।"

জয়নাবের যন্ত্রনাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে চুলের মুঠি ছেড়ে দিলো মাইনুল, বিছানায় উঠে বসল। নীচে পায়ের ধাক্কায় ভাতের প্লেট উলটে গেছে, জয়নাব ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্লেট গোছাল।

"বাইরে সব আকাম-কুকাম কইরা সব রাগ আমার উপরে খাটান। আমি বুঝি না এইসব?"

"কি আকাম করছি আমি? দ্যাখ, আমার মেজাজ কিন্তু খারাপ আছে কইলাম।"

"আপনেরে আমি চিনি না?" চোখ মুছতে মুছতে বলল জয়নাব, "দুই দিন যাবত নাওয়া খাওয়া নাই। ট্রাঙ্কের মইদ্ধে এতোগুলান টেকা আপনি কই পাইছেন? বুজি না আমি এইসব?"

BanglaBook.org

গত কয়েকদিন নিজেকে সামলে রেখেছিল মাইনুল, এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, দৌড়ে গিয়ে বৌকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতো কেঁদে ফেলল।

"বিশ্বাস কর বৌ, আমি ইচ্ছা কইরা কিছু করি নাই। বিশ্বাস কর, ক্যামনে ক্যামনে জানি হইয়া গেছে। আমি ইচ্ছা কইরা করি নাইরে বৌ।"

মাইনুলের কান্না দেখে হকচকিয়ে গেল জয়নাব, এমন কিছু সে আশা করেনি। মাইনুলের মুখের দিকে সরাসরি তাকালো, তার দৃষ্টিতে বিস্ময়।

"কি হইছে আপনার? এমন করতাছেন ক্যান? কি হইছে? আমারে খুইলা কন, আমি জানি আপনে কোন খারাপ কাম করতে পারেন না।"

"ঐ দিন রাইতে আমি যে টেকাগুলান আনছিলাম, ঐগুলা মহাজনে দেয় নাই। আমি বড় একটা অন্যায় কইরা ফালাইছি।"

সেই রাতের দৃশ্যগুলো মনে পড়ে গেল মাইনুলের, পুরোটা খুলে বলল জয়নাবকে। জয়নাব বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে মাইনুলের দিকে, খারাপ কিছুর আশংকা করছিল সে, কিন্তু তাই বলে মানুষ খুন!

"অহন কি হইব? পুলিশ সব টের পাইয়া যাইবো।"

"কিন্তু আমি তো খুন করি নাই!" মাইনুল বলল কাঁপা গলায়।

"ঐ লোক তো মইরা গেছে, আপনে মারছেন, আতকা কিছুতে লাইগা মইরা গেছে," জয়নাব বলল, তাকে আতংকিত দেখাচ্ছিল।

"খবরদার," চাপা গলায় বলল মাইনুল, "একদম চুপ, কেউ যেন না জানে। আমারে কেউ দেহে নাই। এইরম ঘটনা দ্যাশে প্রত্যেক দিনই হয়। পুলিশ কয়জনরে ধরে?"

"আপনে জানেন আপনেরে কেউ দেহে নাই?" কেঁদে ফেলছিল জয়নাব, ওকে সামলাল মাইনুল, "আমারতো ডরে হাত-পা কাঁপতাছে।"

"শোন, ডরের কিছু নাই," মাইনুল বলল, "একটা উপায় আমার কাছে আছে। তয় খুব সাবধানে কাম করতে হইবো।"

মাইনুলের উপায় শুনল জয়নাব, তবে তার মুখের উপর থেকে ভয়ের কালো ছায়াটা সরে গেল না, বরং অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকায় তা আরো গাঢ় হলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

আছিয়া সকালে কাজে বের হয়, ফেরে রাত নয়টায়। কোন কোন দিন আরো দেরিও হয়ে যায়। আজ যেমন কাজ শেষ করেছে অনেক আগেই। কিন্তু ফিরতে দেরি হয়ে গেল। দশটার উপর বাজে। আজ কাজ শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা দিতে পারলে আর ঝামেলাটা হতো না।

আজ যা শুনেছে আর যা দেখেছে, তাতে নিজের কান আর চোখের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে আছিয়া। কান পেতে কথা শোনার অভ্যেস তার কোনকালেই ছিল না। উঁকি-ঝুঁকি দেয়াও তার স্বভাব বিরুদ্ধ। অথচ এই কাজটাই আজ করেছে সে। কাজটা ঠিক হয়নি। বুকের মধ্যে কেমন ধড়পড় করছে সে-ই থেকে। ভাগ্য ভালো, কেউ টের পায়নি।

অন্যান্য দিন ফেরার সময় রাবেয়া তার সঙ্গী হয়। আজ রাবেয়া নেই, কাজে আসেনি। এ ব্যাপারটাও মাথায় রাখা দরকার ছিল। দশটার দিকে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে আসে। এছাড়া কিছুদিন আগেই ঘটেছে বড় একটা দূর্ঘটনা।

দুরু দুরু বুকে আছিয়া যখন গলি ছেড়ে মেইন রোডে পা দিলো, তখন বেশ বাতাস বইতে শুরু করেছে। রাস্তা একদম ফাঁকা। রাত দশটা এমন কোন রাত না যে এরকম ফাঁকা থাকবে। রাস্তার পাশ দিয়ে যতোটা সম্ভব দ্রুত পায়ে হাঁটছে। তার হাতে বড় সড় একটা টিফিন ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার-দাবার। বড় লোক বাড়িতে কাজ করার এই সুবিধা। রান্না হয় প্রচুর। এতো খাবার কোথায় যাচ্ছে তা দেখার মতো সময় কারো নেই। এই সুযোগে বাপহারা সন্তান দুটোকে ভাল-মন্দ খাওয়ায় আছিয়া।

তবে আজ টিফিন ক্যারিয়ারটা একটু বেশিই ভারি লাগছে। বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে আছিয়া। মনে হচ্ছে কেউ তাকে দেখছে। অনুসরন করছে। ইচ্ছে করছে টিফিন ক্যারিয়ারটা রেখেই দৌড় দিতে। কিন্তু অভুক্ত ছেলেদুটোর চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই হাঁটার গতি আরো বাড়াল আছিয়া।

ইদানিং খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আজ বৃষ্টি না এলে ভালো হতো। তবে আছিয়াকে ভুল প্রমানিত করে ঝপ করে বৃষ্টি নামল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি।

BanglaBook.org

অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই এতো জোরে বৃষ্টি নামল যে আশপাশের কোন কিছুই ঠিক মতো দেখতে পেল না আছিয়া। রাস্তার দুপাশে নিয়ন বাতিগুলো ভরসা ছিল। দূরে কোথাও চিড়বিড়িয়ে বাজ পড়ার সাথে তাল মিলিয়ে নিয়ন বাতিগুলোও নিভে গেল।

ঘোর অন্ধকার, সাথে তুমুল বৃষ্টি। টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে নিয়ে প্রায় অন্ধের মতো দৌড়াচ্ছে আছিয়া। দৌড়াতে গিয়ে উঁচু হয়ে থাকা একটা ইটের টুকরোয় পা আটকে পড়ে গেল মাটিতে। কাদাপানিতে মাখামাখি অবস্থায় যখন উঠে দাঁড়াল, মুখের উপর তখন দিনের আলো। হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে সামনের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল আছিয়া। আলোর বিপরীত একজনকে দেখা যাচ্ছে। আলোর উৎসটা চিনতে সমস্যা হলো না। মোটরবাইকের হেডলাইটের আলো। তবে মানুষটাকে চেনা যাচ্ছে না। বৃষ্টি আর অন্ধকারে হেলমেটধারি অনেক কাছে এগিয়ে গেল। অনেক কাছে।

কেউ টের পায়নি ধারনাটা ভুল। আসলে কিছু জিনিস গোপন থাকাই ভালো। ইচ্ছে করলেই আজকের এই পরিণতি ঠেকান যেতো। শুধু কৌতুহলকে দমন করলেই চলতো। কিন্তু মাঝে মাঝে অতি কৌতুহলই মৃত্যু টেনে আনে। ছেলেদুটোর চেহারা শেষবারের মতো মনে করার চেষ্টা করল আছিয়া, পারল না।

অনেক দূরে তখন বিকট শব্দে আরেকটা বাজ পড়েছে। সেই শব্দে আছিয়ার আর্তচিৎকার মিশে গেল। কাদাপানিতে মিশে গেল আছিয়ার গলা থেকে স্রোতের মতো বেরিয়ে আসা তাজা রক্ত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৪

সকাল থেকে একের পর এক ফোন আসছে। কবির খানের মৃত্যু বিভিন্ন মহলে আলোড়ন তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই। পত্রিকায় বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনি এরমধ্যেই বের হওয়া শুরু করেছে, তারমধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় খবর হচ্ছে কবির খান নাকি তার স্ত্রী'র পরকীয়ার কারনে খুন হয়েছেন। খুন করেছে ভাড়াটে খুনি। সেই খুনি আবার খোঁড়া। খুনি যে খোঁড়া এই তথ্য ডিপার্টমেন্টের কারো কাছ থেকে সাংবাদিকদের কাছে গিয়েছে, সেই কালপ্রিটকে খুঁজে পাওয়া আর খড়ের গাঁদায় সূচ খোঁজা একই কথা। সাংবাদিকরাও এক কাঠি সরেস, তারা জানে জনগন কি ধরনের মাল-মশলা পছন্দ করে, ঠিক সেভাবেই রান্না করে হাজির করতে তাদের জুড়ি নেই।

আজকের মধ্যে একটা কিছু করতে হবে, তা না হলে উপরের মহলের চাপ থেকে বাঁচতে ভিন্ন কিছু করতে হবে, সেই ভিন্ন কিছুটা কী ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরছিল। মোবাইল ফোনটা পাশের সীটে রাখা, একটা কল এসেছে, হাফিজের নাম্বার থেকে।

"বলো," মোবাইল ফোনটা স্পীকারে দিয়ে বলল আরিফ।

"স্যার, আরেকটা ঘটনা ঘটেছে।"

"কি?"

"এক মহিলা খুন হয়েছে। ঐ বস্তির সামনে।"

"মহিলার পরিচয় পাওয়া গেছে?"

"জি, স্যার। নাম আছিয়া বেগম। বস্তিতে থাকতো।"

"আর কিছু?"

"স্যার, এই মহিলা ঐ টোকাই দুজনের মা।"

"বলো কি? আমি আসছি," বলল আরিফ।

একটা খুনেরই সমাধান হয়নি। আরেকটা খুন! দুটো খুন কি রিলেটেড? ভাবল আরিফ।

আগে স্পটে যাওয়া দরকার। সিদ্ধান্তে পরে আসা যাবে।

চারপাশে অনেক ভীড়। লোকজনের চোখে-মুখে কৌতুহল, আতংক সব একসাথে খেলা করছে। তাদের ভীড় সরিয়ে লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল

BanglaBook.org

আরিফ। কান্নাকাটির শব্দও কানে এলো। দুটো ছেলে কাঁদছে। এদের সাথে গতকালই পরিচয় হয়েছে। খসরু আর তার বোবা ভাই। খসরুর কান্না দেখে খুব খারাপ লাগল। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা। একমাত্র 'মা'ই ছিল তাদের সর্বশেষ অবলম্বন।

হাফিজ এগিয়ে এলো। লাশটাকে চারপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে দেখল আরিফ। কাদামাটি আর রক্তে মাখামাখি অবস্থায় মাঝবয়সী মহিলার শরীরটাকে এখন একদলা মাংসপিন্ড ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

"স্যার, এই মহিলার নাম আছিয়া। কাজ করতো বাসায় বাসায়।"

"তুমি রুটিন কাজগুলো করেছো?"

"জি।"

"তাহলে লাশ পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দাও। দেরি করো না।"

"জি, স্যার।"

"কোথায় কোথায় কাজ করতো খবর নাও। বস্তিতেও খবর নাও।"

"জি, স্যার।"

"ময়না তদন্ত হলেই বোঝা যাবে, রেপ কেস কি না, তবে সম্ভাবনা কম, তাই না?" আরিফ বলল।

"জি, স্যার। আপাতত তাই মনে হচ্ছে।"

"এটা হাই-প্রোফাইল মার্ডার কেস না। কিন্তু তার মানে এই না যে খুনি ছাড়া পেয়ে যাবে," বলল আরিফ। যেন নিজেকেই কথাগুলো শোনাল।

পুলিশের টিম কাজ করছে। আরিফ একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। একটু দূরেই কবির খানের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। সেখান থেকে একটু দূরেই আজ এক মহিলার লাশ। ব্যাপারটা অদ্ভুত। বাসায় কাজ করে এমন একজন মহিলাকে কে খুন করতে যাবে? কেন?

থানার ভেতরের দিকের একটা রুমে বসানো হয়েছে খসরু আর তার ছোট ভাইকে। খসরু সম্ভবত ছোট ভাইটাকে সাথে না নিয়ে কোথাও যায় না। ছেলেদুটোকে দেখে মায়া লাগল আরিফের। ভালো পরিবারে জন্মালে হয়তো ভালো কিছু করতে পারতো। বিশেষ করে বয়স অনুপাতে খসরুর পারিপার্শ্বিক বোধবুদ্ধি বেশ ভালো।

"খসরু," ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল আরিফ, "তোমাকে শক্ত হতে হবে। বুঝলে? ছোট ভাইটার জন্য।"

খসরু উত্তরে কিছু বলল না। সে কান্না থামাতে পারছে না। চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

"খসরু," আরিফ বলল, "আমি এখন একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। খুব দরকারি সিদ্ধান্ত, শুনবে?"

হ্যা-না কিছুই বলল না খসরু । হাফিজ একবোতল পানি এগিয়ে দিলো খসরু আর তার ছোট ভাইয়ের দিকে।

"আপনে নাম ঠিকানা চাইছিলেন, খুড়া মাইনষের," খসরু কোনমতে বলল, "একজনের নাম আব্বাস মিয়া, বুড়া, ল্যাঙরা। ভিক্ষা করে, আর..."

"হাফিজ, লিখছো তো?" হাফিজের দিকে তাকিয়ে বুলল আরিফ, হাফিজের হাতে এরমধ্যেই একটা নোটবুক শোভা পাচ্ছে।

"জি, স্যার।"

"এরপর?" খসরু র দিকে তাকাল আরিফ।

"পাগলা সামসু, ওর এক পা খোঁড়া, সারাদিন বস্তিতে চিল্লাচিল্লি করে।"

মাথা নাড়াল আরিফ।

"আর?"

"মতি মিয়া, সেও ল্যাংড়া, সে ভিক্ষা করে না, বাসায় বইসা থাকে।"

"আর হইল কাসেম আলী, তার দুই পাও নাই।"

"আর?"

"আরেকজন আছে, মাইনুল মিয়া, তার এক পাও খোঁড়া, গ্যারেজে কাম করে।"

"বয়স কতো?"

"আপনের মতো।"

আমার বয়স কতো? আমাকে কতো বয়েসী দেখায়? ভাবল আরিফ, ভাবনাটা এক সেকেন্ডের জন্য এসে আবার মিলিয়ে গেল।

"মাইনুলের পরিবারে কে কে আছে?"

"বৌ আর এক মাইয়া।"

"ওর বাসা তুমি চেন?"

"জি, চিনি।"

"এই মাইনুলরে তোমরা চেন? পরিচয় আছে?"

"জি। মা'র সাথে পরিচয় ছিল। মা ঐ বাড়িতে যাইতো মাঝে মাঝে।"

"মাইনুল লোক কেমন? তোমার সাথে কথা হয়েছে কোনদিন?"

"জি না।"

"তোমার মা'র সাথে কার পরিচয় ছিল? মাইনুলের?"

BanglaBook.org

"না।"

"আচ্ছা, থাক, তোমাকে এখন কিছু করতে হবে না," আরিফ বলল, "তোমার আর তোমার ভাইয়ের দায়িত্ব এখন আমার। আমি তোমাদের একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবো। পড়াশোনা করবে?"

"জি, করবো।"

"কেঁদো না," আরিফ বলল, "আচ্ছা, তোমরা বসো, হাফিজ ওদের কিছু নাস্তা দাও," বলল আরিফ, বেরিয়ে এলো রুম থেকে, নিজের রুমে ঢুকল।

দুটো ছোট ছেলের দায়িত্ব নেয়ার মতো সামর্থ্য তার আছে। ওদেরকে নিয়ে আলাদা চিন্তাভাবনা করতে হবে। আটাচড বাথরুমে ঢুকে আয়নায় নিজেকে দেখে নিলো, বয়স পয়ত্রিশ ছুঁয়েছে, দেখায়ও তেমন। চুল পাকেনি। মাইনুল নামে যে লোকের কথা বলেছে তার বয়সও সম্ভবত পয়ত্রিশের কাছাকাছি এবং এক পা খোঁড়া। বাকি যে খোঁড়া লোকের কথা বলেছে খসরু, ওদেরকে লিস্ট থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে। একজন বয়স্ক, একজন পাগল, আরেকজন বাসায় থাকে, অপরজনের দুটো পা'ই নেই। কাজেই একমাত্র মাইনুল সন্দেহের তালিকায় থেকে যাচ্ছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়েছে কিছুক্ষন আগে। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল আরিফ, মাইনুলকে ধরার জন্য এক্ষুনি বেরু নো উচিত। হাফিজকে ডেকে প্রস্তুতি নিতে বলবে এই সময় রুমের দরজায় টোকা পড়ল।

"কাম ইন," আরিফ বলল।

যে ভদ্রলোক ঢুকল তাকে এই সময় আশা করেনি আরিফ, এই এলাকায় ভদ্রলোকের অলিখিত রাজত্ব, পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে একের পর এক অনৈতিক কাজ করে পার পেয়ে যায়, রাজনৈতিক যোগাযোগ বেশ শক্ত। আরিফ এখনো লোকটাকে ঘাটায়নি, ব্যক্তিগত ঝামেলাগুলো কাটলে পরে এই লোকের সাথে একটা বোঝাপড়া করবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু লোকটার তর সইছে না মনে হয়, নিজেই চলে এসেছে।

কামরানউদ্দিন আহমেদকে বলতে হলো না, নিজেই চেয়ার টেনে বসল।

"আপনে আমার এলাকায় গেলেন, অথচ আমার লগে দেহাই করলেন না, বুঝলাম না বিষয়ডা?" কামরান উদ্দিন বলল।

"আমি গিয়েছিলাম একটা তদন্তে , দেখা করার কথা মনে ছিল না।"

BanglaBook.org

"কিসের তদন্ত ? অ্যাঁ? আমার এলাকায় তদন্ত ? আমি কি বাইচা আছি না মইরা গেছি?"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আরিফ, কামরানউদ্দিনকে শুরুতেই শক্ত হাতে দমন করতে না পারলে মাথায় চড়ে বসবে। যে বস্তিতে গিয়েছিল আজ সেখানে নিজের রাজত্ব বিছিয়ে রেখেছে কামরানউদ্দিন, মাদক থেকে শুরু করে হেন কোন ব্যবসা নেই যা সেখানে চলে না। পুলিশকেও ম্যানেজ করে রেখেছে, এরমধ্যে কোন কিছু না জানিয়ে হঠাৎ কিছু পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেছে কামরানউদ্দিন। তাই আসল ঘটনা জানার জন্যই সরাসরি থানায় আগমন।

কামরানউদ্দিনের সাথে প্রায় ঘন্টা তিনেক কেটে গেল। শুরুতে যেটা নিছক হুমকি-পাল্টাহুমকি চলছিল, পরবর্তীতে দেখা গেল হাসতে হাসতে কথা বলছে দুজন। কামরানউদ্দিনকে এগিয়ে দিলো আরিফ। ঘড়ির দিকে তাকাল, ন'টার কাছাকাছি বাজে। কামরানউদ্দিনকে জায়গামতো ধরার সময় চলে যায়নি। এখন অন্য কাজে ব্যস্ত, ওকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

অনেকটা সময় নষ্ট হলো, ছেলেদুটোকে এখনো বসিয়ে রাখা হয়েছে। হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে ওদের জিপে উঠিয়ে বস্তির উদ্দেশ্যে রওনা দিলো আরিফ। সাথে হাফিজ আছে, আর আছে কিছু কন্সটেবল। এতো লোক না নিলেও হতো, কিন্তু কোন কিছুতে ঝুঁকি নিতে রাজি নয় আরিফ। এই কেসটা খুব শিগগিরি সমাধান করতে হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

রাত দশটার কাছাকাছি সময়ে ফুলিকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো মাইনুল, একহাতে বড় একটা সুটকেস, জয়নাবের হাতেও বেশ কিছু মালপত্র। একটা সিএনজি দাঁড় করানো ছিল আগে থেকেই। দ্রুত ঘরের তালাটা মেরে সিএনজিতে চড়ে বসল তিনজন।

ফুলি ঘুমিয়েই ছিল। বারবার নাড়াচাড়াতে ঘুম ভেঙে গেল মেয়েটার।

"বাবা, এতো রাইতে আমরা কই যাই?" জিজ্ঞেস করল ফুলি।

"দ্যাশের বাড়িতে যাই। এখন ঘুমাও," বলে ফুলির পিঠে চাপড়ে দিলো মাইনুল, জয়নাব একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

সিএনজি চালক স্টার্ট দিয়েছে।

নিজেদের ঘরটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জয়নাব, এখানে অনেকদিন ধরে সাজানো গোছান একটা সংসার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেসব কিছু ফেলে এখন নতুন করে সব শুরু করতে হবে। কাজটা কঠিন তবে দুঃসাধ্য নয়। মাইনুলের মতো স্বামী যখন আছে, তখন নিশ্চিন্তে ভরসা করা যায়।

তবে যে ভয়ে শহর ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাচ্ছে তাতে কতোটা সফল হবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে জয়নাবের। কথায় আছে পাপ বাপেরেও ছাড়ে না। সত্যি সত্যি যদি মাইনুলের হাতে মানুষটা মরে গিয়ে থাকে তাহলে তার সাজা তারা পাবেই। আল্লাহর আদালতে অপরাধীর ক্ষমা নাই। চোখ বন্ধ করে সামনের কঠিন দিনগুলো প্রত্যক্ষ করার সিদ্ধান্ত নিলো জয়নাব। এখন পর্যন্ত এটা নিশ্চিত মাইনুল খুন করেনি। মাইনুল খুন করলে তার সামনে স্বীকার করতে দ্বিধা করতো না।

মাইনুলের চোখে মুখে ভয়ের কোন ছাপ নেই। সেখানে এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা খেলা করছে। যেন পৃথিবীতে যা খুশি হয়ে যাক, তাতে তার কিছু যায় আসে না। ওর কাঁধে মাথা রাখল জয়নাব, রাতের ফাঁকা রাস্তায় অটোরিক্সাটা চলছে ঝড়ের গতিতে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

জিপ থেকে নেমে হেঁটে অল্পদূর যেতেই সারিবাঁধা ঘরগুলোর একটায় থাকে মাইনুল। খসরুকে বলতেই আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দিলো। এগিয়ে গেল আরিফ। দরজায় তালা ঝুলছে। তালাটা কয়েকবার নাড়াচাড়া করল আরিফ, নতুন কেনা হয়েছে তালাটা। পাশের ঝুপড়ির দরজায় নক করল আরিফ, বয়স্কমতো একজন বেরিয়ে এলো।

"এই ঘরে মাইনুল থাকে না?" জিজ্ঞেস করল আরিফ।

"হ, থাকে তো।"

"এখন কই?"

"আমি ক্যামনে কমু সে কই?"

লোকটার বাঁকা কথায় বিরক্ত হলেও কিছু বলল না আরিফ।

"শেষবার কখন দেখছিলেন?"

"দুপুর বেলায়। হানিফের দুকানে বইয়া ছিল।"

"হানিফের দোকান কোনটা?"

আঙুল দিয়ে মোড়ের কাছাকাছি একটা চায়ের দোকান দেখাল লোকটা, এখনো খোলা আছে। অল্পকিছু লোক এখন বেঞ্চে বসে আছে, তাদের চোখ দোকানের এক কোনায় ঝোলান টিভির দিকে। সেখানে ভারতীয় বাংলা সিরিয়ালের প্যানপ্যানানি চলছে।

হাফিজকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেল আরিফ।

হানিফকে জিজ্ঞেস করতে গড়গড় করে বলল আজ সারাদিন মাইনুল তার দোকানেই বসেছিল। বিকেলের দিকে বাসায় গেছে, তারপর আর চোখে পড়েনি। যোগাযোগ করার কোন কিছুই সে বলতে পারল না। মাইনুলের কাছে কোন মোবাইল সেট সে দেখেনি, এমনকি মাইনুলের বাড়ি কোন অঞ্চলে এই সামান্য তথ্যটুকুও জানে না। বিষয়টা একটু অদ্ভুত হলেও অবিশ্বাস্য নয়। এই শহরে একজনের সাথে আরেকজনের হৃদ্যতা এখন

BanglaBook.org

অনেক কমে যাচ্ছে। কাজের বাইরে কেউ কারো সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহি নয়। মাইনুলও এই দোকানে সবসময় বসে আড্ডা দেয় না।

তবে হানিফের কাছ থেকে একটা কাজ হলো, সেটা হচ্ছে মাইনুল কোথায় কাজ করে তার একটা ঠিকানা পাওয়া গেল। এতো রাতে গেলে সেই গ্যারেজ খোলা পাওয়া যাবে না নিশ্চিত। সকাল সকালই হাফিজকে পাঠাবে বলে ঠিক করল আরিফ।

* * *

হাফিজকে পাঠিয়ে দিয়ে জিপটা নিয়ে শহরে কিছুক্ষন ঘোরাঘুরি করল আরিফ। তারপর একসময় নিজেকে আবিষ্কার করল সেই রাস্তার পাশে, যেখানে কবির খানের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। রাস্তার অপরদিকে তাকাল। বেশ কয়েকজন লোক পাশাপাশি শুয়ে আছে। তারমধ্য থেকে বুড়োকে খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। ঘুমাচ্ছে। এই লোকটাকে সামনে লাগতে পারে।

একটা সিগারেট ধরাল আরিফ। প্যান্টের পকেট থেকে রুবিকস কিউবটা বের করল। একা একা এই জটিল জিনিস কখনো মেলাতে পারবে না সে। মেলাতে চাচ্ছেও না আসলে। জীবনের কিছু কিছু জিনিস ধাঁধাঁই থেকে যাক।

জিপ স্টার্ট দিলো আরিফ। কবির খানের কেসটা বুকের উপর একটা পাথরের মতো চেপে আছে। এখন পর্যন্ত একজন সাসপেক্ট পাওয়া গেল না। পাওয়া যায়নি বলাটা অবশ্য ভুল হবে। ছোট একটা ছেলের দেয়া সামান্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে মাইনুল নামের খোঁড়া একজনকে সন্দেহ করা হচ্ছে। মাইনুলকে আজকে পাওয়া গেলে সব ঝামেলা মিটে যেত। হঠাৎ করেই মাইনুল যেহেতু গায়েব হয়ে গেছে, ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে নেয়ার কোন উপায় নেই। ওর সম্পূর্ন ডিটেইলস দরকার, কাল সকালের মধ্যে।

ফোন বের করে ডায়াল করল হাফিজের নাম্বারে।

"স্যার, বলেন?"

"কাল সকালে আমিও তোমার সাথে যাবো," আরিফ বলল।

BanglaBook.org

"জি, স্যার।"

ফোন রেখে দিলো আরিফ। এগারোটার উপর বাজে। বাসায় যাওয়া যায় আবার না গেলেও চলে। জিপটা রাস্তার একপাশে রেখে সীটে হেলান দিলো আরিফ। চমৎকার জোছনা হয়েছে আজ। দুজনে মিলে প্রতিটা জোছনা দেখার যে প্রতিজ্ঞা একসময় করেছিল, সে প্রতিজ্ঞা আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। আরিফ যে ন'টা পাঁচটা অফিস করে না এটা কোনদিন মানতে পারেনি লুবনা। আরিফ ঠিক অন্যান্য স্বামীদের মত নয়। সংসার করবে, স্ত্রী নিয়ে আহলাদি করবে, বাচ্চাকে নিয়ে ঘুরতে যাবে, ছুটির দিন বাজার করবে, বাসায় থাকবে, এসব আরিফের সাথে যায় না। নিজের কাজকে খুব বেশি আপন করে নিলে মনে হয় এরকম ঝামেলাই হয়। অবশ্য এসবের পাশাপাশি লুবনার মনে কিছু সন্দেহও ছিল। সেসব সন্দেহ ডালপালা মেলে মহীরুহ হয়ে উঠলেও তা ছেটে ফেলার উদ্যোগ আরিফের মাঝে কখনো দেখা যায়নি। ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। দুজনের সম্পর্ক একসময় বোঝাপড়ার অভাব বাড়তে বাড়তে তা চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছে। এই সম্পর্ক বয়ে নিয়ে বেড়ানোর আর কোন মানে নেই।

বাসায় গিয়ে ঘুমানো দরকার। জিপ স্টার্ট দিতে বলল ড্রাইভারকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৭

হাফিজ সকালে এসেই বেরিয়ে পড়েছে, গন্তব্য মাইনুলের গ্যারেজ। ঠিকানা নেয়া ছিল, জায়গাটা খুব দূরে নয়। ন'টার মধ্যেই পৌছে গেল সে। গ্যারেজ খুলেছে মাত্র। অল্পবয়েসি কিছু ছেলে-পুলে দাঁড়িয়ে আছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, তবে খুব নিচু স্বরে। ভেতরে বেশ আয়েশ করে বসে আছে এক লোক, হাতে সিগারেট, বয়স্ক মানুষটা যে গ্যারেজ মালিক তা বুঝতে অসুবিধা হলো না মফিজের।

পোশাকের কারনেই বোধহয় আশপাশের লোকজনের সবার নজর এখন তার দিকে, চোখে মুখে উৎকণ্ঠা আর কৌতুহল দুটোই ফুটে উঠছে। সাথে কোন গাড়ি নেই ঠিক করার জন্য এটাই হয়তো উৎকণ্ঠার কারন। একজন পুলিশ বিনা কারনে কোথাও যায় না। বিশেষ করে এই সকাল সকাল।

"এই গ্যারেজ আপনার?" বয়স্ক লোকটাকে জিজ্ঞেস করল হাফিজ ।

"জি, আমার," সোজা হয়ে বসে পড়ল লোকটা, "কোন সমস্যা?"

গত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এখানে গ্যারেজ চালাচ্ছে সে, তার আসল নাম সবাই ভুলে গেছে, গ্যারেজের মালিকদের মহাজন বলার কারন না থাকলেও তাকে সবাই মহাজন বলেই ডাকে। কেন কে জানে?

"মাইনুল নামে কেউ এখানে কাজ করে?"

"মাইনুল! ওরে আপনের কি দরকার?" বেশ অবাক হয়ে বলল মহাজন।

"দরকার," হাফিজ বলল, "সে এখন কোথায়?"

"জানি না," মহাজন বলল, "গতকাল রাইতে আমার বাসায় আইছিল, বলল দ্যাশের বাড়ি যাইতাছে।"

"দেশের বাড়ি? ওর দেশের বাড়ি কোথায়?"

"সেইটা তো আমার মনে নাই।"

BanglaBook.org

"আপনার এখানে কাজ করে কতোদিন?"

"আট-নয় বছর তো হইবোই।"

"এতোদিন কাজ করে তাও আপনি দেশের বাড়ি কোথায় জানেন না?"

"ভুইলা গেছি। বয়স হইছে, আমি ইদানিং সব ভুইলা যাই।"

"ফাইজলামি করেন?" এবার একটু কড়া গলায় বলল হাফিজ ।

"ফাইজলামি করমু ক্যান পুলিশের লগে," মহাজন বলল, "এইটুক আক্কেল আছে এখনও।"

"আক্কেল থাকলেই ভালো," হাফিজ বলল, "ওর মোবাইল নাম্বার দেন?"

"ওর তো মোবাইল নাই।"

"মোবাইল নাই?"

"কয়টেকা বেতন পাইতো যে মোবাইল কিনবো?" উল্টো প্রশ্ন করে মহাজন, "এরচেয়ে আপনে আপনার নাম্বার দিয়া যান, ওর খবর পাইলে আমি ফোন কইরা জানাই দিমু নে।"

বিরক্ত লাগলেও নিজের নাম্বারটা ছোট একটা কাগজে লিখে দিলো হাফিজ। গ্যারেজে একটা গাড়ির কাজ চলছে, ছেলেগুলো কাজের ফাকে ফাকে তাকাচ্ছে তার দিকে। ওদের তাকানোর ভঙ্গি দেখে একটা কথাই বুঝতে পারল, সেটা হচ্ছে মহাজন সত্যি কথা বলছে না। বয়স্ক এই মানুষটাকে থানায় নিয়ে গিয়ে একটু ডলা দিলেই সব গড়গড় করে বলে দেবে। তবে তার আগে বসের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন।

"আপনে চা খাইবেন? কোক?"

"না," চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল হাফিজ, গ্যারেজের একটা ছেলে এগিয়ে এসেছে মহাজনের কাছে, কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে। ছেলেটার বয়স সতেরো-আঠারো। বেশ সপ্রতিভ চেহারা। তবে ছেলেটা মহাজনকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগে ওর কাঁধে হাত রাখল হাফিজ ।

"তোমার নাম কি?"

"ছার, রহিম।"

"মাইনুলরে চেনো না?"

"হে আমার ওস্তাদ। চিনমু না ক্যান?"

BanglaBook.org

মহাজনের দিকে তাকাল হাফিজ একফাঁকে, চোখের ভুল কি না কে জানে, মনে হলো মহাজন চোখের ইশারা করছে রহিমের দিকে তাকিয়ে। ছেলেটাকে একটু ঘুরিয়ে দাঁড় করালো হাফিজ ।

"মাইনুলের সাথে খাতির ছিল কার? এমন কাউরে তুমি চেন?"

মনে হলো চিন্তায় পড়ে গেছে রহিম। বেশ কিছুক্ষন ভাবল, তারপর তাকাল হাফিজের দিকে।

"জে, স্যার," রহিম বলল, "চিনি।"

"কে সে?"

"ওস্তাদের বন্ধু," রহিম বলল, "হে সামনের ঐ পেট্রল পাম্পে কাজ করে। রমিজ নাম।"

"পেট্রল পাম্পটা তুমি চেন?"

"জে, চিনি।"

"আমাকে নিয়ে চলো," বলল হাফিজ "আপনার ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছি, পাম্পটা চিনেই পাঠিয়ে দেবো ওকে।"

"নিয়া যান," বিরক্ত মুখে বলল মহাজন।

পুলিশ আর রহিমের গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছে সে। রহিম ছেলেটার মাথামোটা। এতোবছর মাইনুলের উপর গ্যারেজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা গেছে। একটা টাকা নড়চড় হয়নি। সেই মাইনুল এখন নেই, সম্ভবত কোন ঝামেলায় পড়েছে। ভেবেছিল রহিম ছেলেটা হয়তো শিখেপড়ে নিতে পারবে। কিন্তু এরকম গবেট একটা ছেলের পেছনে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, মাইনুল না থাকাতে গ্যারেজে এখন প্রতিদিন আসতে হবে তার। ভেবেছিল মাইনুলকে ঝামেলা থেকে দূরে রাখতে পারলে আবার হয়তো ওকে ফিরে পাওয়া যাবে। তাই ইচ্ছে করেই ওর গ্রামের বাড়ির ঠিকানা আর মোবাইল নাম্বার দেয়নি। কিন্তু রহিমের বোকামিতে সব শেষ। মাইনুলের বন্ধু রমিজও একটা গবেট। ও মোবাইল নাম্বার চাওয়ার সাথে সাথে দিয়ে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে গ্যারেজের দিকে তাকাল মহাজন। আরামের দিন শেষ হয়েছে তার।

BanglaBook.org

থানায় ফিরে প্রথমেই আছিয়া বেগমের ফাইল খুলল হাফিজ। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে। গলায় ধারাল ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। শ্বাসনালী পুরোপুরি কেটে গিয়েছিল। মৃত্যুর কারন এটাই। এই কেসটায় খুব একটা মনোযোগ দেয়া হয়নি। অথচ এই কেসটা কবির খানের মৃত্যুর মতো একই গুরুত্বের দাবি রাখে। কিন্তু অজান্তেই বারবার কবির খানের কেসটা চলে আসে সামনে। একটা ব্যাপার নিশ্চিত, আগে কবির খানের কেস মেটাতে হবে। বস্তিতে থাকা একজন কাজের বুয়ার মৃত্যু রহস্য কয়েকদিন পরেও সমাধান করা যেতে পারে। এই কথাগুলো মনে হওয়ায় নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী লাগল। খসরু আর ওর ভাইয়ের করুন মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ওদের কী দোষ? আজ ওরা মা হারা। আরিফ স্যারের উপর ভরসা আছে। উনি যখন বলেছেন একটা ব্যবস্থা করবেন, ওদের ব্যবস্থা হবে।

আছিয়া বেগম, বয়স চৌত্রিশ, স্বামী, মৃত আব্দুল কুদ্দুস। স্বামী বাস এক্সিডেন্টে মারা গেছে, বছর পাঁচেক হলো। কোন কোন বাসায় কাজ করতো মহিলা, বস্তির কারো সাথে ঝামেলা ছিল কি না, এইসব তথ্য পাওয়া যায়নি। এই তথ্যগুলো পাওয়া খুব জরুরি। এই কাজটা অন্য কাউকে দেয়া যায়, প্রাথমিক তদন্তগুলো করে রাখতে পারে। তাহলে কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। এই সিদ্ধান্ত আসতে হবে আরিফ সাহেবের কাছ থেকে।

ফাইলটা টেবিলের একপাশে আলাদা করে রাখল হাফিজ। এই বিষয়ে আরিফ সাহেবকে জানাতে হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

রাতটা কমলাপুর রেলস্টেশনে কাটিয়েছে তিনজন, চাইলে আশপাশের ছোট খাট কোন হোটেলে রাত কাটানো যেত। কিন্তু ট্রেন ছাড়বে খুব ভোরে। এই ট্রেন মিস করা যাবে না। মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে আছে জয়নাব, একটু আগে চোখ বন্ধ করেছে। মাইনুলও পাশে বসে ঝিমাচ্ছে, মাঝে মাঝে জেগে তাকিয়ে দেখছে চারপাশের অবস্থা। সাথে কিছু ব্যাগ-পত্র আছে, সেগুলোর দিকে নজর না রাখলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এইসব স্টেশনে নানা কিসিমের লোকজন ঘোরাফেরা করে। ট্রেনের টিকিট কিনে শার্টের পকেটে রেখেছে মাইনুল, এরমধ্যে দু'বার পুলিশ এসে চেক করে গেছে। টিকিট দেখানোতে আশ্বস্ত হয়েছে।

ঝিমাতে ঝিমাতে পুরানো কিছু স্মৃতি মনে পড়ছে মাইনুলের, ছোট্ট বেলার গ্রাম, বন্ধুদের সাথে দৌড়াদৌড়ি, যদিও সবকিছুতেই তাকে পেছনে ফেলত সবাই। তারপর একসময় সব ছেড়ে দিয়ে শহরের দিকে পালাল মাইনুল। কি যে এক জেদ ছিল! একটা কিছু করেই তবে গ্রামে ফিরবে। এতোবছর ঢাকায় থেকে তেমন কিছু করতে পারেনি মাইনুল। শুধু নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে, দুটো হাতকে বানিয়েছে হাতিয়ার, যে কাজ শিখেছে তাতে হাতদুটো থাকলে কোনদিন আর না খেয়ে থাকতে হবে না। গাড়ির কলকব্জা এখন তার কাছে নিজের হাতের তালুর মতো পরিচিত।

গ্রামে এখন কিছু না কিছু আছে। পাঁচ বছর ধরে জমিয়ে নিজের জন্য দু'টো ঘর তুলেছে গতবছর, আর ছোট ভাইয়ের দায়িত্বে থাকা কিছু জমিজমা আছে। সব কিছু ছেড়েছুড়ে গ্রামে চলে গেলে সেখানেও না খেয়ে থাকতে হবে না অন্তত। মাসখানেক দেশ ছেড়ে থাকতে হবে, তারপর পরিস্থিতি ঠিক হলে ফিরবে কিংবা ফিরবে না। এখানে আসার আগে মহাজনকে বলে এসেছে, মহাজন তার ঠিকানা জানে, কিন্তু বলবে না কাউকে। চিন্তার কিছু নেই।

জয়নাবের দিকে একপলক তাকাল, দুশ্চিন্তার ছাপ যেন ঘুমের মধ্যেও লেগে আছে চোখে-মুখে। দেয়ালের একপাশে হেলান দিলো মাইনুল। গ্রামে যাওয়ার রাস্তা খুব সোজা নয়। এখান থেকে ট্রেনে গিয়ে আবার বাস ধরতে হবে। সময়মতো সব ঠিকঠাক করতে পারলে হয়।

BanglaBook.org

ভোরের ট্রেন ধরতে সমস্যা হলো না মাইনুলের। তবে সমস্যা হলো ট্রেন ছাড়ার পর, প্রতিটা স্টেশন ধরে ধরে যাচ্ছে, ধীর গতিতে। প্রতিটা স্টেশন থেকে হুড়মুড় করে লোকজন উঠছে। কমলাপুর থেকে ট্রেন প্রায় ফাঁকা ছাড়লেও এখন ট্রেনে নিঃশ্বাস ফেললে সেটা অন্য কারো উপর পড়ছে এই অবস্থা। ফুলির এই অভিজ্ঞতা নেই, গরমে ঘামে এখনই খুব খারাপ অবস্থা। জয়নাবকে একদম জানালার কাছে বসিয়েছিল মাইনুল, সিদ্ধান্তটা ঠিক হয়নি। ট্রেনের জানালা দিয়েও লোকজন ঢুকে পড়ছে ভেতরে, মালামাল আনা-নেয়া করছে, টিকিট-ফিকিটের কোন বালাই নেই।

ভেতরে ভেতরে রাগে গরগর করছিল মাইনুল, কিন্তু করার কিছু নেই। চুপচাপ সহ্য করতে হবে, জয়নাবের কোল থেকে ফুলিকে নিজের কোলে নিলো। এই ট্রেন যাত্রা কখন শেষ হয় কে জানে!

* * *

মোবাইল ফোনটা সাইলেন্ট করে ঘুমিয়েছিল আরিফ, ভেবেছিল সকাল সকাল ঘুম থেকে না উঠে একটু দেরি করে বের হবে। তাতে যে এতো দেরি হয়ে যাবে তা বুঝতে পারেনি। ঘুম ভাঙতে দেয়ালে ঝোলান ঘড়িটার দিকে তাকাল। প্রায় একটা বাজে। ধড়মড় করে উঠে বসল আরিফ। পাশের ছোট টেবিলে মোবাইল ফোনটা রাখা, হাতে নিলো। ত্রিশটার মতো মিসড কল দেখাচ্ছে। এরমধ্যে দশটাই হাফিজের। বাকিগুলোর মধ্যে বসের কল আছে তিনবার, লুবনার কল আছে দু'বার, ড্রাইভারের কল আছে আর আছে অপরিচিত কিছু নাম্বার থেকে আসা কল। সবার আগে বসকে কল করে ঠান্ডা করা দরকার।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিলো আরিফ। বসকে হাবিজাবি একটা কিছু বুঝিয়ে শান্ত করল। লুবনাকে বলল সে এখন খুব ব্যস্ত। কথা বলতে পারবে না। তবে তার সাথে এতোদিন সংসার করে তার মিথ্যে কথা ধরতে পারবে না এতো বোকা লুবনা নয়।

বাইরে বেরুতেই দেখল ড্রাইভার তৈরি।

কেন জানি মনে হচ্ছিল আজ খুব গুরুত্বপূর্ন একটা দিন।

* * *

BanglaBook.org

হাফিজকে সামনেই পাওয়া গেল, পায়চারি করছিল। বোঝাই যাচ্ছে অপেক্ষা করছে আরিফের জন্য। আরিফকে দেখে প্রায় দৌড়ে এলো।

"স্যার, মাইনুলের ঠিকানা পাইনি এখনো, তবে ওর এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে এসেছি," হাফিজ বলল।

"কেমন বন্ধু?"

"একই সাথে নাকি গ্যারেজে কাজ শিখেছে, তবে এই লোক এখন পেট্রল পাম্পে কাজ করে।"

"রুমে নিয়ে এসো," বলে নিজের রুমের দিকে এগুল আরিফ। দুপুরের ঝকঝকে রোদ বাইরে, অনেকদিন পর নিজেকে খুব তরতাজা মনে হচ্ছিল।

হাফিজের পেছন পেছন রোগা-পাতলা একজন ঢুকল, মাথার চুল কম লোকটার। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব ভয় পেয়েছে। থানায় সম্ভবত এর আগে পা রাখেনি কিংবা পূর্বঅভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো নয়।

"কি নাম?"

"স্যার, রমিজ।"

"তুমি আর মাইনুল কি একই গ্রামের?"

"জি না, স্যার।"

"তাহলে?"

"ছোটবেলায় একই গ্যারেজে কাম শিখছি, এই টুক।"

"মাইনুলকে আগে পুলিশে ধরছে কখনো?"

"জি, না, স্যার," রমিজ বলল, "খোঁড়া মানুষ।"

"খোঁড়া মানুষ তো অনেক বড় অকাম করে ফেলছে," আরিফ বলল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"কি স্যার?"

"সেটা আপাতত তোমার জানার দরকার নাই। তুমি ওর বাড়ির ঠিকানা জানো?"

"জি, না, স্যার।"

"এতোদিনের বন্ধুত্ব, অথচ বাড়ির ঠিকানা জানো না।"

"স্যার, জানি ওর বাড়ি ময়মনসিংহে, এরবেশি কিছু জানি না।"

"ওর মোবাইল নাম্বার আছে না তোমার কাছে?"

"ওর তো মোবাইল নাই, স্যার।"

"তোমার আছে তো?"

"জি, স্যার।"

BanglaBook.org

"হাফিজ, ওর মোবাইলটা নিয়ে নাও," আরিফ বলল, "আর ওকে একটু খাতিরদারি করো, খাতিরদারি না করলে সত্য কথা বলবে না।"

"জি, স্যার," বলে রমিজের হাত টেনে ধরল হাফিজ। এমনিতেই ভয়ে প্রায় আধমরা অবস্থা রমিজের, আরিফের হুমকিতে আরো ঘাবড়ে গেল।

"ওর কাছে মোবাইল আছে, স্যার।"

"গুড, ওর নাম্বারে কল করো, বানিয়ে বানিয়ে কথা বলো, যাতে ও কোন সন্দেহ না করে, ওর ঠিকানাটা যোগাড় করো," আরিফ বলল, "আর স্পীকারে দাও, আমরা শুনি।"

রমিজ মাইনুলের নাম্বারে ডায়াল করল। রিং বাজছে। কিন্তু ধরছে না। তাতে কিছুটা হলেও স্বস্তি লাগছিল রমিজের, কিন্তু কলটা কেটে যাবার আগ মুহূর্তে ওপ্রান্ত থেকে 'হ্যালো' শুনতে পেল রুমের সবাই।

আরিফ হাত দিয়ে ইশারা করল কথা বলার জন্য।

"হ্যালো, মাইনুল," রমিজ বলল, "তোর টেকাটা ম্যানেজ করছি, তুই কই?"

"হ্যালো," ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বরটা অস্পষ্ট আসছিল, মনে হচ্ছে চারপাশে অনেক হৈ-চৈ, অনেক লোকের সমাগম। বড় কোন বাস-স্ট্যান্ড, রেলস্টেশনে এরকম ভীড় থাকে সাধারনত।

"হ্যালো, মাইনুল, শুনতে পাচ্ছিস?"

"হ," মাইনুল বলল, "শোন, টেকাটা তোর কাছে রাখ, আমি সময় হইলে নিমু।"

"দোস্ত, তোর চাইরপাশে এতো শব্দ কিসের? তুই এখন কই?"

"আমি..." একটু বলে সামান্য নীরবতা নেমে এলো ঐপ্রান্তে, "তুই কই ক'তো?"

"আ-আ-আমি তো পাম্পের সামনে," রমিজ বলল।

"কোন গাড়িঘোড়ার শব্দ তো শুনি না," ওপাশ থেকে মাইনুলের সন্দেহভরা কণ্ঠ শোনা গেল, "দোস্ত, আমি রাখি, তোরে পরে ফোন দিমু নে।"

"হ্যালো..." বলতে বলতে লাইনটা কেটে গেল।

আরিফের ইশারায় আবার ডায়াল করল রমিজ। এবার আর রিং হচ্ছে না, বরং মোবাইল যে বন্ধ সে ঘোষনা শোনা গেল।

"ওকে পাশের রুমে অপেক্ষা করতে বলো," হাফিজকে বলল আরিফ, একটু আগে রমিজের সাথে মাইনুলের কথোপকথন থেকে এটুকু পরিষ্কার যে

BanglaBook.org

মাইনুল বুঝে ফেলেছে যে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। সে যেভাবেই হোক নিজেকে আড়াল করতে চাইবে। মোবাইল ফোনটা ট্রাকিংয়ে দিতে হবে। তবে একটু আগে হয়ে যাওয়া কথোপকথনটা নিজের মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে নিতে ভুল করেনি সে। রমিজকে নিয়ে হাফিজ রুমের বাইরে যাওয়ার পর রেকর্ডটা বাজাল আরিফ।

প্রতিটা শব্দ, আশপাশের আওয়াজ খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল। হাফিজ এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, ওকেও ইশারায় কান পাততে বলল আরিফ।

হৈ-হট্টগোলই হচ্ছিল শুধু চারপাশে, সুর্নিদিষ্ট কোন শব্দ এখনো আলাদা করে বের করতে পারেনি। লাইন কেটে যাওয়ার আগ মুহূর্তে শব্দটা কানে এলো, মনে হচ্ছিল দূর থেকে কেউ চিৎকার করে যাচ্ছে, অনেক দূর থেকে।

"নান্দাইল" শব্দটা চিনতে সমস্যা হলো না। কোন এক বাসের কন্ডাক্টার প্রানপনে নান্দাইল নান্দাইল বলে চেঁচাচ্ছে। সেই চেঁচানোতে বাসের কোন যাত্রী যোগাড় হয়েছে কি না জানা না গেলেও, তার সেই চেঁচানোতে আরিফের লাভ হয়েছে। খুনির সম্ভাব্য অবস্থান বের করা গেছে। এখন শুধু রুটিন কিছু কাজ করতে হবে। খুনির প্রোফাইল তৈরি আছে, মধ্যবয়স্ক খোঁড়া একজন মানুষ, সাথে বাচ্চা একটা মেয়ে আর তার বৌ, সঙ্গে যাবতীয় ব্যাগ-বোচকা। এই বার্তাটা এখন প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতে ছড়িয়ে দিতে হবে। খুব বেশিদূর যেতে পারবে না মাইনুল, এটা নিশ্চিত।

হাফিজের কাঁধে হাত রাখল আরিফ।

"কি করতে হবে বুঝতে পেরেছো, তো?"

"জি, স্যার।"

"তাহলে কাজে লেগে পড়ো," আরিফ বলল, "আজকের মধ্যে আমাদের রেজাল্ট চাই।"

"জি, স্যার।"

"আর রমিজকে এখনি ছেড়ো না। আগে মাইনুল ধরা পড়ুক।"

"জি, স্যার।"

"মোবাইল ফোনটা ট্রাকিং এ দিয়ে দাও, খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় খুঁজে পেতে, আর স্থানীয় থানাকে জানিয়ে দাও লোকেশন।"

"জি, স্যার।"

হাফিজ রুম থেকে বেরিয়ে গেলে প্যান্টের পকেট থেকে রুবিকস কিউবটা বের করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আরিফ। বেশ নির্ভার লাগছে এখন।

BanglaBook.org

মাইনুল যে খুনি তাতে মোটেও সন্দেহ নেই। ঠিক সময়মতো যে ধরা গেছে সেটাই ভাগ্য। এক্ষেত্রে অবশ্য হাফিজের অবদান অনেক বেশি। এই ছেলেটা খুব খেটেছে।

মোবাইল ফোনটা বের করে বসকে ডায়াল করতে গিয়ে থেমে গেল আরিফ। থাক, মাইনুলকে যতোক্ষন না হাতে পাওয়া যায়, ততোক্ষন চুপচাপ থাকা ভালো।

একটু পরই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল হাফিজ, তার হাতে একটা ফাইল।

"স্যার?"

"কিছু বলবে?"

"আছিয়া বেগমের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছে। কণ্ঠনালীতে ধারাল অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু। অনেক রক্তক্ষরন হয়েছিল।"

"ফরেনসিকের রিপোর্ট?"

"আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি কোথাও, এছাড়া স্পটেও কিছু পাওয়া যায়নি। তবে..."

"স্যার, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে দুটো খুন একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত।"

"কিভাবে? কাছাকাছি এলাকায় মারা গেছে বলে?"

"জি না, স্যার। আসলে আমি ঠিক ক্লিয়ার করে বলতে পারছি না। আমার ধারনা।"

"হু। অনুমান করে এগুনো যায়। তাতে সমস্যা নেই। তারপরও চেষ্টা করো কিছু তথ্য জোগাড় করতে।"

"নজরুলকে কাজে লাগাবো স্যার?"

"হু, লাগিয়ে দাও। ওকে বলবে আছিয়া বেগমের গত দশ বছরের হিস্ট্রি আমার চাই। ঠিক আছে?"

"জি, স্যার।"

"আর কিছু বলবে?"

"না, স্যার।"

রুম থেকে বেরিয়ে এলো হাফিজ। নজরুলকে ডেকে কী কী করতে হবে তা একটা লিস্ট করে দেবে বলে ঠিক করল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

অনেকদিন পর গ্রামের আলো-হাওয়ায় পা রাখল মাইনুল। দুপুর পার হয়ে গেছে বাড়ি আসতে আসতে, কাউকে কিছু জানান হয়নি। বাড়িতে ছোট ভাইটা থাকে, সে বাইরে গেছে, দুপুরে খেতে আসবে যে কোন সময়।

নিজের তোলা ঘরের সামনে পরিবার নিয়ে বসে আছে মাইনুল, ছোট ভাইয়ের কাছে এই ঘরের চাবি দেয়া, ও না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো। ছোট ভাইয়ের বউটা খুব একটা সুবিধার না, ব্যবহার ভালো করার কোন চেষ্টাই নেই, হয়তো বুঝতে পেরেছে এবার মাইনুলের আসাটা অন্যান্যবারের মতো নয়। এই ফেরাটাকে স্বাভাবিক চোখে দেখবে না সেটাই স্বাভাবিক। তাই বলে একবারও ঘরে ঢুকতে বলবে না এটা বুঝতে পারেনি মাইনুল। জয়নাবের ব্যাগ থেকে বোতল বের করে ফুলিকে পানি খাওয়াল। মেয়েটা একদম এলিয়ে পড়েছে। দুপুরের কড়া রোদ কমে এলেও বাতাস নেই বলে গুমোট একটা গরমে হাঁসফাঁস লাগছিল মাইনুলের।

কায়মুলকে ঢুকতে দেখে জানে পানি পেল মাইনুল। কায়মুল তার বছর চারেকের ছোট ভাই, বড় ভাইকে দেখে দৌড়ে এলো।

"ভাইজান, আপনে কহন আইলেন? একটা খবর দিবাইন না?" কায়মুল জিজ্ঞেস করে।

"মোবাইলডা বন্ধ, চার্জ নাই," মাইনুল বলল, কোনমতে।

"আপনেরা বাইরে খাড়াইয়া রইছুইন ক্যান? ভিত্রে চলেন?"

"তুই ঘরের চাবিডা দে," মাইনুল বলল।

চারপাশে তাকাল কায়মুল, ম্যানিব্যাগ বের করে এক কোনা থেকে একটা চাবি বের করে এগিয়ে দিলো মাইনুলের দিকে।

"চাবি নেন, ঠিক আছে, কিন্তু আপনেরা বাইরে খাড়াইয়া রইছুইন ক্যান?"

"এমনেই," চাবিটা নিতে নিতে বলল মাইনুল।

ফুলিকে নিজের কোল থেকে জয়নাবের কোলে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মাইনুল। কায়মুলের স্ত্রী রোকেয়া উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে, এতোক্ষন রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল।

BanglaBook.org

কায়মুল একটা চেলাকাঠ নিয়েছে কোন ফাঁকে কেউ লক্ষ্য করেনি। সেই চেলাকাঠ নিয়ে রোকেয়ার দিকে তেড়ে গেল।

"তুই আমার ভাইরে বাইরে খাঁড়া করাইয়া রাখছস ক্যান?" কায়মুল বলল, তার হাতের চেলাকাঠ উপরে উঠে আছে, যে কোন সময় রোকেয়ার পিঠে পড়বে, এমন অবস্থা। ফুলিকে দাঁড় করিয়ে কোনমতে দৌড়ে গেল জয়নাব।

"ওরে মাইরো না," জয়নাব বলল।

"ভাবি, আপনে সরেন," কায়মুল বলল, "বাড়িতে পাড়া দিতে না দিতেই পলিটিক্স করা শুরু করছো, তোর একদিন আইজকে..."

তবে রোকেয়ার গায়ে চেলাকাঠ বসাতে পারল না কায়মুল। তার হাত থেকে জিনিসটা কেড়ে নিয়েছে মাইনুল।

"তুই ঠান্ডা হ," মাইনুল বলল, "আমগরে ভাত দিতে ক।"

রোকেয়া কোনক্রমে দৌড়ে চলে গেল, রান্নাঘরের দিকে। কান্না চাপছে কোনমতে।

ঘন্টাখানেক পর দেখা গেল ঘরের দাওয়ায় খেতে বসেছে সবাই। ভাত বেড়ে দিচ্ছে রোকেয়া। অনেকদিন পর পুরো দুই ভাই একসাথে হয়েছে। বুকের মধ্যে খচখচানি থাকা সত্ত্বেও খুব ভালো লাগছিল মাইনুলের। ফিরে আসার অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে। কোথাও কোন সমস্যা নেই।

রাতটা সুন্দর কাটল। উঠোনে বসে অনেক গল্প হলো কায়মূলের সাথে। আশপাশ থেকে পরিচিত কিছু মানুষজন এসেছে, যাদের সাথে অনেকদিন দেখা হয়নি মাইনুলের। অনেকের চেহারাও মনে নেই। সবাই খুব খুশি হয়েছে মাইনুল ফিরে এসেছে দেখে।

অনেকদিন পর রাতে বেশ খুশিমনে ঘুমাতে গেল মাইনুল।

সাত-সকালে উঠে পুরো গ্রামটা একটা চক্কর দেয়া হয়ে গেছে মাইনুলের। ফুলিকে সাথে নিয়ে বেড়িয়েছিল। মেয়েটার হাঁটতে কষ্ট হবে দেখে ওকে ঘাড়ে চড়িয়ে নিয়েছে। ছোট একটা গ্রাম। ঘুরতে বেশি সময় লাগল না। এখানেই মাইনুলের শৈশব কেটেছে। এখানকার মায়া ছেড়েই একসময় সে পাড়ি জমিয়েছিল ঢাকায়। হয়তো এখানে থাকলেই তার জীবনটা অন্যরকম হতো, এরকম পালিয়ে বেড়াতে হতো না।

BanglaBook.org

জয়নার আর রোকেয়ার মধ্যে বেশ আন্তরিকতা দেখা গেল। দুজন একসাথে রান্নাঘরে বসে নাস্তা বানিয়েছে। ঘরের দাওয়ায় বসে কায়মূলের সাথে খেতে বসল মাইনুল।

তবে খাওয়া পর্ব শেষ হতে না হতেই বাড়িতে অতিথিদের আগমন দেখা গেল।

অন্তত পাঁচজন পুলিশ এসেছে।

"এইখানে মাইনুল কে?" পুলিশের মধ্য থেকে সবচেয়ে বয়স্ক লোকটা বলল।

"এই যে আমার আব্বা," বলে মাইনুলকে দেখিয়ে দিলো ফুলি।

ভাতের প্লেটটা একপাশে রেখে উঠে দাঁড়াল মাইনুল।

এতোদূর এসে লাভ হলো না। ধরা পড়তেই হলো।

* * *

একদল সাংবাদিককে একটু আগেই বিদায় করেছে আরিফ। আগামী দু'একদিনের মধ্যে খুনি ধরা পড়বে, এই নিশ্চয়তা দিতে হয়েছে। সেটা পত্রিকায় ছাপা হবে, টিভিতে দেখাবে। মাইনুলকে মিডিয়ার সামনে উপস্থাপন করতে হবে, ব্যস। তাহলেই হলো। হেডকোয়ার্টার থেকে বেশ কয়েকবার ফোন এসেছে, তাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সম্ভাব্য খুনি মাইনুল তার পরিবার-পরিজনসহ ধরা পড়েছে পৈত্রিক ভিটায়। আজ রাতটা নান্দাইল থানায় রেখে আগামীকাল ভোরে রওনা দেবে ঢাকার উদ্দেশ্যে। বিকেলের মধ্যে নিজের হেফাজতে ওদের পাওয়ার আশা করছে আরিফ।

চেয়ারে বসে রুবিকস কিউব নিয়ে কেসরত করতে করতে বারবার সানোয়ার মিয়ার চেহারা মনে পড়ছিল। এই বৃদ্ধ ফকিরকে দরকার। কাল রাতে। মাইনুলকে আইডেন্টিফাই করবে। ভিক্টিমের ম্যানিব্যাগ, ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড কিংবা অন্য কোথাও কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। এটা একটা সমস্যা হলেও আরিফের কেন জানি বিশ্বাস মাইনুল লোকটাকে ভেঙে ফেলতে খুব একটা সমস্যা হবে না। এই আত্মবিশ্বাসের কারন সে নিজেও জানে না।

লুবনার ফোন এলো এই সময়।

BanglaBook.org

"টিভিতে একটু আগে দেখাল তোমাকে, খুব হ্যান্ডসাম লাগছিল," লুবনার রিনরিনে কণ্ঠ শোনা গেল ওপ্রান্ত থেকে।

"হ্যান্ডসাম এক্স-হ্যাজবেন্ডের সাথে এখনো দেখছি ফ্লার্ট করছো, ইন্টারেস্টিং," আরিফ বলল।

"যাক, কাজের কথায় আসি," মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেল লুবনা, "তুমি সাইন করছো কবে?"

"এতো উতলা হচ্ছো কেন?" চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল আরিফ, "একটা সাইনই তো, দিয়ে দেবো।"

"দিয়ে দেবো তো শুনছি কবে থেকে, দিচ্ছো না কেন?" লুবনা বলল।

"এখন রাখি, পরে বলবো," বলে লাইনটা কেটে দিলো আরিফ, রুমে দরজায় হাফিজ দাঁড়িয়ে আছে, কিছু একটা বলবে মনে হচ্ছে।

"কি ব্যাপার, হাফিজ, কিছু বলবে?"

"জি, স্যার।"

"ঐ বোতামটা?"

"কোন বোতাম?"

"আপনি পেয়েছিলেন, ঘটনাস্থলে," শার্টের পকেট থেকে প্লাস্টিকের এভিডেন্স প্যাকেট বের করে দেখাল হাফিজ, ভেতরে ছোট সুন্দর বোতামটা দেখা যাচ্ছে।

"ও, আচ্ছা," সোজা হয়ে বসল আরিফ, হ্যাঁ, এই বোতামটার কথা একদম ভুলে গিয়েছিল সে। "বলো, কি বলতে চাইছো?"

"ভিক্টিমের পরনে যে শার্ট ছিল, এই বোতামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। দুটোর মাপ আর ধরন পুরো আলাদা।"

"আচ্ছা।"

"আমি কয়েকটা টেইলারিংয়ের দোকানে জিজ্ঞেস করেছি। ওরা বলল এই ধরনের বোতাম খুব দামি। লোকাল মার্কেটে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়।"

"হুমম।"

"স্যার, এই বোতাম নিয়ে আরো কয়েক জায়গায় খবর নিয়েছি, তাতে বুঝলাম, এই দামি বোতাম খুব কম ব্যবহার হয়।"

"তারমানে এটা নিশ্চিত, মাইনুলের সাথে এই বোতামের কোন সম্পর্ক নেই।"

BanglaBook.org

"জি, স্যার।"

"রাস্তায় পড়ে পাওয়া জিনিস। কোত্থেকে পড়েছে কে জানে। বোতামটা তুলে রাখো, এই কেসে এটার আর প্রয়োজন নাই।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

"আজকে রাতের মতো তোমার ছুটি, বাসায় যাও," আরিফ বলল, "এই কেসে তুমি অনেক খাটাখাটনি করেছো। তোমার কথা আমি আলাদাভাবে বসকে বলবো।"

উত্তরে কিছু বলল না হাফিজ। খুব বেশি উচ্চাকাংক্ষা নেই তার। সাধারনভাবে জীবনটা পার করে দিতে পারলেই চলে। মাঝে মাঝে নিজ থেকে জটিল কেস সমাধান করতে পারলে আর কিছু লাগে না।

হাফিজ বের হয়ে যাওয়ার পর প্যান্টের পকেট থেকে রুবিকস কিউবটা বের করল আরিফ। প্রায় মিলিয়ে এনেছিল। ডানদিকে দু'বার ঘোরাল। ভুল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এখন আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

রাত একটার দিকে থানা থেকে বের হলো আরিফ। তার দুচোখ রক্তজবার মতো লাল হয়ে আছে। ড্রাইভার জিপ চালাচ্ছে। সে পেছনের সীটে বসে বিড়বিড় করে পুরানো দিনের একটা গান গাইছে।

রুবিকস কিউবটা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলো বাইরে। জীবনে এমনিতেই যন্ত্রনার শেষ নেই, এই যন্ত্রনা বয়ে নিয়ে বেড়ানোর মানে নেই। আগামীকাল কবির খানের হত্যাকারি মাইনুল ঢলে আসবে। এরপর কয়েকদিন ছুটি নেয়া যায়। অনেক ছুটি তার পাওনা। ছোট্ট শাপলা আর ওর মাকে নিয়ে দূরে কোথাও থেকে ঘুরে আসতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সে সম্পর্কই আর নেই এখন।

বাসায় ঢুকে টেবিলের উপর পড়ে থাকা লুবনার ডিভোর্স লেটারটা রাখা। এর আগেই কাগজটা পড়ে দেখেছে। এবার আবার পড়ল, তারপর সাইন করে রেখে দিলো একপাশে। সকালে ড্রাইভারকে দিয়ে ওর বাসায় পাঠিয়ে দিতে হবে।

* * *

BanglaBook.org

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার তাড়া ছিল, তাই তাদেরকে পাঠানোর জন্য মাইক্রোবাস ভাড়া করেছে স্থানীয় থানার ওসি। সেই মাইক্রোবাস সন্ধ্যার দিকে ছাড়ার কথা থাকলেও ড্রাইভারের কি সমস্যার কারনে রাতে আর ছাড়ল না। কাজেই পুরো রাতটা নান্দাইল থানায় কাটাতে হলো মাইনুলকে। একটা বেঞ্চে জয়নাবের সাথে বসে রইল। থানা থেকে রাতে শুকনো একটুকরো পাউরুটি আর কলা দেয়া হলো। ফুলিকে কোনমতে খাইয়ে ঘুম পাড়াল জয়নাব।

আরো অনেক রাতে সব যখন শান্ত হয়ে এলো, মাইনুলের হাত ধরল জয়নাব।

"তোমার কি ফাঁসি হইবো, ফুলির বাপ?"

"ফাঁসি হইবো ক্যান?" মৃদুস্বরে বলল মাইনুল, "আমি তো কাউরে মারি নাই।"

"কিন্তু ঐ লোকতো মরছে," জয়নাব বলল।

"মরলে মরছে," মাইনুল বলল, "কিন্তু কোনমতেই স্বীকার যামু না। আমি তো আর ইচ্ছা কইরা কিছু করি নাই।"

"তোমার কিছু হইলে আমরা কি করু ম, কই যামু?" বলে কাঁদতে শুরু করল জয়নাব।

"বৌ, তোর মাথা খারাপ, আমি তোরে আর ফুলিরে রাইখ্যা কই যামু," বলে হাসার চেষ্টা করল মাইনুল, হাসিটা ঠিকমতো ফুটল না।

"দেইখেন, কথাটা যেন মনে থাকে," অভিমানের সুরে বলল জয়নাব।

"দুনিয়াতে যাই ঘইটা যাক, আমি তোরে ছাইড়া কোনখানে যামু না," মাইনুল বলল।

"কিন্তু পুলিশ আপনেরে ছাড়বে না, ওরা খুঁজতে খুঁজতে এই গেরামে চইলা আইছে," জয়নাব বলল।

"ওরা ওদের কাম করছে," মাইনুল বলল, "আর আমার কাম আমি করু ম।"

"কি কাম?"

"আমি স্বীকার যামু না। স্বীকার না গেলে কিছু করতে পারবো না পুলিশেও।"

"কিন্তু ওরা তো মারবো আপনেরে," জয়নাব বলল কোনমতে, পুলিশ মাইনুলকে মারছে এই দৃশ্যটা কল্পনা করেই শিউরে উঠেছে সে।

BanglaBook.org

মাইনুল উত্তর দিলো না। এটুকু তাকে মেনে নিতেই হবে। একজন মানুষ মারা গেছে, পুলিশ ছেড়ে কথা বলবে না। পুলিশের হাতের মোটা লাঠি দেখলেই কেমন ভয় করে তার।

জয়নাবকে কাছে ডাকল ইশারায়, ওর কানে কানে কিছু কথা বলল মাইনুল। জয়নাবের মুখে ক্ষনিকের জন্য কিছুটা আশার আলো দেখা গেল, তারপরই সেটা নিভে গেল যেন। বুঝতে পারছে তাকে সাহস দেয়ার চেষ্টা করছে তার খোঁড়া স্বামী। এই সাহসই এখন তাদের সম্বল।

এরপর আর কথা হলো না। মাইনুলের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল জয়নাব। পুলিশের দুজন কন্সটেবল একপাশে বসে ঝিমাচ্ছিল। মাইনুলও ঘুমিয়ে পড়ল। দীর্ঘ একটা দিন আসতে যাচ্ছে সামনে। এই সময়টা বিশ্রাম নেয়া দরকার।

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে রওনা দিলো মাইনুল, জয়নাব আর ফুলি। ওদের সাথে পাহারায় দেয়া হলো দুজন কন্সটেবলকে। ঢাকায় থানায় পৌছে দিয়েই ওরা আবার ফিরে আসবে।

মাইনুলের হাতে এবার হাতকড়া পড়ানো হয়েছে। হাতকড়া পড়া অবস্থায় জয়নাব আর ফুলির দিকে চোখ তুলে তাকাতেও লজ্জা করছিল মাইনুলের। এরচেয়ে বড় অসম্মান আর কি হতে পারে। ফুলি ছোট হলেও বুঝদার মেয়ে। সে মোটেও বিরক্ত করছে না। বরং তার বাবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে আড়চোখে।

জয়নাব চোখ মুছছে ক্রমাগত।

পাপ কাউকে ছাড়ে না, তাই এতোদূর পালিয়ে এসেও ধরা পড়তে হলো তাদের।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

বুকের ভেতর সকাল থেকেই ধুপধুপ করছিল আরিফের। ডিভোর্স লেটারটা পাঠানো হয়েছে লুবনার কাছে। পাঠানোর পরই মনে হলো, একটু দেরিতে পাঠালে কি এমন ক্ষতি হতো! লুবনা এই লেটারটা হাতে পেয়েই কাজে নেমে পড়বে। একটু সূতোর মতো সম্পর্ক ঝুলে ছিল, সেটাও কেটে দেয়া হলো। মেয়ের কাস্টডি কোনদিনই তাকে দেয়া হবে না, এটা ভালো করেই জানে আরিফ। সে আশা করেও লাভ নেই। লুবনার কাছেই মেয়েটা ভালো থাকবে। ওকে মাঝে মাঝে দেখতে যাওয়ার সুযোগ পেলেই হলো।

যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে, বিড়বিড় করে বলল আরিফ। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিরে।

থানায় ঢুকেছে অনেকক্ষন হলো। আজ একটা বিশেষ দিন। কবির খানের হত্যাকারি মাইনুলকে নান্দাইলে নিজের গ্রাম থেকে ধরে আনা হচ্ছে। যেকোন সময় চলে আসবে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে হাফিজ, ওকে হাত ইশারায় ডাকল আরিফ।

"ঐ সানোয়ার মিয়াকে নিয়ে আসো," আরিফ বলল, "চিনছো তো?"

"কোন সানোয়ার মিয়া, স্যার ?" ইতস্তত করে বলল হাফিজ।

"কদমতলী মোড়ে পাবে ওকে, বয়স্ক একজন ভিক্ষুক," আরিফ বলল, "এক্ষুনি যাও, ওকে নিয়ে এসো।"

"জি, স্যার।"

হাফিজ বেরিয়ে যাওয়ার পর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল আরিফ। বড় স্যারকে জানানো হয়েছে কেসের উন্নতি। তিনি খুব খুশি। বলেছেন আরিফ কিছু একটা আবদার করলে উনি না করবেন না। আবদার বলতে এখানে প্রমোশন, বদলি এরকম ব্যাপার বোঝান হয়েছে। আরিফ প্রমোশন চায় না, কিংবা এমন কোন থানায় বদলি হতে চায় না যেখানে থাকলে জীবনে অনেক উন্নতি করা সম্ভব। সে বদলি চায়, তবে পার্বত্য চট্রগ্রামের সীমান্তবর্তী এলাকায়। যেখানে কেউ তাকে চিনবে না। বসকে এই প্রস্তাব এখনো দেয়া হয়নি। শুনলে তিনি নিশ্চয়ই আকাশ থেকে পড়বেন।

BanglaBook.org

সাংবাদিকদের খবর দেয়ার কাজটা পরে করলেও চলবে। আগে এই মাইনুল চিজটাকে একবার দেখতে চায় আরিফ, পরখ করে নিতে চায়। কবির খানকে কেন খুন করল, এটা কি পূর্বপরিকল্পিত কি না অন্য কিছু তা জানতে হবে। মাইনুলের মতো গ্যারেজের একজন মেকানিক খুন-খারাবিতে জড়াবে কেন সেটাই মাথায় আসছে না। তার উপর লোকটা খোঁড়া। মনে মনে লোকটার একটা চেহারা কল্পনা করার চেষ্টা করল আরিফ। অদ্ভুত ব্যাপার, মাইনুলের যে চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে আসছে তা আর কারো মুখ নয়। তার নিজের চেহারা ! মাইনুলের বয়স আর তার বয়স কাছাকাছি। দুজনেরই ছোট একটা মেয়ে আছে। নিজেকে মলিন কাপড়-চোপড় পড়া এবং খোঁড়া অবস্থায় কল্পনা করতে অবশ্য খারাপ লাগছে না। মনে হচ্ছে এমন একটা জীবন তারও হতে পারতো। হয়তো আমার এই জীবনের চেয়ে মাইনুলের জীবনটা অনেক ভালো। হোক না সে খুনের আসামী। তবে ফুটফুটে একটা মেয়ে আছে মাইনুলের, ভালো একটা বউ আছে। যে তাকে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

কী সব ছাইপাঁশ ভাবছে! নিজেকেই শাসাল আরিফ। নিজেকে করুনা করার মতো বাজে কাজ আর পৃথিবীতে নেই। একটা সিগারেট ধরিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

একা থাকতে শিখে গেছে সে। কাউকে তার প্রয়োজন নেই, কাউকে না।

এসআই নজরুলকে কোন কাজে পাঠিয়ে খুব একটা ভরসা করতে পারে না আরিফ। হাফিজ বেরিয়ে যাওয়ার পর ওকে রুমে ডেকে পাঠাল।

"স্যার, ডেকেছিলেন?" নজরুল বলল রুমে ঢুকে।

"তোমাকে একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, কতোদূর করলে?"

"স্যার, সব খবর নিয়া ফেলাইছি," দাঁত বের করে বলল নজরুল, "আছিয়া বেগম কবির খানের বাড়িতে কাজ করতো। তবে রাতে সে ঐ বাড়িতে থাকতো না। বস্তিতে ফিরে আসতো। পাঁচ বছর আগে সে ঐ বাসায় কাজে যোগ দেয়। তার দুই ছেলে। স্বামী এক্সিডেন্টে মারা গেছে।"

"কোন বাড়িতে কাজ করতো বললে? কবির খানের বাড়িতে?"

"জি, স্যার।"

"এতো বড় একটা ব্যাপার তুমি আমাকে বললে না। পেটে কথা নিয়ে বসে আছো?"

"ভাবলাম আপনে ডাকলে বলবো। নাইলে হাফিজ ভাই তো আছেই।"

BanglaBook.org

"আর কিছু?"

"মহিলার স্বভাব-চরিত্র ভালো আছিল। কারো কাছ থেকে খারাপ কিছু শুনি নাই।"

"কবির খানের বাসায় কোন গন্ডগোল? ঐ রকম কিছু?"

"জি, না।"

"মহিলার কারো সাথে মেলামেশা ছিল? তার তো স্বামী ছিল না।"

"না, স্যার। ঐ যে কইলাম স্বভাব-চরিত্র ভালো ছিল।"

"আছিয়াকে কেউ বিরক্ত করতো, বস্তিতে খবর নিয়েছো?"

"না, কেউ বিরক্ত করতো এরকম কথা শুনি নাই," নজরুল বলল।

"ঠিক আছে, তুমি যাও," আরিফ বলল।

নজরুল চলে যাওয়ার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আরিফ। এই দুটো হত্যাকান্ড কোনভাবেই আলাদা কিছু নয়। এখন বসে থাকার সময় নয়। কাজে নামতে হবে। গন্তব্য কবির খানের বাসভবন।

বড়লোক মানুষের বাড়ি। প্রাচুর্য্যের ছড়াছড়ি চারদিকে। আরিফ ড্রইং রুমে বসে আছে। অপেক্ষা করছে মিতু খানের জন্য। ড্রইং রুমের দেয়ালে বাঁধাই করা সুন্দর সুন্দর সব তেলচিত্র। দেখেই বোঝা যায় ভালো আর্টিস্টের এবং দামি। সোফা সেটটা এতো নরম, বারবার মনে হচ্ছিল চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে সে। অস্বস্তিকর ব্যাপার।

এক কাজের মেয়ে ট্রে-তে করে চা, বিস্কিট আর কিছু নাস্তা সাজিয়ে রেখে গেছে। চা খেতে খেতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমটা আবার দেখল। একপাশে বড় শো-কেসে কবির খানের পারিবারিক কিছু ছবি।

"স্যরি, আপনাকে বসিয়ে রাখলাম," মিতু খান বলল। রুমে ঢুকেছে মাত্র। শাড়ি পরনে। আরিফের উল্টোদিকের সোফায় বসল।

"ঠিক আছে," আরিফ বলল, "ভাবলাম আপনার সাথে একটু দেখা করে যাই।"

"কোন কিছু পেলেন? খুনি কে জানতে পেরেছেন?"

"আমরা কাজ করছি," আরিফ বলল, "তবে আপনার কাছে আজ এসেছি অন্য একটা কারনে।"

"বুঝতে পেরেছি," মিতু খান বলল, "আছিয়ার খোঁজখবর নিতে, তাই না?"

"জি," চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল আরিফ, "এই বাসায় মহিলা গত পাঁচ বছর কাজ করেছে। তাই এখানে আসতে হলো।"

BanglaBook.org

"কী জানতে চান বলুন?"

"আছিয়া সম্পর্কে," আরিফ বলল, "আপনার এখানে কাজ করেছে মারা যাওয়ার আগ-পর্যন্ত। এখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথেই সে মারা যায়।"

"জি, জানি, পত্রিকায় পড়েছি," মিতু খান বলল।

"কেন মারা গেল? কিভাবে কি হলো এসব নিয়ে আপনার ধারনা কি?"

"আমার বাসায় কাজ করতো, এটুকুই তো! একটা কাজের মেয়ে নিয়ে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করার সময় নেই আমার। বুঝতেই পারছেন, কিছুদিন আগেই আমার স্বামী খুন হয়েছেন, সেটার সমাধান এখন পর্যন্ত হয়নি।"

"আমরা দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর চেষ্টা করছি," আরিফ বলল।

"আপনি কি বলতে চান, কবির আর এই কাজের মেয়ে আছিয়া, একই কারনে মারা গেছে?"

"বলতে চাই না কিছুই। আমরা তদন্ত করছি। তবে কেন জানি মনে হচ্ছে দুটো খুনের মধ্যে কোন লিংক আছে।"

"আপনি তদন্ত করুন। কিছু লাগলে জানাবেন। আমি এখন যাই, বাইরে যেতে হবে।"

"আছিয়ার ব্যাপারে আরেকটা তথ্য দরকার?"

"জি, বলুন।"

"আছিয়া শুধু আপনার এখানেই কাজ করতো, না অন্য কোথাও কাজ করতো?"

"আমার এখানেই কাজ করতো বলে জানি। সকাল আটটায় আসতো, রাত ন'টায় বের হতো। এর বাইরে আর কিভাবে কাজ করা সম্ভব, আমার ধারনা নেই।"

"সপ্তাহে কোন ছুটি ছিল?"

"না, ছুটি ছিল না। এজন্য টাকাও বেশি পেতো।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার আপাতত আর কিছু জানার নেই," বলল আরিফ। উঠে দাঁড়াল। মিতু খানও উঠে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্রতা দেখিয়ে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো মিতু খান।

বাইরে বেরুতেই পরিচিত আরেকজনের সাথে দেখা হয়ে গেল। কবির খানের ভাই, সাইফ খান। গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। দারোয়ানকে ধমকাচ্ছে কোন কারনে।

BanglaBook.org

"আপনি? আমাদের বাসায়?" বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সাইফ খান।

"কাজে এসেছিলাম," আরিফ বলল, "ভাল আছেন?"

"এই চলছে," সাইফ বলল, তারপর আবার দারোয়ানের দিকে মন দিলো।

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই?"

সাইফ খান ঘুরে দাঁড়াল, "জি, বলুন।"

"না, থাক," বলে গেটের বাইরে বেরিয়ে এলো আরিফ। জিপ দাঁড়ানো ছিল রাস্তার একপাশে। উঠে পড়ল।

সাইফ খান দারোয়ানকে ধমকাতে ব্যস্ত এখনও। চারতলা বাড়িটার দিকে তাকাল আরিফ। পুরানো আমলের বাড়ি হলেও একদম ঝকঝকে তকতকে। দেখতে ভালো লাগে। তবে এরমধ্যে বাড়ির মালিক দারোয়ানকে একটানা ধমকেই যাচ্ছে, দৃশ্যটা ভালো লাগল না।

এখন বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না। সুমনার কাছে যাওয়া যায়। সব ঝামেলা বাদ দিয়ে ওর সাথে কিছুক্ষন গল্প করে আসা যায়। মনটা কিছুক্ষনের জন্য হলেও অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এসব খুন-খারাপির জগতের বাইরে অন্য কিছুর জগতও আছে, তা কেবল সুমনা আর সাজুর জগতে গেলেই বোঝা যায়।

* * *

কদমতলী মোড়ে এসে সানোয়ার মিয়াকে খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হলো না হাফিজের। পিকআপের পেছনে বসিয়ে থানায় নিয়ে এলো বৃদ্ধকে। দুপুরে পাশের হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে গেল। সেই সময় মোবাইলে কল এলো। নান্দাইল থেকে মাইনুলকে নিয়ে মাইক্রোবাস চলে এসেছে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। তাড়াহুরা করে খেতে গিয়ে বেশ কয়েকবার বিষম খেল সানোয়ার মিয়া। অনেকদিন পর ভালো জায়গায় খেতে বসেছিল। সে সুখ সহ্য হলো না। কোনমতে পড়িমড়ি করে হাফিজের সাথে আবার থানায় ঢুকল। একজনকে সনাক্ত করলেই তার কাজ শেষ। বহুদিন পর নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। একটা পান খেতে খেতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে নিজেকে বারবার সাবধান করছিল সানোয়ার মিয়া। আর যাই হোক, ভুল যেন না হয়। ভুল হলে একজন নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু।

BanglaBook.org

তাকে আলাদা একটা রুমে রাখা হয়েছে। মাথার উপর ঝড়ো গতিতে ফ্যান চলছে। আসামি চলে এসেছে। কিন্তু তাকে এখনো ডাকা হচ্ছে না কেন বুঝতে পারছে না সানোয়ার মিয়া। এতো দেরি হলে তো সমস্যা। তাড়াহুরা করে দুপুরের খাওয়াটাও ঠিকমতো হয়নি। ফ্যানের বাতাসে আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল তার। বহু কষ্টে চোখ খোলা রেখেছে সে।

প্রায় ঘন্টা তিনেক পর তাকে ডাকা হলো।

হাজতের সামনে পাঁচজন মানুষকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ঐদিনের বড় অফিসার তাকিয়ে আছে তার দিকে।

হাফিজ এগিয়ে গেল সানোয়ার মিয়ার দিকে।

"দেখেন চাচা মিয়া, এই লোকগুলার মধ্যে একজন কি না?"

পাশাপাশি পাঁচজন মানুষ দাঁড়ানো, সবার উচ্চতা কাছাকাছি, বয়সের তফাতও কম। পরপর দু'বার ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল সানোয়ার মিয়া। সেই রাতে দেখা দৃশ্য মনে করার চেষ্টা করছে, মেলানোর চেষ্টা করছে। মিলছে আবার পুরোপুরি মিলছেও না। আরো একবার হাঁটার পর ঠিক মাঝখানের লোকটার সামনে দাঁড়াল সানোয়ার মিয়া। হাফিজের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল।

"আপনি নিশ্চিত, এই লোক?" জিজ্ঞেস করল হাফিজ।

"জে।"

"আবার দেখেন," হাফিজ বলল, "সমস্যা নেই।"

"বাবা, এই লোক," সানোয়ার মিয়া বলল, "আমি নিশ্চিত।"

"আচ্ছা," এবার মুখ খুলল আরিফ, "হাফিজ, উনাকে নিয়ে যাও।"

"ঠিক আছে," হাফিজ বলল।

বৃদ্ধ সানোয়ার মিয়ার হাতে একশ টাকার দু'টো নোট গুঁজে দিলো আরিফ। থানার বারান্দা থেকে নামার পর হাফিজের দিকে এগিয়ে এলো সানোয়ার মিয়া।

"কিছু বলবেন চাচা মিয়া?" জিজ্ঞেস করল হাফিজ।

"বাবা, একটা কথা কই?" সানোয়ার মিয়া বলল, "কিছু মনে কইরেন না, বুড়া মানুষ তো।"

"বলেন না," হাফিজ বলল, "ভয়ের কিছু নাই।"

"আমি নিশ্চিত না, বাবা," সানোয়ার মিয়া বলল, "বুড়া মানুষ, চোখে

BanglaBook.org

কম দেহি।"

"আপনে ফাইজলামি করেন!" হাফিজ এগিয়ে এলো, রাগে তার হাত-পা কাপঁছে, "ঐখানে সবার সামনে বললেন, এখন এই কথা বললে হবে?"

"বাবা, আমারে ক্ষমা দেন," সানোয়ার মিয়া বলল, "অন্ধকার রাইতে কি না কি দেখছি।"

মাথা চুলকাচ্ছিল হাফিজের। প্রত্যক্ষদর্শি এই একজনই, সেও এখন গড়িমসি করছে!

মাইনুলের সামনে এই তথ্য দেয়া যাবে না। স্যারকে পরে বলতে হবে। সানোয়ার মিয়াকে থানার পিকআপে তুলে দিলো। কদমতলী মোড়ে পাঠানো হচ্ছে তাকে।

* * *

পাঁচজনের মধ্যে মাঝখানের জনকে রেখে বাকিদের বিদায় দেয়া হলো। ওদেরকে আশপাশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। মাঝখানের জন আর কেউ না। মাইনুল। সে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। এই বৃদ্ধ ঐ রাতে আশপাশে কোথাও ছিল। নইলে এতো নিশ্চিতভাবে তাকে চিহ্নিত করতে পারতো না। এইবার আর কোন পথ খোলা নেই। বুকটা হুহু করে উঠল মাইনুলের। সব শেষ হতে চলেছে। সামান্য মাথা গরমের কারনে।

ফুলি আর জয়নাবকে দেখা যাচ্ছে না। ওদেরকে অন্য একটা রুমে বসিয়ে রেখেছে অফিসার। জয়নাবের সাথে একটু কথা বলা দরকার ছিল। ওরা বলতে দেবে কি না কে জানে।

"স্যার, আমি একটু আমার স্ত্রী'র সাথে কথা বলতে চাই," মাইনুল বলল কোনমতে। তার সামনে দাঁড়ানো অফিসার একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"কি কথা বলতে চাও, আমাকে বলো," অফিসার বলল।

"স্যার, পেরাইভেট কথা," কোনরকমে বলল মাইনুল।

"পেরাইভেট কথা তোমার পাছা দিয়ে বের করবো, শালা," এবার রেগে গেল অফিসার, "তুই শালা একটা খুনের আসামি। তোরে এখন বাঁশডলা দেয়া হবে।"

BanglaBook.org

"জি, আমি...

"হাফিজ," বড় অফিসার রুমে ঢুকেছে মাত্র, নেমপ্লেট পড়ার চেষ্টা করল মাইনুল, এই ভদ্রলোকের নাম আরিফুল হক।

"সনাক্তকরন হয়ে গেছে," আরিফ বলল, "এবার ওর কাছ থেকে কনফেশন আদায় করো, তাহলেই হবে।"

"জি, স্যার।"

"ওর বৌ-বাচ্চাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও," আরিফ বলল, "আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।"

"জি, স্যার।"

আরিফ বেরিয়ে যাওয়ার পর মাইনুলকে হাজতে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিলো হাফিজ। সনাক্তকরন করা হয়ে গেছে। আসল খুনি পাওয়া গেছে। এখন কনফেশনটা পেলেই হবে।

কনফেশন পাওয়াও সমস্যা হবে না। মারের চোটে সব স্বীকার করে ফেলবে। ইন্টারোগেশনের জন্য ভেতরে আলাদা একটা রুম আছে। সে রুমে নিতে হবে। এই ইন্টারোগেশনের জন্য সে মোটেও পাকা কেউ নয়। মানুষের গায়ে হাত তুলতে তার স্বস্তি হয় না। মুখে গালাগালি করা, হুমকি দেয়া আর সত্যি সত্যি পিটিয়ে কথা বের করে আনা দুটো আলাদা ব্যাপার।

হাফিজ তার সহকর্মী নজরুলের দিকে এগিয়ে গেল। নজরুল বলবান পুরুষ। পুরু গোঁফ, ঘন ভ্রু আর ছয়ফুটের কাছাকাছি লম্বা মানুষটার মনে মায়াদয়া বলতে তেমন কিছু নেই। আসামিদের জন্য সাক্ষাৎ যম। মাইনুলের দিকে তাকাল হাফিজ। খোঁড়া লোকটার জন্য হঠাৎ করে মায়া লাগা শুরু করল হাফিজের। নজরুলের হাতে পড়তে যাচ্ছে।

দায়িত্ব পেয়ে নজরুলকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। মাইনুলকে ভেতরের ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে যাচ্ছে। খুব উৎসাহ নিয়ে।

হাফিজ জানে তার আরিফ স্যারও এসব পছন্দ করে না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের শক্তিপ্রয়োগের দারস্থ হতে হয়। অপরাধীরা খুব সহজে মুখ খোলে না। নজরুলের হাতে পড়া মাত্রই অনেককেই দেখেছে সুড়সুড় করে সব স্বীকার করে নিতে। এবারও তার ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

থানা থেকে বেরিয়ে এলো হাফিজ।

BanglaBook.org

প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। মাইনুলের চাপা গোঙানির শব্দ ইটের দেয়াল ভেদ করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে যেন। থানার পাশের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো হাফিজ। অনেকদিন পর সে সিগারেট খাচ্ছে। অনেকদিন পর তার সত্যিকারের টেনশন হচ্ছে। লোকটার মেয়ে আর বৌ, থানার মধ্যেই আছে। ওদের কানেও নিশ্চয়ই মাইনুলের গোঙানির শব্দ যাচ্ছে। ওদের মানসিক অবস্থা চিন্তা করে আরো খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু করার নেই। কনফেশন আদায় করতে এরচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি তার জানা নেই। বিকেল হয়ে গেছে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দূরের জারুল গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল হাফিজ। কেন জানি মনে হচ্ছে এই জারুল গাছটার কোন একটা দুঃখ আছে। সেই অবাস্তব দুঃখের কথা চিন্তা করতে থানার ভেতর থেকে আসা মাইনুলের গোঙানির শব্দ তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২১

সন্ধ্যার আগে আগে থানায় ঢুকল আরিফ। অন্যান্য দিনের তুলনায় সবকিছু খুব নীরব লাগছিল। বাইরের রুমে হাফিজ বসে আছে। ওকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

"কনফেশন পাওয়া গেছে?" জিজ্ঞেস করল আরিফ।

"জি, না।"

"পাওয়া যায় নি!" অবাক হয়েছে আরিফ। এরকম হবার কথা নয়।

"না, স্যার।"

"নজরুল ইন্টারোগেট করেছে?"

"জি, স্যার।"

"তারপরও এই অবস্থা!" বিড়বিড় করতে করতে নিজের রুমে ঢুকল আরিফ। পেছন পেছন হাফিজও ঢুকল।

"ওর বৌ-বাচ্চা কোথায়?"

"থানার মধ্যেই আছে," হাফিজ জবার দিলো।

"ওদের বাসায় পাঠিয়ে দিলে না কেন?"

"স্যার, যেতে চায় না," হাফিজ বলল।

"তুমি পুলিশে এসেছো কেন?" প্রশ্ন করল আরিফ, "এতো নরম মানুষ হলে চলে?"

"স্যার, কি করবো? মেয়েটা বাপকে না নিয়ে নাকি যাবে না," মৃদু স্বরে বলল হাফিজ।

"হুম, আচ্ছা, তুমি যাও আপাতত," আরিফ বলল, "আমার রুমে এক কাপ চা পাঠাতে বলো।"

"জি, স্যার," বলে হাফিজ বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল আরিফ। নজরুল ইন্টারোগেট করার পরও কেউ যখন দোষ স্বীকার করে না তখন বুঝতে হবে কোন সমস্যা আছে। অবশ্য মাইনুলকে দেখে সহজ-সরল মনে হলেও, লোকটা মোটেও সহজ-সরল কিছু নয়। আরেকটু হলেই ফাঁকি দিয়ে ফেলেছিল। এই লোকটাকে ভাঙা কঠিন হবে।

BanglaBook.org

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করতে করতে সিগারেট ধরাল আরিফ। থানায় চুরি-ডাকাতি নিয়ে আরো কিছু কেস এসেছে, জালিয়াতির ঘটনাও আছে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে আপাতত চিন্তিত নয় সে। এই কেসটা সমাধানের উপর নির্ভর করছে সবকিছু।

সন্ধ্যার পর পর আরো কিছু কাজ সারল। বসের কাছ থেকে ফোন এলো কয়েকবার। কবির খানের আসামি ধরা পড়ার পরেও আরিফ কেন সেটা ঘোষনা দিচ্ছে না এই নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে হলো। বলাবাহুল্য ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেন না বস। তিনি চান হাতের কাছে আসামি যেহেতু আছে, তাহলে ঘোষনা দিতে দেরি কেন। আসামি দোষী কি নির্দোষ সেটা আদালতে প্রমান হবে। ভদ্রলোকের কথায় যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও, আরিফ সেসব যুক্তিকে প্রাধান্য দিলো না। অন্তত আজকের রাতটা সময় নিয়েছে। মাইনুলকে আরো একবার বাজিয়ে দেখতে চায় সে।

রাত এগারোটার দিকে মাইনুলকে যে হাজতে রাখা হয়েছে তাতে ঢুকল আরিফ। বসার জন্য একটা চেয়ার ঢোকান হয়েছে। তাতে বসল। মাইনুল এক কোনায় চুপচাপ মাথা নীচু করে বসে আছে। পরনের পোশাক জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, মাথার চুল এলোমেলো।

"মাইনুল, তোমার সমস্যা কি?" জিজ্ঞেস করল আরিফ, "খুন করছো, এখন স্বীকার করে ফেল। ঝামেলা মিটে যায়।"

"স্যার, আমি খুন করি নাই," মাইনুল বলল কোনমতে, তার ঠোঁট ফাটা, রক্ত জমে শক্ত হয়ে আছে ঠোঁটের কিনারে। গাল ফুলে গেছে, চোখের নীচে রীতিমতো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। চোখদুটো যে একবারে যায়নি এটা ভাগ্য। শরীরের বাকি অংশগুলোর অবস্থাও ভালো নয়। নজরু লের মারে হাড় ভাঙে না। কিন্তু যে যন্ত্রনা হয় তা চোখে দেখাও কষ্টকর।

"তোমাকে খুন করে পালিয়ে যেতে দেখেছে, সে স্বাক্ষী দিয়েছে, তারপর আর কথা চলে না," আরিফ বলল, "এখন বলো, খুন করেছো কেন?"

"আমি খুন করি নাই।"

"কবির খানের সাথে তোমার সমস্যা কি ছিল?" জিজ্ঞেস করল আরিফ, "উনি তোমার পরিচিত?"

"জি, না। আমি তারে চিনি না।"

"চেনো না, তাহলে খুন করলে কেন?" এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আরিফ, "অন্য কেউ তোমাকে খুন করতে বলেছে?"

BanglaBook.org

"জি, না।"

"তুমি কি ছিনতাই করতে গিয়ে খুনটা করেছো?"

"জি, না।"

"আমরা কিন্তু প্রমান করেই ছাড়বো খুনটা তুমি করেছো," আরিফ বলল, "আমাদের কাছে অনেক ক্লু আছে।"

উত্তরে কিছু বলল না মাইনুল। সে হাজতের বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো জয়নাব আর ফুলিকে খুঁজছে।

"তোমার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, ওটা দিয়েই প্রমান হয়ে যাবে," আরিফ বলল।

"স্যার, মিথ্যা কথা বলেন কেন?"

"কি মিথ্যা বললাম?" অবাক হলো আরিফ।

"আপনের কাছে কোন প্রমান নাই, ঐ বুইড়া রাইতের অন্ধকারে কি না কি দেখছে, তারে প্রমান বলা যায় না," মাইনুল বলল, বলতে গিয়ে তার মুখ থেকে একদলা রক্ত বেরিয়ে এলো। বুকে চাপ ব্যথা, কুঁচকে এলো মুখ। ব্যথায় কথা বলতেও সমস্যা হচ্ছে।

"কোর্টে গিয়েও সে একই কথা বলবে," আরিফ বলল, "আর তোমার হাতের ছাপ তো আছেই।"

আরিফের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাইনুল, ব্যথায় কোঁচকান মুখ নিয়ে। তবে সে মুখে ব্যথার পাশাপাশি হাসির অভিব্যক্তিও চোখ এড়াল না আরিফের।

"তুমি কি হাসছো নাকি?" বিরক্ত হয়ে বলল আরিফ, "আমি কি তোমার সাথে ফাজলামি করছি?"

"জি, স্যার। করছেন।"

"মানে?"

"স্যার। আমার হাতের আঙুলের কোন ছাপ নাই। হয় না।"

"কি বললে?"

"ঠিক শুনছেন, স্যার। আমার হাতের আঙুলে কোন ছাপ নাই। আমি টিপসই দিতে পারি না। আমার ভোটার আইডি কার্ড নাই।"

"ফাজলামি করার চেষ্টা করো না।"

"স্যার, রোগের নাম কইতে পারুম না, তয় এরকম রোগ আছে," মাইনুল বলল।

"কিন্তু খুন তুমিই করেছো, তাতে কোন সন্দেহ নেই," আরিফ বলল,

BanglaBook.org

তার মনে খচখচ করছে। এরকম একটা মানুষ তাকে বোকা বানাতে পারবে না। ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই! ব্যাপারটা অদ্ভুত। এরকম রোগও আছে!

প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল আরিফ। গুগুলে সার্চ দিলেই পাওয়া যাবে। পাওয়া গেল। বেশ ভারি একটা নাম রোগের,' 'আডারমাটোগ্লিফিয়া'।

বেরিয়ে এলো আরিফ। হঠাৎ করেই তার গরম লাগছিল। এই খোঁড়া লোকটা সম্ভবত ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে। নিজেকে নিরপরাধ প্রমান করার মতো সাধারন কিছু বিষয় মাইনুল জানে। ওকে অন্য উপায়ে ধরতে হবে।

রুমে ঢুকে হাফিজকে ডাকল আরিফ। এবার অন্য প্ল্যান করতে হবে। আজকে রাতের মধ্যে কেস ফাইল ক্লোজ করতে হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

ফুলি রাতে খায়নি। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে কোলের উপর। গত কয়েকদিন ধরে ধকল যাচ্ছে শরীরের উপর, জয়নাবের নিজেরও অসুস্থ লাগছিল। মাইনুলকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে না করলেও যেতে হবে। থানায় রাত কাটানোর কোন দরকার নেই। সুটকেসটা একপাশে রাখা। শাড়ির গিটে বাসার তালার চাবি। ছোট অফিসারটা ভালো। একটু আগে বলল তাকে আর ফুলিকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসবে থানার পিকআপে করে। জয়নাব তাকিয়ে আছে তার সামনে বসা লোকটার দিকে। ইনি বড় অফিসার। দেখতে কঠিন হৃদয় মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এর কাছে মায়াদয়া আশা করা যাবে না। মাইনুলকে একনজর দেখার জন্য বুকটা ফেটে যাচ্ছিল জয়নাবের। পুলিশ কিভাবে মারে শুনেছে সে। মাইনুল নরম মানুষ। এতোটা মার কিভাবে সহ্য করল? ওর গোঙানির শব্দটা এখনও মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। বুকটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল জয়নাবের।

"আপনার স্বামী লোক কেমন?" আরিফ জিজ্ঞেস করল।

"জি, ভালো। উনি অনেক নরম মনের মানুষ," জয়নাব বলল কোনমতে।

"নরম মনের মানুষ হয়ে মানুষ খুন করতে গেলেন কেন?"

"উনি কাউরে খুন করেন নাই," জয়নাব বলল।

"উনার হাড্ডিগুড্ডি এখনও পুরাপুরি ভাঙা হয়নি," আরিফ বলল, "আজ রাতে ভাঙা হবে।"

"উনি কাউরে মারেন নাই, দ্যাশে কোন বিচার নাই!" এবার চেঁচিয়ে উঠল জয়নাব।

"বিচার আছে, বিচার আমরা করবো," আরিফ বলল, "কাউকে না মারলে হঠাৎ কাজ-কাম রেখে ঢাকা ছেড়ে পালানোর মানে কি?"

"আমরা এমনেই বাড়ি গেছিলাম," জয়নাব বলল।

"কাউকে কিছু না বলে যাওয়াটা সন্দেহজনক," আরিফ বলল, "যাই হোক, আমি আপনাকে সহজ একটা কথা বলি, শুনবেন?"

BanglaBook.org

"জি, বলেন।"

"আপনি আর আপনার স্বামী যতোই অস্বীকার করেন, খুন সে করছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। একজন তাকে দেখছেও ঘটনার রাতে। কাজেই এখন আর কোন রাস্তা নাই। ঐ লোকটা বুড়ো হলেও তার চোখ একদম ঠিক আছে।"

"জি।"

"আপনার স্বামী যদি স্বীকার করে নেয় সে খুন করেছে, তাহলে আমরা একটা ব্যবস্থা করতে পারবো, বুঝলেন?"

"কি ব্যবস্থা?"

"যাবজ্জীবন কারাদন্ড। চৌদ্দ-পনেরো বছর পরে আপনার স্বামী জেল থেকে ফিরে আবার সব শুরু করতে পারবে।"

"আর যদি স্বীকার না করে?"

"আমরা এমনভাবে চার্জশীট দিবো, যে স্বীকার না করলেও আদালতে প্রমান হবে সে খুনি। তখন ফাঁসির দড়ি ছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

"ফাঁসির দড়ি?" বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল জয়নাবের।

"জি। মৃত্যুদন্ড। এখন আপনারাই ঠিক করেন কোনটা ভালো," বলল আরিফ, "আমি আপনাকে পনেরো মিনিট সময় দিলাম।"

"আমার স্বামী কাউরে খুন করে নাই," জয়নাব বলল দৃঢ়তার সাথে।

"যাক, আমার যা বলার বলা শেষ। আপনার হাতে এখনো পনেরো মিনিট সময় আছে," বলল আরিফ।

জয়নাবকে রেখে রুম থেকে বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরাল একটা। জীবনে প্রথমবারের মতো একজনকে ব্ল্যাকমেইল করছে সে। কাজটা ঠিক হচ্ছে না। এভাবে অপশন দেয়ার কোন এথিক্যার তার নেই। মানুষের মন নিয়ে ছেলেখেলার সুযোগও নেই। কিন্তু এই কেসটার সাথে কেন জানি খুব বেশি জড়িয়ে পড়েছে সে মানসিকভাবে।

হাফিজ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কখন টের পায়নি আরিফ।

"কিছু বলবে?"

"স্যার, কাজটা কি ঠিক হলো?"

হাফিজের কাঁধে হাত রাখল আরিফ, "তুমি এক কাজ করো, যাত্রাপালায় যোগ দাও। ওখানে বিবেকের চরিত্রে অভিনয় করতে পারো।

BanglaBook.org

অথবা গ্রামে চলে যাও। স্কুলে শিক্ষকতা করো। এই পেশা তোমার জন্য নয়।"

হাফিজকে কিছুটা বিব্রত মনে হলো।

"তুমি এখন যাও," আরিফ বলল, "তোমাকে দেখেই কেমন বিরক্ত লাগছে আমার।"

"স্যার, ঐ মহিলা তার স্বামীর সাথে কথা বলতে চাচ্ছে," হাফিজ বলল।

"ঠিক আছে, কথা বলতে দাও," আরিফ বলল।

হাফিজ চলে যাওয়ার পর মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আরিফ। লুবনা ফেসবুকে বেশ কিছু ছবি দিয়েছে, মেয়েসহ। ছবিগুলো দেখতে দেখতে তার পুরানো দিনের কথা মনে পড়তে লাগল। বারবার মনে হতে লাগল, মাইনুলের চেয়েও বড় শাস্তি হতে যাচ্ছে তার। বেঁচে থাকলে মাইনুল হয়তো তার পরিবারের কাছে ফিরতে পারবে। কিন্তু তার আর ফেরা হবে না। লুবনা তার জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলল আরিফ। ঐদিন রুবিকস কিউবটা ফেলে দিয়েছিল, ভাগ্যিস আরো একটা রাখা ছিল ড্রয়ারে। হাতটা নিশপিশ করছিল, কিউবটা হাতে নিয়ে জোরে জোরে ঘুরাতে লাগল। তার সব রাগ, ক্ষোভ, হতাশা সব কিউবটার উপর ঝাড়ছে।

* * *

ফুলিকে একটা বেঞ্চের উপর শুইয়ে রেখেছে জয়নাব। মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য চাঁদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। মাইনুলের সাথে কথা বলার জন্য তাকে প্রায় অন্ধকার একটা রুমে নিয়ে আসা হল। ভেতরে মাইনুলকে আগে থেকে রাখা হয়েছিল। ওকে দেখে আঁতকে উঠল জয়নাব। এরকম দৃশ্য দেখতে হবে বলে জীবনেও ভাবেনি।

কাঁদতে কাঁদতে মাইনুলের দিকে এগিয়ে গেল জয়নাব। মাইনুলকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোও মাইনুলের জন্য কঠিন একটা কাজ।

"আপনের কি অবস্থা করছে, ও আল্লাহ!" বলে গুঙিয়ে উঠল জয়নাব।

BanglaBook.org

"আমার কিছু হয় নাই, আমি ঠিক আছি," কোনমতে বলল মাইনুল, "ফুলি কই?"

"ফুলি ঘুমায়," জয়নাব বলল, মাইনুলের সারা মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে, ব্যথায় কুঁচকে যাচ্ছে মাইনুল। হাত সরিয়ে নিলো জয়নাব, মাইনুলের বুকের উপর হাত রাখল।

"এইখানে ব্যথা করে?" জিজ্ঞেস করল জয়নাব।

"হ, অনেক ব্যথা," ব্যথা চেপে বলল মাইনুল, "ঐ পুলিশটা মানুষ না, পিচাশ।"

জয়নাবের চোখ বেয়ে পানি পড়েই যাচ্ছিল। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যই আজ এতোকিছু। ফুলির ঔষধের টাকা থাকলে সেদিন রাতে বের হওয়ার প্রয়োজন হতো না মাইনুলের আর এতো বড় ঝামেলাও হতো না।

বড় অফিসারের সাথে কি কথা হলো সব খুলে বলল জয়নাব মাইনুলকে।

"তুমি কি কও, আমি স্বীকার করি," মাইনুল বলল।

"না," দৃঢ় কণ্ঠে বলল জয়নাব, "আপনে খুন করেন নাই, স্বীকার করবেন ক্যান?"

"কিন্তু ঐ বুইড়া আমারে দেখছে, সে ঐ রাইতে ঐ এলাকায় ছিল," মাইনুল বলল, "পুলিশ তারে দিয়া স্বাক্ষী দেয়াইবো।"

"কিন্তু আপনে স্বীকার যাবেন না।"

"ঠিক আছে, যামু না," বলে হাসল মাইনুল, "কিন্তু তাতে লাভ কি?"

"আপনে স্বীকার যাবেন না," জয়নাব আবারও বলল।

মাইনুল হাসল। চাপা হাসি। তার মনের মধ্যে কি চলছে সে নিজেও জানে না।

BanglaBook.org

* * *

সত্যি সত্যি চাকরিটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে হাফিজের। তার মতো এতো নরম মনের মানুষকে পুলিশের চাকরি মানায় না। খুন-খারাপি, চুরি-ডাকাতির আসামিদের সাথে কাজ করতে গেল মন শক্ত করতে হবে। কোন কিছুতেই ছাড় দেয়া যাবে না।

কিভাবে কি হয়েছে কোন ধারনা নেই হাফিজের। মাইনুল কেন কবির খানের মতো মানুষকে মারতে গেল, সেটাই মাথায় আসছে না এখনও। সাধারন একটা মোটিভ তো থাকতে হবে। দুজন সম্পূর্ন দুই মেরুর মানুষ। এখানে টাকা-পয়সার ব্যাপার থাকতে পারে। মাইনুল ভাড়াটে খুনি হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে শারীরিক দিক চিন্তা করলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। মাইনুল খোঁড়া, এরকম একজন লোককে কেউ ভাড়াটে খুনি হিসেবে চাইবেই বা কেন।

সামনে কম্পিউটারটা খোলা ছিল। মাইনুলের কেসটার জন্য আলাদা একটা ফোল্ডার করা। সেখানে মোবাইল দিয়ে ভিডিও করা কিছু ফাইল আছে। কবির খানের বন্ধু-বান্ধব আর কিছু আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাৎকার। ভিডিও ফাইলগুলো একের পর এক চালাল হাফিজ। কানে হেডফোন লাগিয়ে নিয়েছে। প্রতিটা কথা মন দিয়ে শুনছে। এই কাজটা আগে একবার করা দরকার ছিল।

পরপর কয়েকটা নাম্বারে ডায়াল করল হাফিজ। কাজে নামতে হবে এক্ষুনি। বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২৩

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল আরিফ। একটা নাম্বারে ফোন করতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু আবার অস্বস্তিও হচ্ছে। প্রিয় মানুষটা এখন অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে সম্পর্কটা একদম মিটে যাবে। নতুন করে আবার সব শুরু করা যায়। কিন্তু সে ধৈর্য্য তার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল এমন সময়। আরেকটু হলেই হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। বসের ফোন। রাত প্রায় বারোটা বাজে। এখন আবার কি মনে করে ফোন করেছে কে জানে।

"জি, স্যার, স্লামালেকুম," আরিফ বলল।

"ওয়ালাইকুম সালাম," ওপাশ থেকে উত্তর এলো, "আরিফ, হোম মিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে বড় বড় সব জায়গা থেকে ফোন আসছে। আমি খুব প্রেসারে আছি।"

"স্যার, আমি তো প্রমিজ করেছি। সকালের মধ্যে আসামি হাজির করবো। আদালতে ওকে হাজির করে রিমান্ড চাইবো।"

"তুমি এখন কোথায়?"

"থানায়।"

"ঠিক আছে, রাখছি তাহলে," ওপাশ থেকে বস বললেন, তারপর লাইন কেটে গেল।

এগুলো বাড়তি চাপ, ভাবল আরিফ। ইচ্ছে করে এই রাতে ফোনটা করেছে যাতে আরো চাপে পড়ে যায় সে। কিন্তু চাপে ভেঙে পড়ার লোক নয় আরিফ। এই সাধারন ব্যাপারটা বস বোঝে না।

যাই হোক, ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখতেই নজরুল দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

"কিছু বলবে নজরুল?"

"স্যার, এমন ডলা দিছি," দাঁত বের করে বলল নজরুল, "সব স্বীকার করছে এখন।"

"স্বীকার করেছে?"

BanglaBook.org

"জি, স্যার," নজরুল বলল, "আমারে বলল আপনার কাছে সব খুলে বলবে।"

"চলো," চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আরিফ। হাফিজের খোঁজ করল। কিন্তু থানায় নেই। কেউ বলতে পারল না কোথায় গেছে। হয়তো পাশের হোটেলে খেতে গেছে।

* * *

মাইনুল আর জয়নাব পাশাপাশি বসা। জয়নাব ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে রেখেছে। কাঁদছে। কান্নার দমকে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে মোটেও বিশ্বাস করতে পারছিল না মাইনুল সব স্বীকার করতে চলেছে।

মাইনুলকে মোটেও বিচলিত দেখাচ্ছিল না। খুব সাধারনভাবে সেদিন রাতের ঘটনা বর্ননা করল সে। রাগের মাথায় খুন হয়ে গেছে। কবির খান তার পরিচিত কেউ নয়। আগে কোন শত্রুতা ছিল না। খুন হবার পর সে কবির খানের মানিব্যাগ নিয়ে পালায়। মানিব্যাগে বেশ কিছু টাকা ছিল। সেই টাকার কিছু খরচ হয়েছে। বাকি টাকা জয়নাবের সুটকেসে আছে।

পুরো ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনল আরিফ। কাল সকালে একে আদালতে হাজির করে রিমান্ড চাইতে হবে। আর এই জবানবন্দি তখন উকিলের সামনে রেকর্ড করা হবে। এখন আর রেকর্ড করার ঝামেলায় যেতে চাইল না। ভালো লাগছে না কিছু। একটু আগেও মনে হচ্ছিল মাইনুল খুনি। এখন মাইনুল নিজে স্বীকার করার পর মনে হচ্ছে কিছু একটা ঠিক নেই। তবে বস খুশি হবেন।

খুব অল্প সময়ে পুলিশ খুনি ধরতে পেরেছে। এটা এই থানার জন্য বড় এক সাফল্য।

জয়নাবকে ইশারায় বেরিয়ে যেতে বলল আরিফ। এই মহিলাকে এখন বাসায় পাঠাতে হবে। এরমধ্যে হাফিজ কোথায় গেছে কে জানে! কাউকে কিছু না বলে এরকম হুটহাট চলে যাবার কথা নয় হাফিজের। ওর মোবাইল নাম্বারে ডায়াল করল। রিং বাজছে। কিন্তু ধরছে না।

"কাল আবার অন্য কথা বলবে না তো," আরিফ বলল, মাইনুলকে। বেচারা মাথা নীচু করে বসে আছে।

"জি, না," মাইনুল বলল, "আমার স্ত্রীরে যেটা বলছেন সেটা যেন ঠিক থাকে।"

BanglaBook.org

"কোনটা যেন?" প্রশ্ন করল আরিফ, মাইনুলের স্ত্রীকে কি বলেছিল মনে পড়েছে। যাবজ্জীবন অথবা ফাঁসি, এদুটোর একটা বেছে নিতে বলেছিল সে। মাইনুল যাবজ্জীবন বেছে নিয়েছে।

একদৃষ্টিতে তাকাল মাইনুল।

"হু, মনে আছে," আরিফ বলল, "আমি তোমার জন্য ভালো ল'ইয়ারের ব্যবস্থা করবো।"

বেরিয়ে গেল আরিফ রুম থেকে।

* * *

"স্যার, আসবো?" হাফিজ বলল।

"এসো, কোথায় ছিলে?"

"খেতে গিয়েছিলাম," হাফিজ বলল। আরিফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "স্যার, আমি একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি, আপনাকে বলবো?"

"বলো," চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল আরিফ। হাফিজকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। হাত ইশারায় ওকে চেয়ারে বসতে বলল আরিফ।

"আসল খুনি হচ্ছে হাসান মাহাবুব, কবির খানের বন্ধু," চেয়ারে বসতে বসতে বলল হাফিজ।

"হঠাৎ করে এই লোকটার কথা তোমার মাথায় এলো কেন?" আরিফ বলল।

"স্যার," শুরু করল হাফিজ, "আমি কবির খানের সব বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের ভিডিও সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। আপনার হয়তো মনে আছে?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"সেই ভিডিও ফাইলগুলো দেখতে গিয়েই এই হাসানকে পেলাম," হাফিজ বলল, "উনার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল উনাদের আরেক বন্ধু আবিদ সাহেবের দোকানে। কিন্তু সেদিন উনার সাথে আমার বেশি কথা হয়নি। পরে আরেকদিন তার সাক্ষাৎকার নেই। সেই সাক্ষাৎকার থেকে অবশ্য খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে আমি আরেকটা কাজ করেছিলাম।"

"কি কাজ?"

"উনি যে জিমে শরীরচর্চা করেন, সে জিমে আমি খবর নিয়েছি।

BanglaBook.org

সেখানে ঢোকা আর বের হয়ে যাওয়ার একটা খাতা থাকে। ঘটনার রাতে উনি যে সময়ের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে সময়েই জিমের খাতায় তার এন্ট্রি আছে।"

"আচ্ছা, এটা তো কোন সূত্র না তাহলে, তাই না?"

"জি, সেজন্যই উনাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেই," হাফিজ বলল, "বাকি সবার কাছে শুনেছি এই হাসান সাহেবের সাথেই নাকি কবির খানের খুব বেশি বন্ধুত্ব ছিল।"

"তারপর?"

"তাদের মধ্যে শত্রুতার কোন চিহ্ন ছিল না। তাদের ব্যবসা আলাদা, লেনদেন ছিল না কোন, পারিবারিক কোন ঝামেলা নেই।"

"তাহলে?" আরিফ বলল, সে একটু অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে, "এই লোক তার প্রিয় বন্ধুকে খুন করবে কেন? আর তুমি কিভাবে এই লোককে খুঁজে পেলে? আগে পেলে না কেন?"

"স্যার, আমি এক রাতে হাসান মাহবুবের বাসায় গিয়েছিলাম। ঠিক বাসায় না। নীচ থেকেই চলে আসি। ঐ বাড়ির কেয়ারটেকারের সাথে আমার কথা হয়।"

"আচ্ছা। কেয়ারটেকার কি বলল?"

"কেয়ারটেকার তেমন কিছু বলেনি, তবে সেদিন ঐ বাসার গেটে ঘোমটা পড়া এক মহিলাকে দেখেছিলাম। ঘোমটা পড়া থাকলেও এক ঝলক চেহারাটা আমার চোখে পড়ে। শুরুতে ব্যাপারটা পাত্তা দেইনি। কিন্তু পরে মনে পড়ল এই মহিলাকে আমি চিনি।"

"ইন্টারেস্টিং! এই মহিলা কে?"

"আছিয়া বেগম। যে কবির খানের বাড়িতে কাজ করতো। এখন মৃত।"

"কি বলছো? আছিয়া কাজের বুয়া! সে কোন হাসান মাহবুবের বাসায় যাবে?"

"সেটা বের করেছি। ঐ কেয়ারটেকারের সাথে কথা বলে। হাসান মাহবুবের চরিত্র খুব একটা সুবিধার না। বাইরে থেকে প্রায়ই মেয়েমানুষ নিয়ে ফ্ল্যাটে যেত। এমনকি আছিয়ার সাথেও সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝেই রাতে আছিয়া ঐ ফ্ল্যাটে যেতো। কেয়ারটেকারকে যথেষ্ট টাকা দিত হাসান মাহবুব। তাই ঐ ব্যাটা কখনো কিছু বলতো না।"

"এরকম একটা ভদ্র মানুষ, বন্ধুর বাসার কাজের বুয়ার সাথে সম্পর্ক?"

BanglaBook.org

"শুরুতে আমারও বিশ্বাস হয়নি, পরে কেয়ারটেকারকে ফোনে ভয় দেখাতে সব স্বীকার করলো।"

"আছিয়া বেগমকেও তাহলে হাসান মাহবুব খুন করেছে?"

"সম্ভাবনা আছে। মহিলা হয়তো জেনে গিয়েছিল হাসান খুনি, হয়তো ব্ল্যাকমেইল করছিল।"

"হতে পারে।"

"স্যার, আপনার ঐ বোতামটার কথা মনে আছে?"

"অবশ্যই মনে আছে, বোতামটা আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম।"

"আবিদ সাহেবের দোকানে হাসান সাহেবের যে ভিডিও রেকর্ড করা, সেখানে তিনি যে দামি পোলো-টিশার্টটা পড়েছেন তার একদম নীচের বোতামটা মিসিং ছিল।"

"আচ্ছা।"

"আমার ধারনা ঐ পোলো টি-শার্টটা আমরা হাসান মাহবুবের ফ্ল্যাটেই পাবো আর আমাদের এক্সপার্টরা প্রমান করতে পারবে বোতামটা ঐ পোলো টি-শার্টের।"

"আর কিছু?"

"ঐ ভিডিওতে আরেকটা জিনিসও খেয়াল করেছি," হাফিজ বলল, "হাসান সাহেব খুড়িয়ে হাঁটছিলেন। এমনিতে উনার পায়ে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সেদিন কি কারনে তিনি খুড়িয়ে হাঁটছিলেন? হয়তো ব্যথা পেয়েছিলেন। কিন্তু কিভাবে?"

মাথা নাড়াল আরিফ। গল্প-উপন্যাসের গোয়েন্দা চরিত্রের মতো কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে হাফিজের।

"কিভাবে?"

"আগের রাতে মোটরবাইক এক্সিডেন্ট করেছিল, কবির খানের মোটরবাইকের পেছনের সীটেই বসেছিলেন এই হাসান সাহেব। তিনি পায়ে বেশ চোট পান। আর কবির খানের মৃত্যুর পর তিনিই খুড়িয়ে খুড়িয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেছিলেন। আর সেটাই ঐ বুড়ো ভিখারি সানোয়ার মিয়া দেখেছিল। খুড়িয়ে খুড়িয়ে খুনিকে পালিয়ে যেতে। মাইনুল আর হাসান সাহেবের উচ্চতাও কাছাকাছি।"

"তুমি এমনভাবে বলছো যেন তুমি সেখানে ছিলে?"

"স্যার, ধারনা করছি।"

"আচ্ছা। আর কিছু?"

BanglaBook.org

"স্যার, কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। আমার মনে হয় হাসান মাহবুব গ্লাভস ব্যবহার করেছিল। ঐ গ্লাভস আমরা ঐ ফ্ল্যাটে পাবো, আমি নিশ্চিত।"

"হুম। ব্যাখ্যা তো ঠিক আছে সব," বলল আরিফ, "কিন্তু এদিকে তো আরেক কান্ড হয়েছে।"

"কি স্যার?"

"মাইনুল তো সব স্বীকার করে বসে আছে," আরিফ বলল, "আমি অবশ্য ওর জবানবন্দি রেকর্ড করিনি।"

"কিন্তু খুন তো মাইনুল করেনি," হাফিজ বলল, "খুন হাসান করেছে।"

"হাসানের মোটিভ কি হতে পারে বলে তোমার ধারনা?"

"কোন ধারনা নেই। মোটিভটা উনিই বলতে পারবেন," হাফিজ বলল।

"চলো, উঠি," আরিফ বলল, "এবার হাসানকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। মাইনুলকে এখনই কিছু বলার দরকার নেই।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

পুরো রুমটা এখন ধোঁয়াচ্ছন। একের পর এক সিগারেট টেনেছে। হাসান ঘামছিল। টেনশন হলে তার ঘাম হয়। সেই ঘাম অল্পস্বল্প ঘাম নয়, দেখে মনে হয় যেন মাত্র গোসল সেরে উঠেছে। এই সময়গুলোতে তার হাত কাঁপে, কথা বলতে গিয়ে তোতলায়।

হাসান বাবার বড় ছেলে। মা মারা গেছে অনেক আগেই। বাবা মারা যাওয়ার আগে ব্যবসার দায়-দায়িত্ব ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল। হাসান তখনও বিয়ে-শাদি করেনি, করবেও না। ছোট দুটো ভাই আছে। ওরা নিজেদের ব্যবসা আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। দায়-দায়িত্ব তাই খুবই কম। শুধু বন্ধুদের সাথে আড্ডা আর রাতে জিম। এর বাইরে তার আর কোন জগত নেই। অথচ সেদিন রাতে কি থেকে কি হয়ে গেল।

কবির খান তার স্কুলের বন্ধু। দুজনে একসাথে ভর্তি হয়েছিল স্কুলে। চার-পাঁচ বছর বয়সে, তারপর কখনো আলাদা হয়নি। একই স্কুল, কলেজ, একই সাথে সিগারেট, মদ, গাঁজা। তারপর ব্যবসা। দুজনের ব্যবসা আলাদা হলেও প্রতিদিন একবার করে হলেও দেখা হতো। সমস্যা বাঁধল প্রেমিকায়। কবির যাকে ভালবাসতে শুরু করল, হাসানেরও মনে হলো সেই মেয়েকেই তার চাই। কিন্তু কোনদিন বলতে পারেনি। সেই মেয়ের সাথেই কবির খানের বিয়ে হয়ে গেল। বছরখানেক পর একটা ছেলেও হলো। খুব কষ্ট হলেও হজম করে নিয়েছিল হাসান। ভেবেছিল, সবাই সব কিছু পায় না। সবাই বিয়ের জন্য চাপ দিলেও মানসিকভাবে কখনো প্রস্তুত ছিল না। তাই বিয়ের কথা আসলেই সবসময় পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করত। এভাবেই চলছিল। খুব ভালোই চলছিল।

কিন্তু ভালো দিন খুব বেশি সময় যায় না। ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছিল। বড় অংকের একটা টাকা ধার নিয়েছিল একজনের কাছ থেকে। মনে হয়েছিল সময়মতো শোধ করে দিতে পারবে। কিন্তু ব্যবসার হাল দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এজন্য সে নিজেই দায়ী। ঠিকমতো ব্যবসা না চালানো, দেরি করে কাজে যাওয়া, সন্ধ্যার পর বন্ধুদের সাথে জুয়া, মদ, মেয়েমানুষ। দিন দিন দেনা বেড়েই যাচ্ছিল। সেই সাথে বাড়ছিল বদমায়েশি।

BanglaBook.org

বদমায়েসি করতেও টাকা লাগে। সেখানে টান পড়াতে অন্যদিকে চোখ গেল তার। মনে হয়েছিল এই খবর আর কেউ জানে না। কিন্তু তারপর শুরু হলো অন্য এক অধ্যায়।

ব্ল্যাকমেইল আর টাকা শোধের জন্য চাপ।

একটা কাজ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। একটাকাও ফেরত দিতে হবে না আর তার বদমায়েসির প্রমান কিছু ভিডিও ক্লিপ ফেরত দেয়া হবে, এই শর্তগুলোতে রাজি হওয়া ছাড়া তার আর উপায় ছিল না।

সেদিন রাতটাকেই বেছে নিয়েছিল হাসান।

অন্যান্য রাতের মতো কবিরের বাইকে বসে বাসায় ফিরছিল। ইচ্ছে ছিল ঠিক জায়গায় গিয়ে মোটরবাইক থামাতে বলবে। কিন্তু অর্ধেক যাওয়ার পরই হঠাৎ নিয়ন্ত্রন হারায় কবির। দুজনে ছিটকে পড়ে মোটরবাইক থেকে। রাস্তায় তখন কেউ ছিল না। খুব বেশি ক্ষতি হয়নি কারো। মোটরবাইকটা সোজা করে দাঁড় করায় কবির। পায়ে সামান্য ব্যথা পেয়েছে, আর কোথাও আঘাত পায়নি সে। কিন্তু হাসান বেশ ব্যথা পেয়েছিল। পায়ের গোড়ালির দিকটা একদম মচকে গিয়েছিল। হাঁটুর কাছাকাছি বেশ অনেকটা জায়গা কেটে রক্ত বেরুচ্ছে। এরমধ্যে আবার টয়লেট চেপেছিল। রাস্তার একপাশে ঝোপঝাড়, খুড়িয়ে খুড়িয়ে সেদিক দিয়ে নেমে ভারমুক্ত হচ্ছিল হাসান। তখনই ঝগড়াঝাঁটি কানে আসে তার। ঝোপের আড়াল থেকেই দেখে, এক লোক কবিরকে একের পর এক ঘুষি মেরেই যাচ্ছে। কবির শুরুতে কিছুটা প্রতিহত করেছিল, কিন্তু পরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

লোকটা কবিরের প্যান্টের পকেট থেকে ম্যানিব্যাগ নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। ঠিক সাথে সাথেই বেরিয়ে আসার ইচ্ছে থাকলেও দূরে আরেকজনকে চোখে পড়ে হাসানের। রাস্তার ওপাশ থেকে কেউ একজন দেখেছে পুরো দৃশ্যটা। সে মানুষটাও দ্রুত সরে যায়। সে কিছুক্ষন অপেক্ষা করে বেরিয়ে আসে হাসান।

কবিরের নাকের সামনে হাত দিয়ে দেখল। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, যদিও জ্ঞান নেই এখনও। যা করার আজ রাতেই করতে হবে। ধীরে সুস্থে কবিরের হাত থেকে গ্লাভস খুলল হাসান। গ্লাভস জোড়া নিজে পড়ে নিলো। তারপর দুই হাতে ওর গলা চেপে ধরল। কবিরের জ্ঞান ফিরল সে সময়। দূর্বল হাতে তার কলার চেপে ধরল। কিন্তু কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না। খুব বেশি সময় লাগল না। গ্লাভসজোড়া খুলে প্যান্টের পকেটে রাখল।

BanglaBook.org

তারপর হাঁটা ধরল জিমের দিকে। যদিও জিমে যাওয়ার প্ল্যান ছিল না। কিন্তু একটা অ্যালিবাই তৈরি করে রাখার জন্য জিমে যাওয়া দরকার। হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিলো। জানে জিমে এন্ট্রির সময়টা পরে কখনো চেক করা হতে পারে। ওদের এন্ট্রি খাতায় সেভাবেই এন্ট্রি করল হাসান। তারপর সবসময়ের মতো ঘন্টাখানেক কাটিয়ে বাসায় গেল। জিম করার সময় হঠাৎ মেঝের উপর ডাম্বেল ফেলে এমন একটা পরিস্থিতি করল যে ওগুলো তার পায়ের উপর পড়েছে। যাতে একপায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটার ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সবই ঠিক ছিল। কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারেনি।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কাজগুলো করেছে তার কিছুই পূরন হয়নি। বরং মনে হয়েছে সে কোন ফাঁদে পা দিয়েছে। এই ফাঁদ থেকে বেরুনোর কোন রাস্তা নেই।

তার হাতে ছোট একটা চিরকুট। কাঁপা হাতে কোনমতে একটা বাক্য লিখেছে।

তারপর ধীর পায়ে চেয়ারে উঠে দাঁড়াল। নিজ হাতে গলায় পড়ল জিনিসটা। সামনে দাঁড়ান মানুষটাকে দেখল একবার। দয়ামায়াহীন শীতল একটা মুখ। সিগারেট টানছিল। সেটা আস্ট্রেতে গুঁজে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কোমরে গুঁজে নিলো পিস্তলটা।

বাকি কাজটা তাকে করতে হলো না। নীচ থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দিয়ে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে মানুষটা। বাতাসের জন্য খাবি খেতে খেতে মানুষটাকে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে দেখল। তারপর সবকিছু অন্ধকার হয়ে এলো, চিরদিনের জন্য।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

আরো একটা খুন!

মাথা ব্যথা করছিল আরিফের। একটা খুনের সমাধান করতে না করতে পরপর আরো দুটো খুন! অবশ্য একে কী খুন বলা যায়! একজন মানুষ সিলিং ফ্যানে ঝুলে আছে। জিভ বেরিয়ে আছে কিছুটা। সাধারন চোখে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু আরিফের কাছে এটা খুন। এরকম একজন মানুষ কেন আত্মহত্যা করবে।

একটু আগে হাফিজের কল পেয়ে এসেছে। তিনতলার ফ্ল্যাটটায় মানুষটা একাই থাকতো। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর, ভাইদের সাথে বনিবনা হয়নি। ভালো ব্যবসা ছিল। কিন্তু বিয়ে-শাদি করেনি। বিয়ের বয়স অবশ্য পেরিয়েও যায়নি। কিন্তু তার আগেই সব শেষ।

হাফিজ খুব সাবধানে হাঁটছে রুমের ভেতর। একপাশে দেয়াল জুড়ে বড় আলমারি। সেটা এখন খোলা। ভেতর থেকে বেশ কিছু কাপড়-চোপড় বাইরে এলোমেলো করে রাখা। বেডরুমটা বেশ সাজানো গোছান। একজন ব্যাচেলরের জীবনযাত্রার সাথে খুব একটা মানানসই নয় ব্যাপারটা।

বেশ কিছু ছবি তোলা হয়েছে। ঝুলন্ত দেহটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আরিফ। মৃতের হাত মুষ্টিবদ্ধ। তাতে ছোট একটা চিরকুট দেখা যাচ্ছে। ওটা বের করে আনতে হবে। সুইসাইড নোট সম্ভবত।

"স্যার, এই জিনিসটা দেখেন," বলল হাফিজ। একটা পোলো টি-শার্ট আরিফের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

সুন্দর একটা পোলো টি-শার্ট। দামি ব্রান্ডের। নীল রঙা এই টি-শার্টটা আলাদা করে দেখার কি দরকার শুরুতে বুঝতে পারল না আরিফ। খুব মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল জিনিসটা। হাফিজ কেন তার দিকে এটা বাড়িয়ে দিয়েছে বুঝতে সময় লাগল না। পোলো টি-শার্টটার সামনের দিকে তিনটি বোতাম থাকার কথা। এরমধ্যে মাঝখানের বোতামটা নেই।

মিলিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করছে না আরিফ। এখানে যে বোতামটা নেই, সেটাই সে কুড়িয়ে পেয়েছিল।

"স্যার, এই যে দেখেন," বলে সাদা একজোড়া গ্লাভস এগিয়ে দিলো হাফিজ।

BanglaBook.org

প্লাস্টিকের ব্যাগে সাবধানে ঢুকিয়ে রাখল গ্লাভসজোড়া। হাফিজ যা বলেছিল, তা সব মিলে যাচ্ছে।

পুরো বেডরুমটা তন্নতন্ন করে খুঁজছে চারজন পুলিশের দলটা। আরো কিছু পাওয়া যায় কি না খুঁজছে।

মৃতদেহের হাতে ধরা চিরকুটটা খুব সাবধানে বের করে আনল আরিফ। বাঁকা হাতের লেখায় অক্ষরগুলো পড়তে অসুবিধা হলো না।

'আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।'

"হাফিজ, এই চিরকুটটা সাবধানে রাখো, হাতের লেখাটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

"জি, স্যার।"

"লাশ পোস্টমর্টেমে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।"

"জি, স্যার।"

পুরো বেডরুম সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। নিজে সিগারেট খেলেও এতো ধোঁয়া সহ্য হচ্ছিল না। ছোট একটা টেবিলে আস্ট্রেতে বেশ কিছু সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে। কয়েকটা তুলে নিলো। তারপর বেডরুম থেকে বেরিয়ে ড্রইং রুমে চলে এলো। বীভৎস দৃশ্যটার সামনে বেশিক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না।

এক ঝামেলা শেষ হতে না হতে নতুন ঝামেলার শুরু। এই মৃত্যু আত্মহত্যা না খুন, বের করতে হবে।

হাফিজ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিল, তাতে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে হাসান মাহবুবই খুনি। আর এটা প্রমান করা গেলে মাহমুদকে ছেড়ে দিতে কোন অসুবিধাই ছিল না। এই আত্মহত্যা সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে।

সব আত্মহত্যার পেছনে মোটিভ থাকে। এই আত্মহত্যার পেছনেও কোন না কোন মোটিভ আছে।

হাসান মাহবুবের কাছের বন্ধুরাই হয়তো এই মোটিভ সম্পর্কে বলতে পারবে।

"হাফিজ, ঐ সানি আর আবিদকে এখনই থানায় আসতে বলো," আরিফ বলল, "আমি পৌছানোর আগেই যেন ওরা থানায় থাকে।"

"জি, স্যার," হাফিজ বলল, "আমি এক্ষুনি বলছি।"

নীচে নেমে এলো আরিফ। বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি। বেশ কিছু

BanglaBook.org

লোকজন কৌতুহলী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে কী ঘটেছে জানার চেষ্টা করছে। একপাশে দাঁড়ানো লোকটা যে কেয়ারটেকার তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাত ইশারায় তাকে ডাকল আরিফ।

"এই বাড়ির কেয়ারটেকার আপনি, কতোদিন ধরে?"

"পাঁচ বছর, স্যার," ঢোক গিলতে গিলতে বলল হারুন।

"আপনি থানায় চলেন, কাজ আছে," আরিফ বলল।

"স্যার, আমি কিছু জানি না, আমি কিছু করি নাই," কাদো কাদো গলায় বলল হারুন।

"আপনি কি জানেন আর কি জানেন না সেটা আমি বুঝবো," আরিফ বলল, "পিক-আপে উঠুন।"

হারুনকে পিক-আপে তোলা হয়েছে। সামনে জিপে উঠে বসল আরিফ। একটা সিগারেট ধরাল। মোবাইল ফোন বাজছে। বসের ফোন। রিসিভ করলো না। জানে উনি কি বলবেন। মৃত একজন মানুষের উপর কবির খানের মৃত্যুর দায় চাপানো যাবে না। হাতের কাছে মাইনুল আছে, ওর উপরই দায় চাপানোর কথা বলবেন। কিন্তু ব্যাপারটার এতো সহজ সমাধান হলে চলবে না।

হাসান মাহবুবের মতো একজন মানুষ বিনাকারনে আত্মহত্যা করতে পারে না। কবির খানের কেস সমাধান করতে হলে আগে সমাধান করতে হবে এটা খুন না আত্মহত্যা। খুন হলে খুনি কে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২৬

বড় সানি খুব হম্বিতম্বি করছিল। আবিদ চুপচাপ এক কোনায় বসে আছে। কেয়ারটেকার হারুনকে লক-আপে রাখা হয়েছে। তার উপর ছোটখাট একটা ঝড় বয়ে গেছে এটা কেউ না বললেও বোঝা যায়।

আরিফ নিজের রুমে বসে রুবিকস কিউবটা মেলানোর চেষ্টা করছিল। এরমধ্যে বেশ কিছু কল এসেছে মোবাইলে। একটাও রিসিভ করেনি। আজ সব ঝামেলা মেটাতে হবে, যেভাবেই হোক।

"সানি সাহেব, আপনি হৈ-চৈ করলে তো হবে না," আরিফ বলল, "পরপর আপনার দুজন বন্ধু মারা গেছে। এতে আপনাদের কোন না কোন ভূমিকা থাকার কথা।"

"ভাইজান, ভূমিকা উপসংহার বোঝার টাইম নাই, আমার দুই দোস্ত মরছে, আপনেরা খুনি না ধইরা আমারে টানছেন ক্যান সেটাই বুঝতাছি না।"

"বুঝবেন, তার আগে বলেন, কবির আর হাসানের মধ্যে কোন সমস্যা ছিল কি না?"

"কী সমস্যা? কোন সমস্যা নাই, আমরা সবাই একসাথে বড় হইছি," সানি বলল।

"আরেকটু মন দিয়ে ভাবেন, সমস্যা তো কিছু একটা ছিলই।"

"ভাই, আমি বেশি ভাববার পারি না," সানি বলল, "বেশি চিন্তা করলে আমার মাথা ঘুরে। আপনে ওরে জিজ্ঞাস করেন," বলে আবিদকে দেখাল সানি।

"আপনি বলেন, আবিদসাহেব," এবার আবিদকে প্রশ্ন করল আরিফ।

"আমি কী বলবো বুঝতে পারছি না," আবিদ বলল, "আজ সন্ধ্যায়ও ওর সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। কোনরকম ঝামেলায় আছে বলে মনে হয়নি।"

"উনি বিয়ে করেননি কেন? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন," আরিফ বলল।

"মনের মতো মেয়ে পায়নি," আবিদ বলল, "আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি, এই কথাটাই বলতো।"

BanglaBook.org

"এই বাংলাদেশে এতো মেয়ে আর উনি মনের মতো মেয়ে পান নি!" আরিফ বলল।

"পাইবো ক্যামনে? পছন্দ তো করতো কবিরের বউরে," একপাশ থেকে বলল সানি।

"তাই? এই কথা তো আগে শুনিনি," আরিফ বলল। "একটু খুলে বলেন।"

"খুলে আর কি বলবো, দুই বন্ধু এক মেয়েরে পছন্দ করলে যা হয় আর কি," সানি বলল, "একজনরে স্যাক্রিফাইস করতে হয়। ঐ যে বাংলা সিনেমায় যেমন দেখায়।"

"হাসান মাহবুব স্যাক্রিফাইস করলেন, তাই তো?"

"জি।"

"কবির সাহেবের স্ত্রী জানেন ব্যাপারটা?"

"জানবে না কেন? তার প্রেমে হাবুডুবু খাইছে হাসান, না জানার কি আছে?"

"তাহলে তো মনে হচ্ছে বন্ধুর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই কবিরকে খুন করেছে হাসান, কি বলেন?"

"আমি কিছু বলি না, হইতে পারে, নাও হইতে পারে," সানি বলল, "তা এখন খুন করলেই কি না করলেই কি। দুইবন্ধুই তো আমার মইরা গেছে।"

"তারপরও আমাদের জানতে হবে," আরিফ বলল। "সিগারেট খান আপনারা?"

"খাই না মানে, টানি আর কি," সানি বলল, "ধরামু এইখানে?"

"ধরান," বলল আরিফ।

প্যান্টের পকেট থেকে একটা বেনসনের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল সানি।

"আপনি সিগারেট খান না?" আবিদের উদ্দেশ্যে বলল আরিফ।

"না।"

"আমার এই বন্ধু সিগারেট ছাড়া বাকি সব কিছু খায়," বলে হাসতে লাগল সানি।

"দেখুন, আমাদের যা জানার আমরা বলেছি," আবিদ বলল এবার, "আমাদের এখন যেতে দিন।"

"ঠিক আছে, যান," আরিফ বলল, "কিন্তু আপাতত শহর ছেড়ে কোথাও যাবেন না।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে।"

নিজের রুমে বসে খুব একটা সিগারেট ধরায় না আরিফ। আজ ধরাল। এই দুজনের কাছ থেকে নতুন একটা তথ্য পাওয়া গেল। তথ্যটা খুব দামি।

মিনিট পাঁচেক পর সানি আর আবিদ দুজনেই চলে গেল।

হাফিজকে ডাকল আরিফ।

"ঐ কেয়ারটেকারের কাছ থেকে কিছু বের করতে পারলে?" জিজ্ঞেস করল আরিফ।

"ও নাকি সন্ধ্যার পর বাসায় ছিল না, মালিকের কোন কাজে বাইরে ছিল। ফিরেছে আমরা যাওয়ার কিছুক্ষন আগে, তাই ঐ ফ্ল্যাটে কেউ ঢুকেছে কি না দেখতে পায়নি।"

"কোন সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে আশপাশে? কিংবা ঐ বাসায়?"

"না, স্যার, আমি খোঁজ নিয়েছি।"

"তোমার কি ধারনা লোকটা সত্যি বলছে?"

"নিশ্চিত না, স্যার, এসব লোকের কথায় বিশ্বাস রাখা খুব কঠিন," হাফিজ বলল।

"তাহলে ও লক-আপেই থাক," আরিফ বলল, "এরমধ্যে আমরা অন্য কোথাও ঘুরে আসি।"

"কোথায়, স্যার?"

"চলো," চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল আরিফ, "গেলেই বুঝতে পারবে।"

"স্যার, যাওয়ার আগে আরো কিছু তথ্য দিতে চাই আপনাকে," হাফিজ বলল।

"বলো।"

একটা মোবাইল ফোন বাড়িয়ে দিলো হাফিজ। ফোনটা হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষন নাড়াচাড়া করল আরিফ। স্মার্টফোন। খুব দামি জিনিস।

"এই জিনিস কখন পেলে?"

"একটু আগে," হাফিজ বলল, "যাকে দিয়েছিলাম, সে ছুটিতে ছিল। আজ ফেরত দিলো।"

"বিরক্তিকর ব্যাপার," আরিফ বলল, "এটা আরো আগে পাওয়ার দরকার ছিল।"

"জি, স্যার," হাফিজ বলল।

"বুঝতে পারছো আমরা কোনদিক দিয়ে এগুবো?"

BanglaBook.org

"জি, স্যার।"

"দাঁড়াও, গরম ব্যাপার স্যাপার, আমি বসের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেই," আরিফ বলল। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে বিশেষ নাম্বারে ডায়াল করল। অনেক গরম জায়গায় হাত দিতে যাচ্ছে। আইনি অনেক জটিলতা তৈরি হতে পারে পরে। আপাতত সামাল দেয়ার জন্য বসকে ব্যাপারটা জানান জরুরি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বসের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া হয়ে গেল। তবে এটাও স্বীকার করে নিতে হলো, যদি কোন ভুল হয়, তাহলে তার খবর হয়ে যাবে। ট্রান্সফার তো হবেই, এমনকি চাকরি নিয়েও টানাটানি শুরু হতে পারে।

তবে আপাতত বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

জিপে চড়ে বসল আরিফ। একজন মহিলা কনস্টেবলও নিয়েছে সাথে। পথে যেতে যেতে স্মার্টফোনটা ঘাটতে শুরু করল। অনেক দরকারি আর ইন্টারেস্টিং তথ্য পাওয়া যাচ্ছে স্মার্টফোন ঘেঁটে। সামজিকভাবে মানুষ ভদ্র, সভ্য, আন্তরিক হলেও অনলাইনে তাদের ইনবক্স দেখলে বোঝা যায় আসলে ভেতরে কী চলছে। কবির খানের ইনবক্স বেশ ইন্টারেস্টিং।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

"আপনাকে পছন্দ করতো আপনি জানতেন না?" জিজ্ঞেস করল আরিফ।

তার সামনে মিতু খান বসে আছে। তাকে কিছুটা অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল।

"জানতাম, কিন্তু জানলেই কি?" মিতু বলল, "হাসানকে মোটেই পছন্দ হতো না আমার। চোখের চাউনি দেখলেই ভয় করতো।"

"কিন্তু মানুষটা তো খারাপ ছিল না, তাই না?"

"আমি ওর সাথে মিশিনি, তবে কবিরের খুব ভালো বন্ধু ছিল, এটুকু বলতে পারি," মিতু বলল।

"আপনাকে না পেয়ে সে কবির খানকে খুন করেছে, এরকম হতে পারে?"

"হতে পারে," মিতু বলল, "কবিরের কাছে বলেছিল, কোনদিন বিয়েই করবে না।"

"আর কিছু?"

"আর কি?"

ড্রইং রুমে এই সময় সাইফ খান ঢুকল। বেশ উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছিল। হাতে সিগারেট। আরিফ আর হাফিজকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে এলো।

"বাসার বাইরে দেখলাম পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে," সাইফ বলল, "এতো রাতে এভাবে না এলেও পারেন। এখানে আমাদের আলাদা একটা সম্মান আছে, তাই না?"

সোফায় বসল সাইফ খান। পায়ের উপর পা তুলে। সিগারেট টানছে, আর ধোঁয়া ছাড়ছে আরিফের মুখের দিকে লক্ষ্য করে।

"তা তো আছেই, মি. সাইফ," আরিফ বলল, "আপনি কি প্রতিদিন রাত করে ফেরেন?"

"আমি বিয়ে-শাদি করিনি, লাইফ ইনজয় করছি, রাতে ফিরবো না তো কখন ফিরবো!"

"আজ কোথায় ইনজয় করতে গেলেন?"

"এতো ডিটেইলস আপনাদের না জানলেও চলবে," বলে চেয়ার ছেড়ে

BanglaBook.org

উঠে পড়ল সাইফ, সিগারেটে সামনে টেবিলে রাখা আস্ট্রেতে গুঁজে দিলো। "আমি এখন খেয়ে ঘুমাতে যাবো, ভাবী, টেবিলে সব রেডি তো?"

"হ্যাঁ, তুমি যাও, আমি আসছি," মিতু বলল।

"এই বাড়িতে এখন আপনারা কয়জন মানুষ?" আরিফ জিজ্ঞেস করল।

"আমি, আমার ছেলে আর সাইফ, আমার শ্বশুড়-শাশুড়ি দুজনেই মারা গেছেন," মিতু বলল, "কবির চলে যাওয়ার পর বাসাটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে।"

"আর?"

"দারোয়ান, মালী, ড্রাইভার, কয়েকজন কাজের লোক, এরা আছে।"

"এতো সম্পত্তি, এগুলোর কি হবে?"

"যেভাবে ভাগ হওয়ার কথা সেভাবেই হবে," মিতু বলল, "সাইফ আমাদের ঠকাবে না।"

"তাহলে তো ভালই।"

চা দিয়ে গেল এক কাজের লোক এসে।

"আপনাকে খুব সহজ একটা প্রশ্ন করবো," আরিফ বলল, "আশা করি আপনি সত্যি কথাটা বলবেন।"

"জি, বলুন।"

"কবির খানের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"খুবই ভালো।"

"আচ্ছা। কোন ঝামেলা হয়েছিল কিছু নিয়ে?"

"আমাদের প্রেমের বিয়ে, ঝামেলার কিছু ছিল না," মিতু বলল।

"কিন্তু আমার কানে কিছু কথাবার্তা এসেছে," আরিফ বলল, "খুব বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, আপনি আবার কিছু মনে করবেন না তো।"

"না," মিতু বলল, তাকে একটু অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে।

"উনার চারিত্রিক সমস্যা ছিল," আরিফ বলল, "বেশ কয়েকজনের সাথে তার বেশ ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। আমি ঠিক খুলে বলতে পারবো না।"

"খুলে বলুন, সমস্যা নেই," মিতু বলল, "তবে এরকম কিছুর কথা আমি জানি না।"

"খুলে বলার কিছু নেই," আরিফ বলল, "আপনি সব জানেন।"

"আমি কিছুই জানি না," মিতু বলল।

"অস্বীকার করে কি লাভ?" আরিফ বলল, "আপনার স্বামীর স্মার্টফোন আমাদের কাছে। ওখানে কোন কোন মেয়ের সাথে আপনার স্বামীর সম্পর্ক

BanglaBook.org

ছিল, কি কি কথাবার্তা হতো ফেসবুকে, সব রেকর্ড আছে আমাদের কাছে।"

"আচ্ছা, এ বিষয়ে আমার জানা নেই," মিতু বলল।

"আবারও অস্বীকার করছেন," আরিফ বলল, "ইনবক্সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, আপনি কবির খানকে হুমকি দিয়েছেন, সে যদি অন্য মেয়েদের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাহলে তার পরিনতি খুব খারাপ হবে।"

চুপ করে বসে আছে মিতু খান। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আরিফের দিকে।

"আপনার স্বামীর বেশ কিছু আপত্তিকর ছবিও আপনি জোগাড় করেছেন, সেগুলো ইনবক্সে পাঠিয়েছেন, যাতে অস্বীকার করতে না পারে," আরিফ বলল, "এই ছবিগুলো আপনি কিভাবে জোগাড় করেছেন?"

"বুঝতে পারছি না আপনি কিসের কথা বলছেন?"

"আপনি এখনো বুঝতে না পারলে মহা সমস্যা," আরিফ বলল, "এই ছবিগুলো আপনাকে কে সংগ্রহ করে দিয়েছে।"

"কেউ না, আমি নিজেই সংগ্রহ করেছি," মিতু বলল।

"আচ্ছা, বিশ্বাস করলাম আপনি নিজেই সংগ্রহ করেছেন," আরিফ বলল, "তারপর তাকে থ্রেটও করেছেন। কিন্তু উনি তো মনে হয় আপনার সাবধানবানী শোনেননি।"

"না," মিতু বলল, "কবির কারো কথা শুনতো না।"

"যাক, একটা ব্যাপার আপনি স্বীকার করলেন তাহলে," আরিফ বলল, "সে যেহেতু কথা শোনেনি, তাই তাকে সরিয়ে দিলেন।"

"কবির খান আমার স্বামী ছিল!" চেঁচিয়ে বলল মিতু।

"দুষ্ট গরুর চেয়ে শুন্য গোয়াল ভালো, এই প্রবাদে আপনি বিশ্বাস করেন মনে হচ্ছে," আরিফ বলল।

"আপনারা এখন আসুন," মিতু বলল, "অনেক রাত হয়েছে। আমি এখন সাইফকে খেতে দেবো। তারপর ঘুমাবো।"

"স্যরি, মিসেস মিতু খান," আরিফ বলল, "আমি খালি হাতে ফিরে যেতে আসিনি।"

"মানে?"

"আপনি এবং সাইফ খান, দুজনকেই আমাদের সাথে থানায় যেতে হবে, আপনারা দুজনেই আন্ডার অ্যারেস্ট।"

"আমি কি করেছি?"

"মিতু খান, ধারনা করছি, পুরো প্ল্যানটাই আপনার। কবির খানকে

BanglaBook.org

সরানো থেকে শুরু করে বাকি দুটো খুন," আরিফ বলল, "সবটাই আপনার প্ল্যানে হয়েছে।"

"প্রমান করতে পারবেন?"

"পারবো।"

সাইফ দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে বেশ বিভ্রান্ত লাগছিল।

"সাইফ সাহেব," আরিফ বলল, "আপনার ডিনারের ব্যবস্থা থানায় হবে, এখন চলুন আমাদের সাথে।"

"আপনারা আমাদের এভাবে নিয়ে যেতে পারেন না," সাইফ চেঁচাল।

"গলা নামিয়ে কথা বলুন, আর আমাকে আইন শেখাবেন না। প্লিজ," আরিফ বলল, "আশপাশে লোকজন আছে, সবাই জানবে কি হচ্ছে এখানে। আপন ভাই আর ঘরের বৌ মিলে কাউকে খুন করেছে জানলে সবাই থু থু ফেলবে।"

মহিলা কন্সটেবল মিতুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হাফিজ এগিয়ে গেল সাইফ খানের দিকে। শুরুতে জোরাজুরি করলেও হাল ছেড়ে দিলো দুজন।

বাইরে দাঁড়ানো পিক-আপে তোলা হলো দুজনকে।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। লুবনার নাম্বারে ফোন করে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল আরিফের। কিন্তু ডায়াল করলো না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

ঘন্টাখানেক পরে মিতু খান আর সাইফের সাথে কাজ শেষ হলো আরিফ আর হাফিজের। বেশ চিন্তিত মুখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে আরিফ। সাইফকে যতোটা সহজে কাবু করা যাবে মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটা ঠিক ততোটা সহজ হবে না। আইনের ফাঁকফোকর জানে ছেলেটা। কিভাবে কথা বলতে হয় সব বোঝে। কোনভাবেই স্বীকার করানো গেল না যে এই হত্যাকান্ডের সাথে ওর কোন সম্পর্ক আছে। এই লোকের স্বীকারোক্তির জন্য অন্য পথ নিতে হবে। সেটা কি এখনও মাথায় আসেনি। আজ রাতে নজরুলকে কাজে লাগানো যাবে না।

কাল সকালে আদালতে হাজির করে রিমান্ড চাইতে হবে। তারপর নজরুলের কাজ। শরীরে জীবনে ফুলের টোকাও পড়েনি, নজরুলের হাতে পড়লে সুরসুর করে সব স্বীকার করে নেবে। যেসব প্রমান পাওয়া গেছে সেগুলো আদালতে খুব ভালো করে জমা দিতে হবে। কোন ফাঁকফোকর রাখা যাবে না।

সাইফ খান কিছু স্বীকার না করলেও মিতুর কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা পেয়েছে আরিফ।

কবির খান তার বাকি সব বন্ধুদের মতোই ছিল। চারিত্রিক দিক থেকে একদম অসৎ। বাসায় সুন্দরি বৌ থাকতেও একের পর এক মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে। মিতু এসব জানতে পেরে ফেরানোর চেষ্টা করেছে। পারেনি। তার সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল সব কিছু। রাতের পর রাত দেরি করে কবিরের বাড়ি ফেরা, বন্ধুদের সাথে মদ-জুয়া আর মেয়েমানুষের দোষ। এমন স্বামীর সাথে থাকার চেয়ে ডিভোর্স নেয়া ভালো। কিন্তু এভাবে হেরে যেতে রাজি ছিল না মিতু খান। ডির্ভোস হলেও কবিরের তাতে খুব একটা ক্ষতি হতো না। কবির তার কুকর্ম চালিয়েই যেতো। যে মানুষটাকে মন থেকে ভালোবেসেছে তাকে অন্যের সাথে ভাগ করে নেয়ার চাইতে, সেই মানুষটার মরে যাওয়াও ভালো। এভাবেই ভেবেছে মিতু। সাহায্য চেয়েছে দেবর, সাইফ খানের। সাইফও সুযোগটা লুফে নিয়েছে। বড় ভাই না থাকলে এই এলাকা থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানো কেউ আটকাতে পারবে না,

BanglaBook.org

আর বিষয়-সম্পত্তির উপর একছত্র আধিপত্য তো আছেই। তবে মিতুর সাথে চুক্তি হয়েছিল, সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ মিতুর সন্তান পাবে। তাতে আপত্তি ছিল না সাইফের। মিতুর সন্তান বড় হতে হতে পুরো সম্পত্তি তার হাতের মধ্যেই থাকবে।

এরপর শুরু হলো প্ল্যান। নিজের হাতে ভাইকে খুন করার ঝুঁকি নিতে চায়নি সাইফ। এমনকি ভাড়াটে খুনি দিয়ে কাজ করানোও ঝামেলার। সে অন্যপথ দেখল। খুঁজে পেল কবির খানের বন্ধু হাসানকে। ব্যবসায় ধরা খেয়ে এই মানুষটার অবস্থা যখন খুবই খারাপ, বড় অংকের টাকা ধার দিলো। জানে এই টাকা কখনো ফেরত পাবে না, কিন্তু এই টাকার বিনিময়ে একে দিয়েই কাজটা সারতে হবে। একই সাথে ওর পেছনে লাগিয়ে দিলো বাসার কাজের মহিলা আছিয়া বেগমকে। দুজনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের বেশ কিছু ভিডিও ক্লিপ করে নিলো। এরপর হাসান চলে এলো তার হাতের মুঠোয়। হাসানকে দিয়ে ঐ রাতে কবির খানকে খুন করার প্ল্যান হয়। প্ল্যান ছিল বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার বিশেষ একজায়গায় মোটরবাইক থামাতে বলবে কবিরকে। সেখানেই খুন করবে কবিরকে। কিন্তু মাঝপথে মোটরবাইক এক্সিডেন্টে সব বদলে যায়। কোত্থেকে খোঁড়া এক লোক হঠাৎ আক্রমন করে বসে কবিরকে। এতে অবশ্য লাভই হয়েছিল। সমস্ত দোষ পড়েছিল ঐ পা খোঁড়া লোকটার উপর। কাজের স্বাক্ষী যেন না থাকে এজন্য আছিয়াকে সরিয়ে দিয়েছিল সাইফ। তারপর হাসানকে।

আড়চোখে হাফিজের দিকে তাকাল আরিফ। ওর কাঁধে হাত রাখল।

"আছিয়া কিভাব খুন হয়েছে?" আরিফ বলল।

"ছুরি দিয়ে, গলা কেটে," হাফিজ বলল।

"মার্ডার ওয়েপন তো এখনো উদ্ধার হয়নি," আরিফ বলল।

"উদ্ধার করতে হবে," হাফিজ বলল। "উদ্ধার করতে না পারলে সাইফ খান ছাড়া পেয়ে যাবে।"

"এতো সহজে ছাড়া পাবে না," আরিফ বলল, "হাসান মাহবুবের খুনের সাথে সে জড়িত।"

"কিন্তু স্যার, হাসান মাহবুব আত্মহত্যা করেছেন, সেখানে সাইফ কিভাবে আসবে?"

"সাইফ ঐ বেডরুমে ছিল, সে ডানহিল সিগারেট খায়, সেখান থেকে দুটো সিগারেটের আধখাওয়া টুকরো আমি নিয়ে এসেছি। আর ওদের বাসায়ও সাইফ ডানহিল টানছিল, সেই টুকরোটাও নিয়ে এসেছি। ল্যাব

BanglaBook.org

টেস্টে খুব সহজেই প্রমান করা যাবে। আর তাতেই প্রমান হবে হাসান মাহবুবের বেডরুমে সাইফ খান উপস্থিত ছিল। এই আত্মহত্যা আসলে আত্মহত্যা নয়, খুন। তবে নিজ হাতে এই কাজটা করেনি সাইফ। ব্ল্যাকমেইলে কাজ সেরেছে।"

"আর স্যার, ভিডিও ক্লিপ?"

"ওগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে, ঐ ক্লিপগুলো দিয়েই হাসান মাহবুবকে ব্ল্যাকমেইল করছিল সাইফ। হাসান মাহবুব ভালো পরিবারের সন্তান। তার ছোট দুই ভাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। কাজের বুয়ার সাথে ভিডিও ক্লিপ বের হলে কাউকে আর মুখ দেখাতে পারতো না, তাই মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছে।"

"স্যার, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, এখনো অনেক কাজ বাকি।"

"চিন্তার কিছু নেই। মিতু খানের পুরো স্টেটমেন্ট আমার কাছে রের্কড করা আছে। এই প্রমানগুলো বের করতে না পারলে ভদ্রমহিলার স্টেটমেন্ট ব্যবহার করবো।"

"জি, স্যার।"

"এই কেসে খুব ভালো কাজ দেখিয়েছো তুমি। তোমার মতো আরো কিছু লোক দরকার আমাদের," আরিফ বলল, "যারা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবে। হিসেব করবে। আমার মাথা একসময় ঠান্ডা ছিল, কিন্তু বুঝতেই পারছো, কি রকম অশান্তির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।"

উত্তর দিলো না হাফিজ, সে শুনেছে অশান্তির কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে কথা বলে অস্বস্তি আর বাড়াতে চাচ্ছে না।

"তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ," আরিফ বলল, "তা না হলে ঐ খোঁড়া মাইনুলকে জেলে পচে মরতে হতো।"

"জি, স্যার।"

"ওদের সিদ্ধান্তটা তোমার উপর ছেড়ে দিলাম, তুমি যা ভালো মনে করো, করো, ওকে?"

"জি, স্যার।"

"জি স্যার, জি স্যার না বলে এখন আমার সামনে থেকে যাও," আরিফ বলল, "কাল সকালে অনেক কাজ আছে।"

আরিফের সামনে থেকে সরে এলো হাফিজ। তার বুকটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনে হচ্ছে অনেক বড় একটা কিছু বুকের উপর থেকে সরে গেছে।

ভারমুক্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। হ্যাঁ, প্রয়োজনে মাইনুলকে ব্ল্যাকমেইল করতেও আপত্তি ছিল না। পেশাগত ব্যাপারে সাফল্য নিয়েই চিন্তিত

BanglaBook.org

আরিফ। সেখানে কেউ কিছু মনে করলো কি না তাতে কিছু যায় আসে না। বিবেকের দংশনে সে কখনোই কাতর হয় না। ভালো ফল আনতে হলে হৃদয়টা খুব কঠিন হতে হয়। গত কয়েকবছর নিজেকে একদম রোবটের মতো করে নিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। শুধু ফলাফলের পেছনে ছুটলেই হবে না। জীবনের আরো অনেক দিক আছে।

লুবনা তার জীবন থেকে চলে যেতে বসেছে। আদরের মেয়েটাও হয়তো একসময় তাকে চিনবে না। শুধু সামান্য কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারনেই এই দূরত্ব। আর কিছু না। একটু সময়, একটা যত্ন, একটু ভালোবাসা, এই তিনটি জিনিস একটু একটু করে দিলেও হয়তো সংসারটা টিকে যেত।

খুব কি দেরি হয়ে গেছে?

আজকে রাতের মতো থানায় কাজ শেষ। হাফিজকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছে একটু আগে। একটা সিদ্ধান্ত ওর উপর ছেড়ে দিয়েছে। আজ রাতে সবসময়ের মতো বাসায় না ফিরে অনেক দিন পর শ্বশুড়বাড়ির দিকে রওনা দিলো আরিফ।

লুবনা ফিরে আসবে, এই বিশ্বাসটুকু আছে আরিফের। শুধু প্রানপন চেষ্টা করতে হবে তাকে, তাহলেই হবে।

নতুন দিনের শুরু হতে আর খুব বেশি বাকি নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২৯

হাজতের বাইরে আনা হয়েছে মাইনুলকে। এক কোনায় জয়নাব বসে ছিল। স্বামীকে বেরুতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

হাফিজ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাইনুলের দিকে। যেন ভেতরটা দেখে নিচ্ছে একবারে।

"খুনের শাস্তি জানেন?"

"জি।"

"কী সেটা?"

"ফাঁসি।"

"ছিনতাইয়ের?" জিজ্ঞেস করল হাফিজ।

"জি, না," আমতা আমতা করে বলল মাইনুল।

"আপনি একটা অপরাধ তো করেছেনই," হাফিজ বলল, "শাস্তি আপনার প্রাপ্য।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মাইনুল।

"আমি জানি না, কাজটা কতোটা ঠিক হচ্ছে," হাফিজ বলল, "তবে, আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। নেবেন?"

"কী সুযোগ?"

"নতুন করে শুরু করার," হাফিজ বলল, "এই সুযোগ সবাই পায় না।"

মাইনুল তাকিয়ে আছে। হাফিজের কথা তার কাছে হেঁয়ালির মতো লাগছে। 'নতুন করে শুরু'র মানে কী বুঝতে পারছে না মাইনুল।

"আমি সুযোগ চাই," মাইনুল বলল, "আমার ছোট মেয়েটারে নিয়া আমি গ্রামে চইল্যা যামু। সব নতুন কইরা শুরু করমু।"

"আবার নতুন কোন ঘটনা ঘটাবেন না তো?"

"আল্লার কসম," মাইনুল বলল।

"আপনার নামে আগে কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই," হাফিজ বলল, "আর যে ক'টাকা মিসিং সেটা নিয়ে আমরা আর কিছু করবো না। শুধু একটা কথা দিতে হবে।"

BanglaBook.org

"স্যার, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো।"

"কিছুই করতে হবে না। যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানে চলে যান। নতুন করে শুরু করেন সব।"

জয়নাব এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। হাফিজ আর মাইনুলের কথোপকথনের কিছুই তার কানে আসেনি। উদ্বিগ্ন চোখে সে তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে।

"যান, বাসায় চলে যান," হাফিজ বলল।

"বাসায়?" তোতলাল মাইনুল, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হাফিজের কোমরে ঝোলান পিস্তলের দিকে চোখ চলে গেল।

"হু, বাসায়।"

"সত্যি বলছেন? কোন সমস্যা নাই তো?" মাইনুল বলল।

জয়নাব পাশ থেকে তাকিয়ে আছে, তার মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছে না।

"আমার বিশ্বাস হইতেছে না," মাইনুল বলল।

"বিশ্বাস না হলে কিছু করার নেই," হাফিজ বলল, "তাহলে আবার ভেতরে ঢুকে যান। হাজতে এখনও অনেক জায়গা খালি আছে।"

"না, ভাইজান, কি বলেন!" জয়নাব বলল পাশ থেকে। "যে কপাল আম গর! বিশ্বাসই হয় না! এতো ভাগ্য কেমনে হইল?"

"কেউ একজন আছেন, তিনি কলকাঠি নাড়ান," হাফিজ বলল।

"জি।"

"গল্পের পেছনেও অনেক গল্প থাকে। সে গল্প আপনাদের না জানলেও চলবে," হাফিজ বলল, "তবে একটা কথা মনে রাখবেন, হুট করে মাথা গরম করা চলবে না। তাতে নানারকম ঝামেলা তৈরি হয়।"

"জি।"

"এখন যান, রাত অনেক হয়েছে," হাফিজ বলল।

মাইনুল জয়নাবের হাত ধরল। জয়নাব ফুলিকে নিজের কোলে তুলে নিলো। হাফিজ ভেতরে চলে গেছে। লোকটাকে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না মাইনুল। গলায় কান্না আটকে গেলে যেমন কথা বের হয় না, মাইনুলের হঠাৎ তাই মনে হলো।

মাইনুল থানার বারান্দা থেকে ধীর পায়ে নীচে নেমে এলো। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালো দূরে কোথাও। চমকে উঠে মাইনুলের হাত আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরল জয়নাব। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রচন্ড বৃষ্টি। তিনজন মানুষ

BanglaBook.org

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সামনের দিকে এগুচ্ছে। মাইনুল আর জয়নাবের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরছে। দুজনেই আড়াল করার চেষ্টা করছে। বৃষ্টির পানি আর চোখের জল মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে।

রাত শেষ হতে চলেছে। নিয়ন বাতির আলোয় তিনজন মানুষের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে।

চারপাশে অদ্ভুত সুন্দর এক সুর শুনতে পাচ্ছে মাইনুল। রাত্রি শেষের গানে মেতে উঠেছে প্রকৃতি। আরেকটি নতুন দিনের সূচনা, নতুন প্রানের সূচনা। এই ক্ষনটাকে চিরদিন মনে রাখবে মাইনুল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG